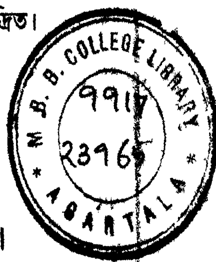
কাছাড়ের ইতিবৃত্ত।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, প্রণীত।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



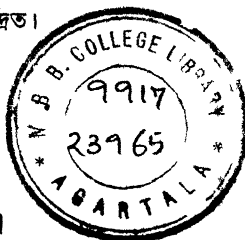
প্রকাশক
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত।
সাধনা লাইব্রেরী, ঢাকা।
শাখা—৫৭ নং সাউথ রোড, কলিকাতা।

কাছাড়ের ইতিবৃত্ত।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, প্রণীত।

ঢাকা, উয়ারী, ভারত-মহিলা প্রেসে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশক
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত।
সাধনা লাইব্রেরী, ঢাকা।
শাখা—৫৭ নং সাউথ রোড, কলিকাতা।



মূল্য ১।০ আনা।

ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকাদ্বয়ের মধ্যভাগে যে পর্ব্বতশ্রেণী রহিয়াছে, উত্তর কাছাড় বা হাফলং মহকুমা তাহারই অংশবিশেষ। এই মহকুমা আসামের পর্ব্বত শ্রেণীরই অন্তর্গত, সুতরাং ভৌগলিক হিসাবে ইহা সুরমা উপত্যকার অন্তর্গত নহে। উত্তর কাছাড়ের পর্ব্বত শ্রেণী বড়াইল (উচ্চ সীমা) নামে পরিচিত। ইহা খাসিয়া পর্ব্বতের দক্ষিণপূর্ব্ব দিক হইতে কাছাড় জিলার পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত ক্রমেই উচ্চ হইয়া গিযাছে; তৎপবে উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে পাতকৈ পর্ব্বতেব সহিত মিলিত হইযাছে। এই পর্ব্বতের দক্ষিণদিকের জলস্রোত বরাক নদীতে এবং উত্তরদিকের জলস্রোত ব্রহ্মপুত্রের শাখা কলং নদীতে পতিত হইতেছে।

উত্তর কাছাড়ে সমতল কৃষিক্ষেত্র অতি বিরল। পর্ব্বতশিখবে নাগা, পর্ব্বত গাত্রে কুকী, এবং উপত্যকা ভূমিতে কাছাড়ী পুঞ্জী (পার্ব্বত্য গ্রাম) সমূহ দৃষ্টিগোচর হয। সভ্যতার কোলাহল হইতে বহুদুরে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে 'জুম' কৃষি দ্বাবা এই সকল পার্ব্বত্য লোক জীবন ধারণ করিতেছে। এইসকল জাতীয় লোক, সংখ্যায় অধিক নহে। উত্তর কাছাড় মহকুমায় প্রতি বর্গ মাইলে ১২ জন লোকের অধিক বসতি নাই, ভূমির পরিমাণ ১৭০৬ বর্গ মাইল এব বারিপাত ৭৭ ইঞ্চি।

কাছাড়ের সমতল ভাগ—

কাছাড় জিলার অপরাংশ বরবক্র নদীর উপত্যকা, এবং ভৌগোলিক হিসাবে সুরমা উপত্যকার পূর্ব্বাংশ। এই অপেক্ষাকৃত সমতল ভূভাগে হাইলাকান্দি ও শিলচর মহকুমাদ্বয় অবস্থিত।

বরবক্র বা বরাক নদী এই স্থানের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে। উপত্যকা প্রদেশের

জমি বালুকা ও কর্দ্দম মিশ্রিত ; সম্ভবতঃ উহা ক্রমে ভরাট হইয়াছে। টিলাগুলির উপরস্থ স্তর ভরট জমির ন্যায় ; কিন্তু তাহার নীচেই প্রস্তরময় স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। চা, ইক্ষু এবং জুম কৃষিব জন্য, স্থানে স্থানে টিলা ভূমি পরিষ্কৃত হইয়াছে ; অন্যথা সর্ব্বত্রই ঘন বাঁশ ও বৃক্ষ সমূহে আবৃত। সমতল ভাগ ২৫টি পরগণা ও ৭৯৭টি মৌজায বিভক্ত ; পরগণাগুলির পরিমাণ ৭ হইতে ১৪০ বর্গমাইল ভূমি এবং মৌজাগুলির পরিমাণ গড়ে ১ বর্গমাইলের অধিক হইবে না।

হাইলাকান্দি—

উত্তরদিগ্‌বাহিনী কাটাখাল ও ধলেশ্বরী নদীদ্বয লুসাই পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত রেংটি ও ছাতাছরা নামক দুইটি সমান্তরাল পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী উপত্যকাভূমি গঠন করিয়া বরাকের সহিত মিলিত হইয়াছে (১)। এই অপ্রশস্ত ও দীর্ঘ উপত্যকা ভূমিতে হাইলাকান্দি মহকুমা অবস্থিত। উপত্যকা ভূমি উত্তরদিকে ক্রমেই ঢালু হইয়া বক্রিহাওর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই হাওরের উত্তরস্থ ঘন জঙ্গল ক্রমেই আবাদ হইয়া কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে।

হইলাকান্দি মহকুমায় ভূমির পবিমাণ ৪১৪ বর্গ মাইল এবং প্রতি বর্গ মাইলে ২৭২ জন লোকের বসতি। বারিপাত ১১০ ইঞ্চি।

শিলচর—

শিলচর মহকুমায চাতলা হাওর একটি বিস্তীর্ণ জলাভূমি। ইহার সন্নিকটে এবং মধ্যভাগে কযেকটী টিলা (খণ্ড পর্ব্বত) অবস্থিত। এই সকল টিলায় চা বাগিচা হওয়ায হাওরের নিকটস্থ

(১) বর্ত্তমানে ধলেশ্বরী নদী, কাটাখাল নদীর সহিত লতাকান্দি মৌজার দক্ষিণে মিলিত হওযায় ধলেশ্বরী নদীর অপরাংশ ক্রমেই ভরট হইতেছে।

টিলার ধারের জমি ক্রমে ভরট হইয়াছে। সম্প্রতি এখানে অনেক বস্তি (গ্রাম) স্থাপিত হইযাছে।

চাতলা ও বরাকের মধ্যভাগে সোনাই ও রুকনী উপত্যকাদ্বয় পলিমাটি দ্বারা গঠিত হওয়ায় ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর এবং কৃষির উপযোগী।

বরাকের উত্তরাংশে বড়াইল পর্য্যন্ত ভূভাগ কিছু পার্ব্বত্য ধরণের। কয়েকটি টিলা শ্রেণী বড়াইল হইতে দক্ষিণ দিকে বরাক পর্য্যন্ত গিযাছে এবং জিরি, চিরি, মধুরা, জাটিঙ্গা প্রভৃতি নদী বড়াইল হইতে প্রবাহিত হইয়া বরাকের সহিত মিলিত হইয়াছে।

বদরপুর জংশন হইতে বরাকব্রিজ্ (সেতু) অতিক্রম করিয়া আসাম বেঙ্গল রেলপথ জাটিঙ্গা উপত্যকার পশ্চিম অংশের মধ্য দিয়া উত্তর দিকে গিয়াছে এবং বদরপুর হইতে ১৮ মাইল বিস্তৃত একটি শাখা লাইন্ পূর্ব্বদিকে শিলচর পর্য্যন্ত আসিযাছে।

বরাক নদী বদরপুরের চারি মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত, মহারাজ গোবিন্দনারায়ণের রাজধানী হরিটিকর অতিক্রম করিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক অংশের নাম কুশিয়ারা, অপর অংশের নাম সুরমা। সুরমা নদীর উত্তর তীবে কিছুদুর পর্য্যন্ত ঘন বসতি ও কৃষিক্ষেত্র আছে; কিন্তু তৎপরই এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি বা হাওর। এই জলাভূমির উত্তর প্রান্ত হইতে বড়াইল পর্ব্বতেব পাদদেশ পর্য্যন্ত ভূখণ্ড পার্ব্বত্য ধরণের। টিলাগুলি বড়াইল হইতে দক্ষিণ দিকে আসিয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই উপত্যকাভূমি কৃষিক্ষেত্রে এবং টিলা ভূমি পরিষ্কৃত হইয়া চা বাগানে পরিশোভিত হইতেছে। শিলচর মহকুমার প্রতি বর্গ মাইলে ১৮৩ জন লোকের বসতি, ভূমির পরিমাণ ১৬৪৯ বর্গমাইল এবং বারিপাত ১২৪ ইঞ্চি।

কাছাড়ের ইতিবৃত্ত।

প্রথম অধ্যায়।

পৌরাণিক যুগ।

পৌরাণিক যুগে কাছাড়—

পৌরাণিক যুগে কাছাড় বা হেড়ম্ব নামে কোন পৃথক্ রাজ্য ছিল না। বস্তুতঃ বর্ত্তমান কাছাড় জিলা বুঝাইতে কাছাড় ও হেড়ম্ব শব্দদ্বয়ের ব্যবহার আধুনিক, সম্ভবতঃ ২।৩ শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। কাছাড় জিলার বর্ত্তমান সীমাও অল্পকাল যাবৎ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কাছাড়ের সমতল ভাগ ত্রিপুরা রাজের এবং উত্তর-কাছাড় কামরূপ ও পরে কাছাড়ী রাজগণের অধিকারভুক্ত হয়। দুই রাজ্যের দুই অংশ লইয়া এই জিলা গঠিত। ভৌগোলিক হিসাবেও উত্তর-কাছাড় আসামের পর্ব্বতশ্রেণীর এবং হাইলাকান্দি ও শিলচর মহকুমাদ্বয় সুরমা-উপত্যকার পূর্ব্বাংশ। প্রাচীন কালে এই ভূখণ্ডদ্বয় কিরূপ অবস্থায় ছিল তাহা জানিবার বিশেষ কোন উপায় নাই। যাহা হউক প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থাদি হইতে যতদূর অবগত হইতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

কাছাড় সপ্তখণ্ড কামরূপের অন্তর্গত ঃ—

কামাখ্যাতন্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে এই স্থান পূর্ব্বকালে সপ্তখণ্ড কামরূপের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন কামরূপে

বিভিন্ন বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন সুতরাং সকল সময়ে রাজ্যের সীমা ও বিভাগ একরূপ থাকা সম্ভবপর নহে। কোন্ সময় পর্য্যন্ত কাছাড় জিলা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। নিম্নে কামাখ্যাতন্ত্র হইতে এতৎ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল—

"করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিক্করবাসিনীং।
উত্তরে বিটপীনাম্নী দক্ষিণে চন্দ্রশেখরঃ॥
তন্মধ্যে যোনিপীঠঞ্চ নীলপর্ব্বতবেষ্টিতং।
শত যোজন বিস্তীর্ণং কামরূপ-মহেশ্বরীং॥
সপ্ত খণ্ডঞ্চ তন্মধ্যে তত্রৈব সপ্তপর্ব্বতাঃ।
বিন্দুঃ সিন্ধুর্জ্জয়শ্চন্দ্রঃ কচ্ছঃ সিদ্ধশ্চ সমুখাঃ॥
ত্রিপুরা কৈকিকা চৈব জয়ন্তি মণিচন্দ্রিকা।
কচ্ছাড়ি মাগধী দেবী অশ্মানি সপ্ত পর্ব্বতাঃ॥"

ইতি কামাখ্যাতন্ত্র।

হে দেবি! করতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত, উত্তরে বিটপী নাম্নী নদী, দক্ষিণে চন্দ্রশেখর তন্মধ্যে নীলপর্ব্বতবেষ্টিত এই শতযোজনবিস্তীর্ণ কামরূপমহেশ্বরীর যোনিপীঠ। তন্মধ্যে সপ্তখণ্ড ও সপ্তপর্ব্বত আছে, যথাঃ— বিন্দু, সিন্ধু, জয়, চন্দ্র, কচ্ছ, সিদ্ধ, এবং সমুখ; আর ত্রিপুরা, কৈকিকা, জয়ন্তি, মণি, চন্দ্রিকা, কচ্ছাড়ী ও মাগধী এই সপ্তপর্ব্বত।

কাছাড় ভারতের প্রত্যন্ত ভূমিঃ—

অমরকোষাভিধানে শরাবতী নদীর ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

অনেকে শরাবতী নদীকে সুরমা নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং অনুমিত হয় যে, কাছাড় জিলাকে অমরকোষাভিধানে প্রত্যন্ত দেশ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

"লোকোঽয়ং ভারতং বর্ষং শরাবত্যাস্তু যোঽবধেঃ।
দেশঃ প্রাগ্ দক্ষিণঃ প্রাচ্য উদীচ্যঃ পশ্চিমোত্তরঃ।
প্রত্যন্তো ম্লেচ্ছদেশঃ স্যাৎ মধ্যদেশস্তু মধ্যমঃ॥

টীকা—

অস্মিন্ ভারতবর্ষে শরাবতী নাম নদী।
ঐশান্যাদিশঃ সকাশাৎ নৈঋত্যাং পশ্চিমাব্ধিং অনুসরতি।
তস্যাঃ প্রাগ্-দক্ষিণো যো দেশঃ স প্রাচ্যঃ।
সাহচর্য্যাৎ ভারতবর্ষস্য প্রতিগতোঽন্তঃ শিষ্টাচার-রহিতঃ
কামরূপ বঙ্গাদি ম্লেচ্ছঃ উক্তঞ্চ চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং
যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে তং ম্লেচ্ছবিষয়ং
প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরমিতি।"

অনুবাদ—

এই স্থান ভারতবর্ষ, শরাবতী নদীর পূর্ব্ব দক্ষিণ দিগ্গত যে দেশ তাহার নাম প্রাচ্য এবং পশ্চিমোত্তর দিগ্বর্ত্তী যে দেশ তাহার নাম উদীচ্য। প্রত্যন্ত দেশ ম্লেচ্ছদেশ এবং মধ্যদেশ মধ্যম।

এই ভারতবর্ষে শরাবতী নামে একটী নদী আছে, ঐ নদী ভারতের ঈশান কোণের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া নৈঋৎ কোণাভিমুখে গমন করতঃ পশ্চিম দিকে সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছে। সেই নদীর পূর্ব্ব দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী যে দেশ তাহার

নাম প্রাচ্য দেশ। ভারতবর্ষের সাহচর্য্য হেতু প্রতিগত অন্ত অর্থাৎ শিষ্টাচার রহিত কামরূপ বঙ্গাদি দেশ ম্লেচ্ছ দেশ উক্ত হইয়াছে—যে দেশে চাতুর্ব্বণ্য ব্যবস্থা নাই সেই দেশ ম্লেচ্ছ দেশ। তদ্ব্যতীত স্থান আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ যেখানে চতুর্ব্বর্ণ ব্যবস্থা আছে সেই সেই দেশই আর্য্যাবর্ত্ত।

প্রত্যন্ত ভুমির কয়েকটী তীর্থের ভৌগলিক অবস্থানঃ—প্রত্যন্ত ভূমির অন্তর্গত কয়েকটী তীর্থের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে যাহা পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

গুহ্যতন্ত্রে ঈশ্বর উবাচ—

"উনকোটীতি বিখ্যাতং জানীহি হৃদয়ঙ্গমে॥
ত্রিপুরোত্তর ভাগাচ্চ যাবৎ সিদ্ধেশ্বরো হরঃ।
পশ্চিমে চণ্ডিকা কুণ্ডং পূর্ব্বে কুণ্ডং সুধাময়ম্॥
পঞ্চক্রোশমিতং ক্ষেত্রং চক্রাকারং সুসিদ্ধদম্।
পঞ্চবক্ত্রাচ্চতুর্দ্দিক্ষু ক্রোশমাত্রায়তঞ্চয়েৎ॥
পুণ্যাৎ পুণ্যতরং তত্তু জানীহি বরবর্ণিনি।
গুপ্ত কাশীময়ং ক্ষেত্রং দেবানামপি দুর্ল্লভং॥"

অনুবাদ—

হে প্রিয়ে! উনকোটী নামে বিখ্যাত (তীর্থ) আছে জানিবে। ত্রিপুরার উত্তর ভাগ হইতে সিদ্ধেশ্বর হর পর্য্যন্ত, পশ্চিমে চণ্ডিকা কুণ্ড, পূর্ব্বে সুধাময় কুণ্ড, সিদ্ধিপ্রদ চক্রাকার পঞ্চ ক্রোশ পরিমিত ক্ষেত্র আছে। পঞ্চবক্ত্রের চতুর্দ্দিকে ক্রোশ

পরিমিত স্থানে পরিক্রমণ করিতে হয়। হে বরবর্ণিনি! ইহা পুণ্য হইতেও পুণ্যতর স্থান, ইহা গুপ্ত কাশীময় ক্ষেত্র, দেবতাদিগেরও দুর্লভ।

তন্ত্রে ভৈরবোক্ত কালিকা স্তোত্রে—

উত্তরে মনুনদ্যাস্তু চন্দ্রকূপস্য দক্ষিণে।
পশ্চিমে বিন্দুশৈলস্য ভারতাগ্নেয় গোচরে॥
অস্তি পুণ্যতমং তীর্থং সুগোপ্যং পরমং মহৎ।
পঞ্চবক্ত্রো মহাদেবো যত্র তিষ্ঠতি নিত্যশঃ।
ঊনকোটীতি বিখ্যাতং সর্ব্বতীর্থনমস্কৃতং।
যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং দধীচি র্মুনিসত্তমঃ॥

অনুবাদ—

মনুনদীর উত্তরে চন্দ্রকূপের দক্ষিণে বিন্দু শৈলের পশ্চিমে ভারতাগ্নেয় গিরি সমীপে একটী পুণ্যতম সুগোপ্য পরম শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে যথায় পঞ্চানন মহাদেব নিত্যকাল স্থিতি করেন। এই তীর্থ ঊনকোটী নামে বিখ্যাত এবং সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। সেখানে মুনিসত্তম দধীচি পূর্ব্বকালে তপস্যা করিয়াছিলেন।

বরবক্র তীর্থ—

বরবক্র বা বরাক নদী যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই পুণ্যতোয়া বলিয়া বিখ্যাত তাহার প্রমাণ স্বরূপ বরাহ পুরাণ হইতে বরবক্র মাহাত্ম্য বিষয়ক শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অথ বরবক্র মাহাত্ম্যং—

পূর্ব্ব তীর্থস্য মাহাত্ম্যংশৃণু পাণ্ডবপূর্ব্বজ।
সমাসেন মহাবাহো গদতো মম সুব্রত॥
বহূনি সন্তি তীর্থানি সরিতাং প্রবরাণি চ।
ভৌমানিচ সুপুণ্যানি সর্ব্ব পাপ হরাণি চ॥
বিন্দপাদ গিরির্যত্র সাক্ষাদ্রূপেশ্বরো হরঃ।
যং দৃষ্ট্বা বিধিবৎস্নাত্বা শিবং সাযুজ্য মাপ্নুয়াৎ॥
যজ্জলে মনুজব্যাঘ্র মনুষ্যো মৃত এবহি।
তৎক্ষণাদেব স স্বর্গং যাতি সূর্য্যপথেন চ॥
প্রাচ্য দেশে মৃতো জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যতে।
যাবদ্বর্ষসহস্রাণি যজ্জলেত্বমৃতো ভবেৎ॥
বিন্দপাদ সমুদ্ভূতা যাশ্চান্যাঃ সরিতাং বরাঃ।
তাস্তু পুণ্যতমা লোকে স্বর্গমুক্তি ফলপ্রদাঃ॥
যস্যৈবং নদরাজস্য বক্রে বক্রে চ পুণ্যদং।
তীর্থং প্রশস্তং বিখ্যাতং বরবক্রং ততঃ স্মৃতম্॥
রূপেশ্বরস্য দিগ্‌ভাগে দক্ষিণে মুনি-সত্তমঃ।
বরবক্র ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বপাপ প্রণাশনঃ॥
যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ।
যত্র কাপালিকং তীর্থং শুভং সিদ্ধেশ্বরো হরঃ॥
যত্র স্নাত্বা নরো যাতি বিষ্ণুলোক মনুত্তমং।
উপাসতে মহাত্মানো যত্র সিদ্ধাশ্চতুর্দ্দশ॥
যস্য পশ্চিমকোণেতু কুণ্ডং তপ্তোদকং স্মৃতম্।
সর্ব্বপাপ হরং সাক্ষদগ্নিতীর্থ মনুত্তমম্॥

প্রণাম স্তোত্র—

ওঁ বিন্দপাদ সমুদ্ভূত বরবক্র মহানদ।
নমস্তে পুণ্যফলদ সর্ব্বপাপপ্রমোচন॥
ইতি স্তুত্বা প্রণমেৎ॥

ইতি বায়ুপুরাণে।

বরবক্র মাহাত্ম্যং।

অর্ঘমন্ত্র—

বরবক্র মহাভাগ সর্ব্বতীর্থ-ফলপ্রদ।
গৃহাণার্ঘো ময়াদত্তঃ ভক্তিমুক্তিপ্রদোভব॥

ইত্যনেনৈব মন্ত্রেণ যো দদ্যাদর্ঘমুত্তমং লক্ষ্মী মাপ্নোতি স সুখী পুত্রপৌত্রযুতো ভবেৎ।

অনুবাদ—

হে পাণ্ডবাগ্রজ! পূর্ব্ব তীর্থের মহাত্ম্য শ্রবণ কর। হে মহাবাহো, হে সুব্রত, আমি তোমার নিকট ইহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

এখানে সুপবিত্র সর্ব্বপাপহর অনেক তীর্থ ও জলাশয় আছে। যেখানে বিন্দপাদ গিরি এবং সাক্ষাৎ রূপেশ্বর হর বিরাজমান, যাহাকে বিধিবৎ স্নান করিয়া দর্শন করিলে শিব সাযুজ্য লাভ হয়। হে নরব্যাঘ্র! তাহার জলে মনুষ্য মরিলে তৎক্ষণাৎই সূর্য্য-পথে স্বর্গে গমন করে। জীব প্রাচ্যদেশে মরিলে সহস্রবর্ষ নরক ভোগ করে, কিন্তু তাহার জলে মরিলে লোক অমর হয়। এবং অন্যান্য যে সকল নদী বিন্দপাদ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে উহারা ইহলোকে অতিশয় পবিত্র এবং স্বর্গ ও মুক্তিফল প্রদায়িনী। সেই নদরাজের বাকে বাকে পুণ্যপ্রদ প্রশস্ত বিখ্যাত বরবক্র নামে স্মৃত তীর্থ আছে। রূপেশ্বরের

দক্ষিণ দিকে বরবক্র নামে খ্যাত সর্ব্বপাপ-নাশন একটি তীর্থ আছে, যেখানে পূর্ব্বকালে মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল মহাতপস্যা করিয়াছিলেন, যেখানে শুভপ্রদ কপিল তীর্থ এবং সিদ্ধেশ্বর হর বিরাজ করেন, যে তীর্থে স্নান করিলে লোক উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়, যেখানে মহাত্মা চতুর্দ্দশ সিদ্ধ পুরুষ উপাসনা করিয়াছিলেন এবং যাহার পশ্চিম কোণে তপ্তোদক কুণ্ড আছে। উহা সর্ব্বপাপ হরণ করে এবং অত্যুৎকৃষ্ট অগ্নিতীর্থ।

সিদ্ধেশ্বর ও কপিলাশ্রম—

সিদ্ধেশ্বর শিবের মঠ বদরপুরঘাট ষ্টেশন হইতে কয়েক শত গজ পূর্ব্বদিকে বরাক নদীব তীবে অবস্থিত। কথিত আছে, পূর্ব্বকালে নিকটবর্ত্তী টিলায় শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি এবং মহর্ষি কপিলের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহর্ষি কপিল এই শিবলিঙ্গেব অর্চ্চনায় ক্রমে সিদ্ধি লাভ করেন এবং এই ঘটনায় উক্ত শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি সিদ্ধেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্ত্তমানে সিদ্ধেশ্বর মঠ নদীগর্ভে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বর হরের নিকটে একটি "পরশ পাথর" ছিল। উক্ত পাথর "পোড়া রাজা" (১) নামক এই স্থানের কোন রাজা কর্ত্তৃক উত্যক্ত

(১) পোড়া রাজা ছোট পনা মাছ খাইতে ভাল বাসিতেন। ধীবব শুষ্ক পনা মাছ পরশ পাথবের উপব বাখিবা মাত্রই শুষ্ক মৎস্য জীবিত হইত। এই ভাবে বার মাস পনা মাছ রাজবাড়ীতে প্রেরিত হইত। উহার স্পর্শে মৃত প্রাণী পুনর্জীবিত হয দেখিয়া রাজা ঐ পাথরখানাকে হস্তী দ্বাবা টানাইযা রাজবাড়ীতে আনিতে চেষ্টা করেন। কথিত আছে তদবধি মৎস্য এবং লোভা নদীর জল, বৎসরে ২ দিন পরশ পাথর পর্য্যন্ত উজানে আসিয়া থাকে। এই সময়ের ধৃত মৎস্য "বেহাযার মাছ" নামে বিখ্যাত।

হইয়া নদীতে নামিয়া যায়। পরশ পাথরের অলৌকিক কাহিনী, পোড়া রাজা এবং সিদ্ধেশ্বরের সহিত জড়িত।

ভুবনেশ্বর মাহাত্ম্য—

"কলি বক্ত্রে স্থিতং দেবং গুপ্তাখ্যাং ভুবনেশ্বরম্।
তং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা প্রাপ্নুয়াদীশ্বরপদম্॥"

—যোগিনী তন্ত্রে।

মহা গৌরীতু যা দেবী যোগিনী সিদ্ধরূপিনী॥
সা ব্রহ্মপর্ব্বতে চাস্তে শিলারূপেণ চোর্দ্ধতঃ।
অতীবরূপসম্পন্না নাম্না সা সুরেশ্বরী॥"

—ভুবনেশ্বরী কথনং। কালিকা পুরাণে।

১৭০৯ শকাব্দের পূর্ব্বে পবিত্র ভুবন তীর্থ সাধারণের অজ্ঞাত ও অগম্য ছিল। ঐ সনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সচিব জয়সিংহ ভুবনেশ্বরের নিমিত্ত মন্দির নির্ম্মাণ মানসে বহু লোক জন সমভিব্যাহারে ভুবনযাত্রা করেন। কথিত আছে তিনি স্বপ্নাদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভুবনোদ্দেশে সোনাইমুখের নিকট-বর্ত্তী চন্দ্রগিরিতে (চাঁদের টিলা বা চাঙ্গুটিলায়) শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

মন্দিরসংলগ্ন ২টী প্রস্তরফলকের অনুলিপি প্রদত্ত হইল।

পূর্ব্ব দেয়ালের ফলক—

"শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর শিব প্রীতিকাম তস্মিন্ হেতোঃ শ্রীশ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বরস্যাধিকারে স্বর্ণপুরনগর মধ্য চক্রগিরি শ্রীশ্রীমন্মহারাজ পাত্র জয়সিংহ বর্ম্ম সুশীল বরণে মন্মদিষ্টকাদিচয়োর্ব্বিচিত্র নির্ম্মিতেব প্রাসাদ পূর্ণমিতি।"

দক্ষিণ দেয়ালের ফলক—

"স্বর্ণাখ্যপুর নগরে ভুবনেশ্বরস্য হেতোর্ব্বিচিত্র প্রাসাদিষ্ট-কচয়োপরি নির্ম্মিতেব। খেটাম্বর নগেন্দু শাকে ভানু স্থিতে মন্মথ রাশৌ পূর্ণমিতি। শ্রীমন্মহারাজ পাত্রবরণে হেড়ম্বেশ্বরস্য সচিব শ্রীজয়সিংহ সুবুদ্ধিমান চন্দ্রাখ্যস্য চ গিরিশৃঙ্গে কৃতোঽহ-পিষ্টক শিব গৃহং।"

ভুবন তীর্থ বর্ণনা—

সুবিখ্যাত ভুবন পাহাড় কাছাড় জিলার দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমায় লুসাই পাহাড়ের সীমানা হইতে বরবক্রনদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উক্ত পাহাড়ের চূড়া প্রায় ৩০০০ ফিট উচ্চ। উহার পাদদেশে "থাঙ্কিম" নামক একটি কুকিপুঞ্জী অবস্থিত। থাঙ্কিম হইতে পার্ব্বত্য পথে দুই মাইল রাস্তা উপরে উঠিলে "শিলচৌকী" নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার সন্নিকটে একটী ঝরণা আছে, এই ঝরণার নিকটে একটী বৃহৎ সমতল প্রস্তর-খণ্ড অবস্থিত। উক্ত প্রস্তর-খণ্ড অতিক্রম করিয়া "বড় উঠনী" নামে অভিহিত একটি সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ বাহিয়া উপরে উঠিতে হয়। স্বীয় ধর্ম্মাভিলাষ পূর্ণ করিতে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগকে বৃক্ষের মূল, লতা, প্রস্তর প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া মঙ্গলময় ৺ ভুবনেশ্বরের পাদপদ্ম দর্শনার্থ পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া যেস্থানে উপস্থিত হইতে হয় তাহাই "মোকামটীলা" নামে পরিচিত। এই মোকামটীলা হইতে দুইটী রাস্তা—প্রথমটী ৺ভুবনেশ্বরের পুরীতে ও দ্বিতীয়টী ত্রিবেণী হইয়া হ্রদের দিকে গিয়াছে। প্রথম পথে দুই মাইল পরিমিত পথ অতিক্রম করিলে

পর পরস্পর সম্মুখীন উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দুইটী টীলার মধ্য ভাগে একটী ক্ষুদ্র উপত্যকা-ভূমি দৃষ্ট হয়। উক্ত উপত্যকার দক্ষিণ সীমাস্থ টীলা হইতে নামিয়া একটী শুষ্কপ্রায় ছড়া পার হইয়া উত্তরের টীলার পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। তথা হইতে প্রায় ৩০ ফিট উপরে পাহাড় গাত্র হইতে দুই খণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর, গৃহের ছাদের মত বাহির হইয়াছে। উক্ত ছাদের নিম্নে ৺ভুবনেশ্বর ও ভুবনেশ্বরীর প্রস্তরময় বিগ্রহ অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় ভগবান যেন শীতাতপ, ঝড় বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার্থ তথায় দীনবেশে আশ্রয় লইয়াছেন।

ভুবনেশ্বর বিগ্রহের প্রতিকৃতি—

কৌপিন বস্ত্র পরিহিত, দ্বিভুজ, দ্বিনেত্র, কৃশোদর, বাম হস্ত বাম জানুর নিম্নে রক্ষিত এবং দক্ষিণ হস্ত হৃদয়ে ধারণ করতঃ পূর্ব্বাভিমুখে পাষাণোপরি দণ্ডায়মান। গলদেশে প্রস্তর নির্ম্মিত মালা শোভা পাইতেছে। বিগ্রহের উচ্চতা প্রায় সার্দ্ধ দুই হস্ত।

এই বিগ্রহের ২০।২৫ ফিট পশ্চিমে পাথরের খিলান দেওয়া ছোট একটী গহ্বর রহিয়াছে এবং ঐ গহ্বরের দ্বার দেশে একটী বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছেন। ইহা কাহার প্রতিমূর্ত্তি জানা যায় না।

ভুবনেশ্বরী বিগ্রহের প্রতিকৃতি—

৺ভুবনেশ্বর বিগ্রহের প্রায় ১০ ফিট উত্তর পূর্ব্বদিকে দ্বিভুজা, দ্বিনেত্রা, নবযৌবনসম্পন্না, ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি স্বীয় বাম হস্ত বক্ষঃস্থলের কিঞ্চিৎ নিম্নে পার্শ্বান্তরপ্রসারিত অবস্থায় দক্ষিণাস্যে দণ্ডায়মান। এই বিগ্রহের দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন, মস্তক হইতে

কটির উপরিভাগ পর্য্যন্ত অনাবৃত। কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত প্রস্তরবসনপরিহিত এবং তন্নিম্নভাগ ভূমিতে প্রোথিত।

উক্ত বিগ্রহের বাম পার্শ্বে, অনতিদূরে, একখণ্ড প্রস্তরের উপরিভাগে ৺বিষ্ণুপাদপদ্মের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই মূর্ত্তির দক্ষিণ পশ্চিমদিকে যজ্ঞকুণ্ডের মেখলা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মেখলা অদ্যাপি পুরাকালের ক্রিয়াকাণ্ডের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহার অদূরে কয়েকটী প্রস্তরমূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, পূর্ব্বকালে ভুবন পাহাড়ে নাগাদিগের পুঞ্জী ছিল। নাগারা উক্ত দেব-দেবীকে আপনাদের আদিপুরুষ ভাবিয়া নিজ পুঞ্জীতে স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করে ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উক্ত দেব-দেবীর কটিদেশে রজ্জু সংলগ্ন করতঃ সারিবদ্ধ হইয়া টানিতে আরম্ভ করে। দেবতার শরীর ভক্তিরজ্জু ভিন্ন অন্য কঠিন রজ্জুর টান সহ্য করিবে কেন? কাজেই দেবাদির অভিসম্পাতে অথবা নাগাদের দৈহিক বল প্রভাবে ঐ রজ্জুছিন্ন ও তৎসঙ্গে নাগারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পাষাণে পরিণত হয়। পুঞ্জীতে আনয়ন করিবার চেষ্টায় দা প্রভৃতি অস্ত্রাদি ধার দেওয়ায়, ও মুসলমান পীরদিগের আক্রমণে বহুমূর্ত্তি শ্রীহীন হইয়াছে।

৺ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ইতিবৃত্ত।

৺ভুবনেশ্বরের মন্দির পূর্ব্বকালে প্রস্তর-নির্ম্মিত ছিল। কথিত আছে যে, সর্ব্ব উপরিস্থ টীলার বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড স্খলিত

হওয়ায় তাহার আঘাতে উক্ত মন্দির ভগ্ন ও অনেক মূর্ত্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে। নানাবিধ লতা পাতা অঙ্কিত ছিন্নবিচ্ছিন্ন প্রস্তর ভিন্ন অপরাপর চিহ্ন সকল লুপ্ত প্রায়। অল্পদিন হইল ৺ভুবন বাড়ীর দক্ষিণদিকে স্বর্গীয় প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টর মহাশয়ের উদ্যমে ও অর্থে একটী ছোট পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে। উহার চারি ধার উপর্য্যুক্ত বিচিত্র প্রস্তর খণ্ডে বাঁধান। ৺ বারুণী ও ৺ শিব চতুর্দ্দশী উপলক্ষে তথায় সমাগত যাত্রীরা উনন প্রস্তুত করিতেও ইত্যাকার কারুকার্য্য সম্পন্ন বহুপুরাতন প্রস্তর খণ্ড ধ্বংস করিয়াছে। ৺ভুবনেশ্বরের বাড়ী হইতে দেড় মাইল ছড়া পথ অতিক্রম করিয়া চারিটী টীলার মধ্যভাগে একটী ক্ষুদ্র উপত্যকায় নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ৺ভুবনেশ্বরের বাড়ীর দক্ষিণ প্রান্তে মোকাম টীলার নিম্নস্তরে ৺ বাসুদেব মূর্ত্তি অদ্যাপি অধিষ্ঠিত আছেন, ঐ মূর্ত্তি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিশিষ্ট। উহার গলদেশে প্রস্তরময় বনমালা দোদুল্যমান রহিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেও কয়েকটি প্রস্তর ফলকে হনুমানজীউ, বিভীষণ প্রভৃতি দেবগণের ও অপর কয়েকটী ফলকে সুভদ্রা, গরুড় প্রভৃতি দেবগণের নাম দৃষ্ট হইত এরূপ অবগত হওয়া যায়।

ভুবন পাহাড়ের মধ্যে এখনও অনেক জিনিষ আছে যাহা সাধারণের অজ্ঞাত। এসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। প্রস্তর ফলকগুলি আবিষ্কৃত হইলে যে প্রাচীন যুগের

অনেক তথ্য জানা যাইবে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুড়ঙ্গ ("হ্রদ") বিবরণ:—

ভুবন পাহাড়গর্ভে সুদূর বিস্তৃত একটী সুড়ঙ্গ-পথ আছে। ইহা হ্রদ নামে অভিহিত। সেই হ্রদ বা সুড়ঙ্গ কি উদ্দেশ্যে, কাহা কর্ত্তৃক, কখন খনন করা হইয়াছিল, কিংবা ইহা স্বাভাবিক সুঁড়ঙ্গ ছিল এবং পরে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

প্রাচীন কালে উত্তর কাছাড়স্থ পাহাড়ে গামাইগুজু নামক এক জাতি পর্ব্বত খনন করিয়া ঐ খনিত গহ্বরে বিপদকালে আশ্রয় গ্রহণ করিত। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে এরূপ কোন না কোন আদিম জাতি কর্ত্তৃকই এই সুড়ঙ্গ খনিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিস্তৃত হ্রদ যে কোনও এক সামান্য পার্ব্বত্য আদিম জাতির দ্বারা খনিত হইয়াছিল এরূপ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বরং ইহা সম্ভবপর যে ত্রিপুরার কোন পরাক্রমশালী রাজা, কাছাড়ে রাজত্ব কালে, মুনি, ঋষি অথবা বৌদ্ধযতিগণের যোগ সাধনার্থ এই হ্রদ খনন করাইয়া থাকিবেন।

উক্ত হ্রদের ভিতর প্রবেশ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে ১½টী মোম-বাতি জ্বলিতে যে পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয় ততক্ষণ চলিতে পারা যায়। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনকালে ইহার অর্দ্ধেক সময় মাত্র ব্যয়িত হয়।

৺ভুবন বাড়ী হইতে সুড়ঙ্গ পথে যাইতে হইলে প্রথম মোক্লামটিলা, তৎপর উত্তর পূর্ব্বদিকে ১½ মাইল পরিমিত

পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় ২৫০ হাত নিম্নে নামিলে পর একটী অর্দ্ধবৃত্তাকার ক্ষুদ্র উপত্যকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা "ছায়া মণ্ডপ" নামে অভিহিত। এই ছায়া মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া যাত্রীরা উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করে। উক্ত ছায়া মণ্ডপের বাম পার্শ্বস্থ একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের মধ্যদিয়া একটী সপ্তহস্ত দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ পথ হ্রদের ভিতর নীচের দিকে গিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ পথ উচ্চতায় ১ হাত ও প্রস্থে ১৮ অঙ্গুলী মাত্র। ইহা "যোনি-দ্বার" নামে কথিত হয়। ঐ পথে এককালে একাধিক লোক অতিক্রম করিতে পারে না এবং তাহাও আবার হামাগুড়ি দিয়া নিম্নগতিমুখে অতিক্রম করিতে হয়। এরূপ জনশ্রুতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে যে, এই সঙ্কীর্ণ সপ্ত হস্ত পথ অতিক্রমে যাত্রীরা পুনর্জ্জন্ম লাভ করে।

এই সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়াই যে স্তরে উপনীত হওয়া যায় তাহাকে প্রথম মেলমণ্ডপ বলে। প্রথম মেলমণ্ডপ হইতে চতুর্থ মেল মণ্ডপ পর্য্যন্ত এক স্তর হইতে অপর স্তরের রাস্তা নিম্নাভিমুখে গিয়াছে কিন্তু চতুর্থ স্তর হইতে পঞ্চম স্তরে যাইবার রাস্তা ঊর্দ্ধাভিমুখে।

প্রথম স্তর বা মেলমণ্ডপ ঃ—

ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০।৬০ হাত, প্রস্ত ১৫।২০ হাত, দেখিতে কতকটা আয়ত ক্ষেত্রাকৃতি। ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ দেওয়ালগুলি মসৃণ। অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া ছাদের উচ্চতা নির্দ্দেশ করা কঠিন। দুই পার্শ্বে উপর হইতে ফোটা ফোটা ঈষৎ লালবর্ণ জল নিঃসৃত হয়।

দ্বিতীয় স্তর বা মেলমণ্ডপ ঃ—

প্রথম স্তর হইতে নিম্নাভিমুখ প্রায় ১৫০ হাত নামিলে দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছা যায়। ইহা প্রথমোক্ত স্তর হইতে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রায়তন। যেন দালানের একসিঁড়ির পর আর একটা সিঁড়ি বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয় স্তর বা মেলমণ্ডপ ঃ—

দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া প্রায় ১৫০ হাত নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হইলেই তৃতীয় স্তরে উপনীত হওয়া যায়। এই স্তরে পৌঁছিলে পর ডানদিকে দেয়ালের নিকট দুইটী প্রস্তরময় মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইহা কোন্ বিগ্রহের মূর্ত্তি তাহা অনুমান করা যায় না। এই স্তর ধূয়া ও কুয়াসায় সর্ব্বদা সমাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া তথাকার দ্রষ্টব্য পদার্থ ভাল রকম দেখা যায় না।

চতুর্থ স্তর বা মেলমণ্ডপ ঃ—

উপরোক্ত তৃতীয় স্তর ছাড়িয়া চতুর্থ স্তরে নামিবার পথ অতি দুর্গম। ঐ পথে হামাগুড়ি দিয়া প্রায় ৬০।৭০ হাত পথ নীচের দিকে নামিলে চতুর্থ স্তরে পৌঁছা যায়।

এই স্তরে অগ্রসর হইবার পথে সুবৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর অতিক্রম করিতে হয়। এই প্রস্তরখণ্ড এতদ্দেশজাত বাজরাং বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় কাঁটাযুক্ত। কষ্টসহিষ্ণু, ধর্ম্মপরায়ণ যাত্রীদের পায়ে ঐকাঁটার অণুমাত্রও বিদ্ধ হয় না। এই কক্ষের দেয়ালগুলি অসম্পূর্ণ। ইহার সন্নিকটে ভূমিতে অনেক ভগ্ন প্রস্তর ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্তাবস্থায় পড়িয়া আছে। দেখিলে বোধ হয় যেন ঐ সকল প্রস্তরের গায়ে শিল্পকার্য্য

সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই সুনিপুণ ভাস্করদিগকে কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

পঞ্চম স্তর বা মেলমণ্ডপ ঃ—

চতুর্থ স্তর অতিক্রম করিয়া যে দুর্গম পথ বাহিয়া পঞ্চম স্তরে যাইতে হয় তাহা ঊর্দ্ধগামী ও দুরারোহ। ইহার ঊর্দ্ধদিকে বড় বড় প্রস্তর ঝুলিতেছে। নিম্নে বড় বড় পাথরের উপর দিয়া সুড়ঙ্গ পথ চলিয়াছে। এই স্তরের প্রান্তভাগে একটী ত্রিশির প্রস্তর। উক্ত প্রস্তরের দুই পার্শ্বে দুইটী রুদ্ধপ্রায় রাস্তা এবং মধ্যভাগে একটী সংকীর্ণ রাস্তা। মধ্যের রাস্তাটী কেবল মাত্র নিতান্ত অসম-সাহসিকের যাতায়াতের উপযোগী। সুতরাং সাধারণ যাত্রীর পথ এইখানেই রুদ্ধ। কথিত আছে পুণ্যাত্মা সাধু সন্ন্যাসীরা এই পথে অগ্রসর হইয়া বিস্তৃত সমতল ভূমিতে অবস্থিত একটী শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন। এরূপ একটী জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে যে ভাগ্যবান্ সাধু পুরুষেরা এই পথে ৺কামাখ্যাধাম পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন।

অন্যান্য বিগ্রহ এবং পবিত্রভূমি—

এতদ্ব্যতীত কাছাড় জিলায় ইতিমধ্যে প্রাচীন যুগের নিম্নোক্ত বিগ্রহ ও পবিত্রভূমি আবিষ্কৃত হইয়াছে ঃ—

১। দেলখোস চা বাগানে, ভূগর্ভস্থ ইষ্টকস্তূপ মধ্যে কয়েকবৎসর হইল ১টী ধাতুনির্ম্মিত "বামাকালী" মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। শুনিতে পাওয়া যায় এই মূর্ত্তি যাদুঘরে প্রেরিত হইয়াছে।

২। লক্ষ্মীপুর চা বাগানেও ভূগর্ভস্থ ইষ্টকস্তূপ মধ্যে একটী বিচিত্র শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই বিগ্রহ জয়পুর গ্রামে পূজিত হইতেছেন।

৩। নারায়ণডর নামক স্থানে বরাক নদীগর্ভে ১ কেদার পরিমিত একটী পাথরের চড়ায় ৺নারায়ণজীউর বিগ্রহ ছিল। বর্ত্তমানে এই স্থান একটি পবিত্র তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

৪। লক্‌লকীটিলা ও চণ্ডীঘাটে অনেক দেবদেবী স্থাপিত ছিলেন। এই দুইটী স্থানও তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

৫। অল্পদিন হইল শিলচর পুলিস সাহেবের বাঙ্গালার পশ্চাদ্ভাগে ভূগর্ভে ৺হনুমানজীউ ও গরুড়ের দুইটী ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। সম্প্রতি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ অধিকারী মহাশয়ের শিল্পনৈপুণ্যে শিলচর ট্রেণিংস্কুল-প্রাঙ্গনে ঐ মূর্ত্তি দুইটী শোভা পাইতেছে।

৬। তারাপুরে ৺মদনমোহনজীউর আখরায় ৺ হনুমানজীউর ১টী মনোহর প্রস্তর-মূর্ত্তি, ভুবন পাহাড় হইতে আনীত হইয়া স্থাপিত হইয়াছে।

প্রত্যন্ত ভুমিতে আর্য্য ধর্ম্মের বিকাশ ও অবনতি ঃ—

বঙ্গের সমতল ভূভাগ যে সময়ে সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই, সেই প্রাচীন যুগে বরবক্র ও মনু নদীর সন্নিহিত উচ্চভূমি আর্য্য উপনিবেশ ও ধর্ম্মে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। উপর্য্যুক্ত তীর্থনিচয় সেই যুগের।

কালক্রমে এই পুণ্যভূমি কিরাতম্লেচ্ছসঙ্কুল হয় ; এবং প্রচলিত বৌদ্ধবাদের সহিত ঐ তীর্থ সমূহের প্রাচীন পবিত্র স্মৃতিগুলি একান্ত মলিন হইয়া পড়ে।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ঃ—

৬৩৮ খৃষ্টাব্দে মিথিলাধিপতি যজ্ঞ বিশেষ উপলক্ষে ভারতীয় রাজন্য ও পণ্ডিতবর্গের সমক্ষে বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করান। যজ্ঞাবসানে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ত্রিপুরেশ্বর হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজ-রাজ্যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার মানসে ৫টী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ইঁহাদের আগমন ফলেই প্রত্যন্ত ভূমিতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হয়। এ সম্বন্ধে জগদানন্দ-বিরচিত "বৈদিক পুরাবৃত্ত" নামক গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈদিক ও সাম্প্রদায়িক সমাজের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত, তাহার ফলে কেহ কেহ বলেন যে বর্ত্তমানে পুরাবৃত্তের প্রকৃত নকল নাই। যাহা হউক যে বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল, তাহার সহিত উক্ত বিরোধের কোনও সম্বন্ধ নাই।

"ততঃ কলৌ প্রবৃত্তে তু বৌদ্ধদোষেণ দূষিতাঃ।
ভবন্তি চ জনাঃ সর্ব্বে হীনতেজঃপরাক্রমাঃ ॥
স্বধর্ম্মমপি সন্ত্যজ্য রাজানো বৌদ্ধতাং গতাঃ।
তেষাং প্রসাদলাভার্থং লেভিরে বৌদ্ধতাং দ্বিজাঃ ॥

*   *   *   *

মিলিত্বা নৈমিষারণ্যে দ্বিজাঃ সর্ব্বে সভাসদঃ ।
বৌদ্ধবাদে প্রবৃত্তাঃ স্যুঃ পাণ্ডিত্যগৌরবেণ বৈ ॥
বিয়ৎ-কাল শরে শাকে বলভদ্রো মহীপতিঃ ।
যস্য নাম শীলাদিত্যঃ শ্রীহর্ষবর্দ্ধনঃ ক্ষিতৌ ॥
বৌদ্ধরাজান্ সমাহূয় যজ্ঞং চক্রে সুপুষ্কলং ।]
প্রয়াগে ভাস্করক্ষেত্রে বহুদান-পুরঃসরম্ ॥
তত্র সর্ব্বেঽপি রাজানো নানা-জনপদেশ্বরাঃ ।
যজ্ঞং দ্রষ্টুং সমায়াতাঃ শিলাদিত্যনিমন্ত্রিতাঃ ॥
গৌড়ত্রৈপুরবঙ্গানামীশ্বরাঃ সর্ব্ব এব তে ।
যজ্ঞস্য রক্ষণার্থায় নিযুক্তা মখমণ্ডপে ॥
ত্রিপুরাধিপতি-স্তত্র দৃষ্ট্বা যজ্ঞং দ্বিজৈঃ কৃতম্ ।
জলাগ্ন্যাকর্ষণং মন্ত্রবলেন মহদদ্ভুতম্ ॥
এবং নানাবিধাশ্চর্য্যং শ্রুত্বা বেদগীতাদিকম্ ।
স্বস্যাপি বিষয়ে যজ্ঞং কর্ত্তুং রাজামনো দদৌ ॥
ত্যক্ত্বা বৌদ্ধমতং রাজা সেবিতুং স দিবৌকসঃ ।
মনসা চিন্তয়ামাস ক উপায়ো ভবেদিতি ॥

* * * *

শ্রুত্বা সাধুমতং রাজা ত্রিপুরাধিপতিঃ পুরা ।
বিহায় বৌদ্ধধর্ম্মঞ্চ ধর্ম্মং জগ্রাহ পণ্ডিতাৎ ॥
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা ব্রহ্মচর্য্যং যথাবিধি ।
চকার বৎসরং পূর্ণং গঙ্গাস্নানাদিকম্ ব্রতম্ ॥
নানা তীর্থ-পর্য্যটনং কৃত্বা তু নৈমিষে বনে ।

জাত্যুৎকৃষ্টত্বলাভার্থং পঞ্চাতপপরীক্ষণম্ ॥
এবং নানাবিধং কর্ম্মকৃত্বা নির্ম্মলমানসঃ।
তপস্বিনাং প্রসাদেন ক্ষত্রিয়ত্বমবাপ্তবান্ ॥
ততঃ সর্ব্বে দ্বিজগণাঃ শান্তিং কৃত্বাধিবাস্তু চ।
আদিধর্ম্মপা চাখ্যানং দত্বুস্তং রাজশাসনাৎ ॥
আর্য্যধর্ম্মপ্রচারার্থং হর্ষবর্দ্ধনো হর্ষিতঃ।
দৈবশক্তিযুতান্ বিপ্রান্ প্রেরয়ামাস সাদরম্ ॥

* * * *

ততঃ ধর্ম্মোপদেশার্থং স্বদেশে ত্রিপুরাপতিঃ।
আনয়ামাস বিপ্রেন্দ্রান্ পঞ্চোত্তমতপস্বিনঃ ॥
বৎসবাৎস্যভরদ্বাজকৃষ্ণাত্রেয়পরাশরান্।
শ্রীনন্দানন্দগোবিন্দ শ্রীপতি পুরুষোত্তমান্ ॥
রামঘট্টাৎ বৎসগোত্রো ভূধরাদ্ বাৎস্যগোত্রোজ্ঞঃ।
নিমানন্দাৎ ভরদ্বাজোঃ কৃষ্ণাত্রেয়ো বটেশ্বরাৎ ॥
পরাশরো দেবীকচ্ছাদাগতাঃ পঞ্চবৈদিকাঃ।
পঞ্চৈতে ঋষয়ঃ পূর্ব্বং তপস্তেপুঃ সুদুষ্করম্ ॥

* * *

ততঃ সর্ব্বান্ বৌদ্ধগণান্ বহিষ্কৃত্য পুরোত্তমাৎ।
স্বধর্ম্মং স্থাপয়ামাসু দ্রুতং ত্রৈপুররাজ্যতঃ ॥"

অনুবাদ—

"তৎপর কলির আগমনে লোক সকল বৌদ্ধদোষে দূষিত হইয়া তেজঃপরাক্রমহীন হয়। রাজগণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া

বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহাদের অনুগ্রহলাভের জন্য দ্বিজগণও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সভাসদ্ দ্বিজসকল নৈমিষারণ্যে মিলিত হইয়া পাণ্ডিত্যগৌরবে বৌদ্ধবাদে প্রবৃত্ত হ'ন। রাজা বলভদ্র, পৃথিবীতে যাহার অপর নাম শীলাদিত্য বা শ্রীহর্ষবর্দ্ধন, বৌদ্ধরাজগণকে আহ্বান করতঃ অতিশয় শ্রেষ্ঠ প্রয়াগভাস্করক্ষেত্রে বহুদানপূর্ব্বক যজ্ঞ করেন। নানা দেশের রাজা সকল শিলাদিত্য কর্ত্তৃক তৎস্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞ দেখিতে সমাগত হন। গৌড়দেশ, ত্রিপুরাদেশ ও বঙ্গদেশের ভূপালগণ সকলেই যজ্ঞের রক্ষণার্থ যজ্ঞমণ্ডপে নিযুক্ত হ'ন। ত্রিপুরাধিপতি তথায় দ্বিজকৃত যজ্ঞ, মন্ত্রবলে অত্যদ্ভুত জলাত্যাকর্ষণ এবং অপরাপর নানাবিধ আশ্চর্য্য ঘটনা সন্দর্শন করিয়া ও বেদগীতাদি শ্রবণ করিয়া নিজরাজ্যে যজ্ঞ করিবার অভিলাষ করিলেন এবং বৌদ্ধমত ত্যাগ করিয়া কি উপায়ে যে দেবতার সেবা করা যায় তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপর ত্রিপুরেশ্বর পণ্ডিতদিগের সাধুমত শুনিয়া বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করতঃ তাঁহাদের নিকট হইতে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এবং উৎকৃষ্ট জাতিত্ব লাভের নিমিত্ত যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এক বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, গঙ্গাস্নানাদিব্রত, নানা তীর্থপর্য্যটন ও নৈমিষবনে পঞ্চাতপ পরীক্ষা করিলেন। এই রূপে নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হইলেন এবং তপস্বিগণের প্রসাদে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিলেন। তৎপর রাজাজ্ঞায় ব্রাহ্মণেরা শান্তি ও অধিবাস করিয়া তাঁহাকে আদিধর্ম্মপা এই আখ্যা প্রদান করিলেন। হর্ষবর্দ্ধন হৃষ্টচিত্তে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য দৈব-

শক্তিমান্ বিপ্রগণকে সাদরে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর ত্রিপুরাধিপতি স্বদেশে ধর্ম্মোপদেশার্থ ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন। বৎসগোত্রোৎপন্ন শ্রীনন্দ, বাৎস্যগোত্রোৎপন্ন আনন্দ, ভরদ্বাজগোত্রীয় গোবিন্দ, কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় শ্রীপতি এবং পরাশরগোত্রীয় পুরুষোত্তম এই পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণ যথাক্রমে, রামঘট্ট, ভূধর, নিমানন্দ, বটেশ্বর ও দেবীকচ্ছ নামক স্থান হইতে আসিলেন। উপরোক্ত পাঁচটী ঋষি পূর্ব্বকালে দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। তৎপর নগর হইতে বৌদ্ধদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে শীঘ্রই স্বধর্ম্মস্থাপন করিলেন।”

মনুনদীর পূর্ব্বভাগে জয়পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে রাজধানী জয়পুরের নিকটে দেওপাণী নামক স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়া ঐ পঞ্চব্রাহ্মণ হোম, কীর্ত্তন, বেদগীতি, ধ্যান এবং আর্য্য ধর্ম্ম-প্রচারে পরমসুখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তৎপর অনাবৃষ্টিবারণার্থ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আর্য্যধর্ম্মের প্রতিপত্তি অধিকতর সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হ’ন।

ইঁহাদের আগমনের সময় হইতেই পূর্ব্বদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপ ও সনাতন আর্য্যধর্ম্মের নবজীবন প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল এবং হিন্দুধর্ম্মের বিস্তারের সহিত লুপ্ত পবিত্র স্থানগুলির প্রতিও ক্রমশঃ হিন্দুভক্তের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ পবিত্র স্থানের স্মৃতিই এখনও একান্ত মলিন।

কাছাড়ের ইতিবৃত্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কাছাড়ে ত্রিপুরা রাজ্য।

কাছাড়ের সমতল ভাগ ত্রিপুরা প্রত্যান্ত ভুমির অন্তর্গত :—

কাছাড়ের সমতলভাগ, শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রাম বিভাগ পুরাকালে ত্রিপুরা প্রত্যন্ত ভূমির অন্তর্গত ছিল। এই ভূভাগ তৎকালে প্রত্যন্ত ভূমি, পূর্ব্ববদেশ, সূম্ম, ত্রিপুরা, কিরাতভূমি প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত।

ত্রিপুরা রাজ্য অতি প্রাচীন। মহাভারত এবং সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপি ত্রিপুরার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। ত্রিপুরা জাতি কোন্ পথে বর্ত্তমান ত্রিপুরায় উপনীত হয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যাহা হউক একদল তিপ্রা যে উত্তর কাছাড় এবং কাছাড়ের সমতল ভূভাগ অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরায় রাজ্য স্থাপন করে এসম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয় না।

কাছাড়ে ত্রিপুরা রাজ্য :—

কথিত আছে যে অতি প্রাচীনকালে শিলচরের প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে সোণাই থানার অধীনে রুক্‌ণি (রুক্মিণী) নদীর-

তীরে বর্ত্তমান ইস্‌লামপুর মৌজার অন্তর্গত রাজঘাট নামক স্থানে ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। পুরাতন রাজপথ, পুষ্করিণী, ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী প্রভৃতি ঐ স্থানে ও তন্নিকটস্থ ভূভাগে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কালক্রমে উক্ত রাজধানী কৈলাসহরের নিকটবর্ত্তী জয়পুর, মাণিকভাণ্ডার এবং অবশেষে আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়। সম্ভবতঃ পার্ব্বত্য জাতির আক্রমণ ও দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষাই রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার কারণ। কাছাড় হইতে উক্ত বাজধানী কোন্ সময়ে স্থানান্তরিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; যাহাহউক, এই পরিবর্ত্তন যে ৬৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাব কতক প্রমাণ পাওয়া যায। কারণ তৎকালে কৈলাসহরের নিকটবর্ত্তী জয়পুরেব উপত্যকাভূমিতে ত্রিপুরার রাজধানী ছিল।

তিপ্‌রা ও কাছাড়ী জাতি একই বংশসম্ভূত; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান হেতু ক্রমে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। কারণ উক্ত জাতিদ্বয়ের ভাষা, অবয়ব ও আচাব ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সামঞ্জস্য আছে; সুতরাং ইহাও বিচিত্র নয় যে কোন কাছাড়ী রাজপুত্র আসাম হইতে আসিয়া রুক্নী নদীর তীরে কিছুকাল রাজত্ব করতঃ পরে ত্রিপুরায় যাইয়া অবস্থান করেন এবং তদবধি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত উক্তস্থানে ত্রিপুরা রাজ্যের একটী সৈন্যাবাস বা ষ্টেশন স্থাপিত থাকে।

প্রাচীনকালে ভুবন হইতে কৈলাসহর পর্য্যন্ত ভূভাগে এক বিস্তীর্ণ জনপদ ছিল এবং কালক্রমে তাহা ঘোর অরণ্যে পরিণত

হয়। নগর, গ্রাম ও আবাদিভূমি ঘোর অরণ্যে পরিণত হওয়া সময় সাপেক্ষ হইলেও পর্ব্বতমালা সন্নিকটে থাকায় উল্লিখিত স্থানগুলি অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্রই জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। রাজধানীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যে উক্ত স্থানগুলি জনশূন্য হইয়াছিল এরূপ নহে; যে সকল প্রজা তথায় অবস্থান করিতেছিল, কুকি, লুসাই প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিগণের ঘন ঘন আক্রমণ ও লুণ্ঠনে তাহাদের ধন জন সর্ব্বতোভাবে লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট হওয়ায় তাহারা প্রাণ-ভয়ে ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ঐ জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগে অল্প দিন হইল কতকগুলি নূতন গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। ইষ্টক ও ভগ্ন মৃৎপাত্রের স্তূপ, বৃহৎ দীর্ঘিকা, পরিত্যক্ত প্রাচীন পল্লীর ধ্বংসাবশেষ ও কৃষিক্ষেত্রের চিহ্ন প্রভৃতি ইতস্ততঃ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; এবং প্রাচীন যুগের নানা প্রকার নিদর্শন জনসাধারণের বিস্ময় উৎপাদন করে। উল্লিখিত ভূমির যে অংশ কাছাড়ের দক্ষিণাংশে পড়িয়াছে, বর্ত্তমানে তাহা "বাম" বলিয়া পরিচিত। প্রতিবৎসর ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে লোক তথায় আসিয়া জঙ্গল আবাদ করতঃ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অবস্থান ও কৃষিকার্য্য করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত স্থানের উপর জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের যেরূপ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় যে অচিরেই উক্ত স্থান ধনজনপরিপূর্ণ হইয়া পূর্ব্বগৌরব অধিকার করিতে সক্ষম হইবে।

কালের বিচিত্র গতিতে কত ধনজনপরিপূর্ণ দেশ নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইতেছে, আবার সেই জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ শত

শত বৎসর পরে নূতন নাম ধারণপূর্ব্বক, নূতন মূর্ত্তিতে জগতের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছে।

ত্রিপুরা রাজত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি :—

কাছাড়ে ত্রিপুরারাজত্ব সম্বন্ধে লিখিত প্রমাণ বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে কাছাড়ে ত্রিপুরারাজত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত কয়েকটি জনশ্রুতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কাছাড় ত্রিপুরা জাতির আদিম বাসস্থান :—

বাম সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে অতি-প্রাচীনকালে তথায় ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। কালক্রমে সেই রাজধানী বাম হইতে কৈলাসহরে পরিবর্ত্তিত হয়। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইল এক বৃদ্ধ নাগা রাজঘাটের নিকটে রুক্ণী নদীর তীরে অবস্থান করিত ও তীরস্থ একটী পর্ব্বতাকীর্ণ স্থানে কৃষি (জুম) করিত। সে একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে কুমুদ নদীব তীরে গমন করে। কুমুদনদীর তীরস্থ তিপ্‌রাগণ তাহার বাসস্থান কোথায় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর, তদুত্তরে সে বলে "আমার পুঞ্জি রুক্ণী নদীর তীরে।" এই কথা শুনিয়া তিপ্‌রাগণ বলিল "রুকণী নদীরতীর অতি পবিত্র ভূমি, তথায় আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বাস করিতেন। এক চুঙ্গা (পাত্র) রুক্ণীর জল ও তাহার তীরস্থ একচুঙ্গা মাটী আমাদিগকে আনিয়া দিলে, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই তোমাকে দিব,

আমাদের কথার অন্যথা হইবে না;" ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ নাগা বলিল যে "রুক্‌ণী নদীর তীর ঘোর অরণ্যে আবৃত।" তিপ্‌রাগণ এই কথা বিশ্বাস করিল না, তাহারা কেবল বলিতে লাগিল "কখনই না, কখনই না, আমরা বৃদ্ধদিগের নিকট শুনিয়াছি, সেস্থান অতি সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী; শ্যামলতৃণ ও কৃষি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ।"

কাছাড়ের অন্তর্গত "বাম" তিপ্‌রাদিগের আদিম বাসস্থান ছিল, এবং তাহারাই যে পরিশেষে ত্রিপুরায় চলিয়া যায়, উল্লিখিত জনশ্রুতিতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

কাছাড়ে ত্রিপুরার রাজধানী ঃ—

যখন রুক্‌ণী নদীর তীরে ত্রিপুরার রাজধানী ছিল তখন কোনও কাছাড়ী রাজা ত্রিপুরার রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন। তদ্ধেতু প্রচলিত প্রথানুসারে কাছাড়ী রাজার প্রেরিত লোক উপঢৌকন স্বরূপ পান ও গুবাক লইয়া ত্রিপুরার রাজার নিকট উপস্থিত হইলে পর হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। রাণী একটী অল্পবয়স্ক রাজপুত্র এবং কন্যাকে নিয়া নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, কারণ কাছাড়ী রাজা এই কন্যা বিবাহ করিতে না পাইলে ত্রিপুরারাজ্য আক্রমণ করিতে পারেন, পক্ষান্তরে বিবাহ দিলেও কাছাড়ী রাজা সুযোগ পাইয়া ত্রিপুরাদিগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। এই উভয়বিধ শঙ্কায় রাজ্ঞী অমাত্যবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপন পুত্রকন্যা ও প্রজাবর্গসহ দেশ পরিত্যাগই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। রাণী

রাজপুত্রকে কিছু বীজ ও একটী পাখীর ছানা দিয়া বলিলেন যে, যেখানে বীজ অঙ্কুরিত হইবে ও পাখীর ছানা ডাকিয়া উঠিবে সেখানেই তুমি রাজত্ব করিবে। রাজপুত্র প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে বহুদিন নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে নানাবিধ পাখীর সুমিষ্ট গান ও ফুলের সৌরভে আকৃষ্ট হইলেন, এবং ঐ স্থানের নিকটে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, একটী বড় আগরবৃক্ষের থোর (মোচা) হইতে রস ঝরিতেছে এবং ইহার সুগন্ধে পশু, পক্ষী আকৃষ্ট হইতেছে। এমন সময় মাতৃদত্ত পাখী ডাকিয়া উঠিল এবং বীজও অঙ্কুরিত হইয়াছে দেখা গেল। এই আগর বৃক্ষের চারিদিকে পুরী বা রাজধানী নির্ম্মিত হইল। ইহা হইতেই আগরতলা নামের উৎপত্তি। জয়পুর, মাণিকভাণ্ডার প্রভৃতি স্থান সম্বন্ধে এই জনশ্রুতি হইতে কিছুই অবগত হওয়া যায় না। যাহা হউক ত্রিপুরার রাজধানী যে প্রথমতঃ কাছাড়ে ছিল, ও কালক্রমে আগরতলায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, উল্লিখিত জনশ্রুতি হইতে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

কাছাড়ী ও ত্রিপুরা রাজন্যবর্গ একই বংশ সম্ভূত:—

অতি প্রাচীন কালে কোনও কাছাড়ীরাজা ব্রহ্মপুত্রের মোহানার সন্নিকটে প্রাচীন কাছাড়ী রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরে বর্ত্তমান সদিয়া জিলায় রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বহু লোক

জন সহ প্রাচীন কাছাড়ী রাজ্যেই অবস্থিতি করিতে থাকেন। কথিত আছে ইনিই প্রথমে ত্রিপুরারাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

রুক্ণীনদীর তীরে কাছাড়ী রাজার রাজধানী :—

১। যখন কাছাড়ী রাজা কামরূপ হইতে শিবসাগরে পলায়ন করেন, তখন তাহাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বহু লোকজন সহ উত্তর কাছাড়ে কপিলি হইয়া রুক্ণী-তীরে বসতি স্থাপন করেন। তৎপর ত্রিপুরার রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া ত্রিপুবার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৪০৭ খৃঃ রচিত ত্রিপুরা রাজমালা এই প্রবাদের সমর্থন করিতেছে।

যথা—"ত্রিবেগ স্থানেতে রাজা করিল এক পুরী।
নানা মতে নির্ম্মাইল পুবীব চত্তারি॥"

২। দিমাপুরের কাছাড়ী রাজা ত্রিলোচনের দুইটী পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ৺রণচণ্ডী স্বপ্নে আদেশ করেন যে,"আমাকে আগামী কল্য ধনশ্রী নদীতে ভাসমান অবস্থায় দেখিতে পাইবে, তুমি যদি নির্ভয়ে আমাকে ধরিতে পার তাহা হইলে আমি আত্ম প্রকাশ করিব।" পরদিন প্রত্যূষে রাজপুত্র নদীতে একটী প্রচণ্ড ফণাধাবী সর্প জলে ভাসিতেছে দেখিয়া ভয়ে সর্পের মস্তকে না ধরিয়া লেজে ধরিলেন ; ভীতি প্রযুক্ত আদেশ অমান্যের জন্য দেবী ভৎ'সনা করিয়া অসি মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অসিরূপিণী-রণচণ্ডীদেবীর অর্চ্চনা দ্বারা জ্যেষ্ঠ রাজত্ব লাভ করিবেন

ভাবিয়া কনিষ্ঠ সহোদর অসি অপহরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কনিষ্ঠ অসির বাঁট ও জ্যেষ্ঠ অসির ধারাল অংশ ধরিয়া টানা-টানি করাতে বাঁট খসিয়া যায় ও উভয়ে নিজ নিজ হস্তের অংশ প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ রাজপুত্র রণচণ্ডী দেবীর অনুগ্রহ লাভে বিফলমনোরথ হইয়া দেশ পরিত্যাগ কবিলেন। কালক্রমে ইনিই বামে রাজ্য স্থাপন করেন এবং পবে ত্রিপুবার রাজ কন্যাকে বিবাহ করিয়া ত্রিপুরার রাজা হন।

হাইলাকান্দি হইতে ১৩ মাইল ব্যবধানে জয়কৃষ্ণপুর মৌজায় "শকআলাদীঘী" নামে একটি প্রাচীন দীঘী রহিয়াছে। এই দীঘী ত্রিপুরারাজগণেব নির্ম্মিত বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। কযেকটি ইষ্টকে 'শ্রীমৎ হরিচন্দ্র মহারাজ' ও "শক ১৪-৯" খোদিত আছে। অনেকে মনে করেন, ইষ্টকে ১৪০৯ শকাব্দার উল্লেখ রহিয়াছে। ১৪৯ ত্রিপুবাব্দ হইলে ১৪৮৭ খৃঃ অথবা ৭৩৯ খৃষ্টাব্দে এই দীঘী খোদিত হইয়া থাকিবে। এই হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে কিছুই অবগত হওয়া যায় না। খাসপুরে একটী প্রস্তব ফলকে ১৪৩১ শকাব্দায় "হেডম্বাধীশ্বর হরিশ্চন্দ্র নারায়ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী মন্দিরের উল্লেখ রহিয়াছে। হরিশ্চন্দ্র লক্ষ্মী-চন্দ্রের পুত্র বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কাছাড়ে তিপ্রাঃ—

কাছাড়ের তিপ্রাজাতীয় লোক সংখ্যায় অধিক নহে, বরখলা থানার অন্তর্গত হাতীছরা চা-বাগিচার নিকট কয়েকটী

তিপ্‌রাপুঞ্জী আছে; উক্ত পুঞ্জীর তিপ্‌রাদিগের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। অনেকে চা-বাগিচায় মজুরের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। উক্ত তিপ্‌রাগণ রেঙ্গাই, সাংক্র, খলইয়াংই, মুলজুমা প্রভৃতি বন্যদেবতার অর্চ্চনা করে; এবং পূজায় কুক্কুট, হাঁস, খাসী প্রভৃতি বলি প্রদান করে। তাহাদের ব্রাহ্মণ নাই, নিজেরাই পূজা করিয়া থাকে। প্রতি ছয় বৎসর অন্তর একবার সকল পুঞ্জীর তিপ্‌রারা একত্র হইয়া মহা আড়ম্বরের সহিত পূজা করে। ইহারা নিম্নোক্ত সাত শ্রেণীতে বিভক্ত—দেলপুং, স্রুমতিন্‌দা, মচুন, সাইতুয়াই. তেলেংসিং, লেইবম, ডুলাই। ইহাদের কাহারও স্ত্রী বিয়োগ হইলে, তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ।

বালাধন-চা-বাগিচার নিকটস্থ তিপ্‌রাগণ রাংলং, খেলমা, জুরাই, রাংখল এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা মাইলমা, খলন্‌মা, স্নুকন্দাই, বুকন্দাই, কালারাই, ডুধুকাল, চেমধুকাল ও মালীরাজা প্রভৃতি বন্য দেবতার পূজা করিয়া থাকে। উপর্য্যুক্ত দুই জাতীয় তিপ্‌রার আচার ব্যবহার ও ভাষার প্রভেদ অতি সামান্য। কিন্তু ইহারা প্রকৃত তিপ্‌রা কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ ইহারা হালামদিগের ন্যায় একটি মিশ্র জাতি। যাহা হউক যখন স্বজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোনও জাতি অন্য দেশে অবস্থান করে, তখন তাহারা সেই দেশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও ভাষা প্রভৃতি অনুকরণ করিতে বাধ্য হয় এবং স্বজাতি হইতে স্বভাবতঃই তাহারা কোনও কোনও বিষয়ে পৃথক হইয়া পড়ে।

নিম্নে কতকগুলি তিপ্‌রা ভাষায় প্রচলিত শব্দ প্রদত্ত হইল।

কাছাড়বাসী তিপরা ভাষার শব্দঃ—

মানুষ ...	মি	বস ...	আর্নিছুর।
ছেলে ..	নাইপাং	যাও ...	সের।
বৃদ্ধ .	তাবপা	আস ...	হংর।
বৃদ্ধা ...	তাবণু	আমি ...	কই।
যুবা	বথাব্‌তে	আমরা ...	কইনি, কেঙ।
যুবতী .	ডংমেতে	তুমি ...	নাঙ্‌।
মাথা ...	মাচাল, লু	তোমরা	নাঙ্‌নি।
হাত ..	কুট্‌	সে ...	হি।
চক্ষু ...	মিট্‌	তাহার ...	নাঙ্‌ নাঙ্‌।
চুল ...	সাম্‌	সোনা ...	রাং, কাচাক্‌।
দাঁত .	হা	রৌপ্য ...	সোম্‌।
বাঘ ...	ইমেপই	পিতা ...	আপা।
বিড়াল ...	মেঙ্গ	মাতা ...	আম্মু।
ভল্লুক ...	ইবম	ছেলে ...	আনাই।
শূকর ...	বক্‌	মেয়ে ...	আতে।
কুকুর ...	উই	দেবতা ...	পাথিয়ে।
সর্প ...	মুরুল	সূর্য্য ...	আনি।
মৎস্য ...	ঙাঁ	চন্দ্র ...	থা।
পাখী ...	হবা	নদী ...	তীদোং।
হাঁস ...	বাতক্‌	কচ্ছপ ...	অজে।

ঘর	...	ইন্	এক	...	আনখাত।
কাপড়	...	পুণ্ডন	দুই	...	আন্নি।
লবণ	...	মিছি	তিন	...	আনথুম্।
জল	..	তুই	চারি	...	মান্লি।
তরকারী	..	আন্	পাঁচ	...	রাঙ্গা।
তামাক	...	মলা, ডুমা	ছয়	...	আরুক।
চাউল	...	সাসাই	সাত	...	সারি :
আগুন	...	মই	আট	...	আরিএত।
গাছ	...	আমুঙ্	নয়	...	আকুয়।
দশ	...	সম।			

তৃতীয় অধ্যায়।



কাছাড়ে কোচ রাজত্ব।

কোচ রাজ বংশ—বিশ্ব সিংহ ঃ—

বিশ্ব সিংহ কোচ রাজত্বের স্থাপয়িতা। ইনি অতি ধার্ম্মিক ও বীর পুরুষ ছিলেন; ইহারই সময়ে কোচজাতি "রাজবংশী" উপাধিলাভে গৌরবান্বিত হয়। বিশ্বসিংহ কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের স্থান নির্ণয় করেন, এবং ঐ দেবীর জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। নরনারায়ণ, শুক্লধ্বজ, নরসিংহ, কমলনারায়ণ, মানসিংহ, বৃষকেতু, অনন্ত, হেমধর, মেঘনারায়ণ প্রভৃতি তাঁহার অষ্টাদশ পুত্র ছিল। তিনি জীবদ্দশাতেই প্রত্যেক পুত্রের নিমিত্ত কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া যান। বিশ্বসিংহের মৃত্যুর সময় নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ বারাণসীতে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন। নরসিংহ এই সুযোগে সিংহাসনলাভের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন।

নরনারায়ণ ঃ—

১৫৩৪ খৃঃ নরনারায়ণ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি মল্ল ক্রীড়ায় অদ্বিতীয় ছিলেন, এবং মালদেবতার কৃপায় মল্ল-দেব অথবা মল্লনারায়ণ উপাধি লাভ করেন। নরনারায়ণ

বিদ্যোৎসাহী ও ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি আপন কনিষ্ঠ-ভ্রাতা চিলারায়কে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন।

চিলারায়ঃ—

চিলারায়ের বীরত্ব অতুলনীয়। চিলের ন্যায় অতর্কিত ভাবে শত্রু-শিবির আক্রমণ করিয়া বিপক্ষের প্রতিরোধ চেষ্টার পূর্ব্বেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এই কারণেই তিনি চিলারায় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি আহম রাজাকে পরাস্ত করিয়া নরনারায়ণের জন্য একটী শ্বেতহস্তী আনয়ন করেন বলিয়া পরে শুক্লধ্বজ নামে অভিহিত হন। অবশেষে চিলারায় দেওয়ান উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সেনাপতির কার্য্যে অশেষ যশোলাভ করেন।

গোহাই কমল—

রাজার অন্য ভ্রাতা কমলনারায়ণ, গোসাই কমল বা গোহাই কমল নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি রাস্তা, ঘাট, দীঘি, মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও নানাপ্রকাব ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত, কোচবিহাব হইতে উত্তর লক্ষীমপুব পর্য্যন্ত বিস্তৃত (৩৫০ মাইল দীর্ঘ) রাস্তা এখনও গোহাই কমলের আলী নামে প্রসিদ্ধ। এই রাস্তা ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তর পার দিয়া গিয়াছে। ইহা চিলারায়েব আহম আক্রমণের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

চিলারায়ের দিগ্বিজয়—

১৫৩৬ খৃঃ আহমেরা দিমাপুর ধ্বংস করে। কাছাড়ীজাতি

আহমযুদ্ধে পরাজিত হইয়া উত্তর কাছাড়ে লাংটিং, প্রাসাং ডুমডু প্রভৃতি স্থানে শক্তি সঞ্চয় করিয়া যখন মাইবংএ রাজধানী স্থাপনে ব্যস্ত, তখন কোচ-সেনাপতি দেওয়ান চিলারায় বায়ান্ন হাজার সৈন্য, এবং ভীমবল ও বাহুবল পাত্র নামে দুইজন সেনাপতি সহ প্রথমে আহম রাজাকে পরাস্ত করিয়া কর প্রদানে বাধ্য করেন। চিলারায়ের বীরত্বের কথা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল। কাছাড়রাজা আপনাকে চিলা-রায়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে চিলারায় জয়ন্তিয়া আক্রমণ করেন। জয়ন্তিয়ার রাজা যুদ্ধে নিহত হন। ডিমারুয়া, মণিপুর ও খৈরিমের রাজা চিলারায়ের ভয়ে বিনা যুদ্ধেই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত কাছাড়ের সমতলভাগ ত্রিপুরার অধীন ছিল, কিন্তু চিলারায়ের সহিত যুদ্ধের পর হইতে কাছাড়ে ত্রিপুরার প্রাধান্য লোপ পায়। কথিত আছে যে লখাই নামক স্থানে চিলারায়ের সহিত ত্রিপুরারাজের এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে সৈন্যাধ্যক্ষ ভীমবল পাত্র ও এক তৃতীয়াংশ কোচ সৈন্য প্রাণত্যাগ করে এবং ত্রিপুরা রাজ ১৮০০০ হাজার সৈন্য সহ নিহত হন। যুদ্ধাব-সানে ত্রিপুরা ও কোচ রাজ্যের যে সীমা নির্দ্ধারিত হয় তাহা-তেই কাছাড় হইতে ত্রিপুরার আধিপত্য একবারে লোপ হইয়া যায়। বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ চিলারায় একখানা অসি (লখাই) ও একটী বাঁশ বিপরীত ভাবে ভূমিতে প্রোথিত করেন।

নিলি ও গোফা এই দুই স্থানের কোচ, এবং ডোম, কাবি প্রভৃতি জাতীয় লোক দ্বারা চিলারায়ের সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল। কোচ সৈন্যদিগকে লোকে দেওয়ান চিলারায়ের স্বজাতীয় বলিয়া সম্ভ্রমার্থে দেওয়ান বা ধেয়ান বলিত; কালক্রমে কাছাড়ের কোচবীরগণ ধেয়ান নামে পরিচিত হইলেন।

রাজা গোহাই কমল—

নববিজিত রাজ্য সংরক্ষণার্থ ব্রহ্মপুরে (খাসপুরে) একদল সৈন্য রাখিয়া চিলারায় নরনারায়ণের আদেশে আসামে ফিরিয়া যান। কিছুকাল পরে রাজা নরনারায়ণের অপব ভ্রাতা, ডিব্রুর শাসনকর্ত্তা গোহাই কমল বা কমল নারায়ণ বহু লোকজন সহ ব্রহ্মপুরে শাসন কর্ত্তা হইয়া আসেন। ইনিই কাছাড়ে প্রথম ধেয়ান রাজা। রাজা গোহাই কমল ধার্ম্মিক ও শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং তিনি যুদ্ধবিগ্রহ হইতে নিরস্ত থাকিতে ভালবাসিতেন। জয়ন্তিয়া ও পার্ব্বত্য জাতির উপদ্রবে অল্প কাল মধ্যেই রাজ্যের বিস্তৃতি খাসপুরের সন্নিকটে নিবদ্ধ হইয়া পড়ে কিন্তু ত্রিপুরার আধিপত্য কাছাড়ে আর স্থাপিত হইল না।

রাজা গোহাই কমল টীকলনদীর তীরে কামরূপনিবাসী কাশ্যপগোত্রজ যজুর্ব্বেদীয় কন্যশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদিগকে পূজক নিযুক্ত করেন; এবং কয়েকজন কোচকে দেউরী, দেবগৃহী বা সেবাইত নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময় নিম্নোক্ত দেব দেবীর পূজা অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত।

শ্যামা—

থালিগ্রামে স্থাপিত। ঐ বিগ্রহ বর্ত্তমানে অদৃশ্য হইয়াছেন। ধেয়ানেরা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় দেবীর রীতিমত পূজা হইত না। দেবী প্রত্যক্ষফলপ্রদা ছিলেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। গম্ভীরসিংহের সময়েও দেবীর সম্মুখে কিছু প্রণামী না দিয়া কেহ দেবীকে দর্শন কবিতে সাহসী হইত না। অন্ততঃ এককটী কড়ি কিংবা এখণ্ড কাষ্ঠ দেবীর সম্মুখে উপহার স্বরূপ রাখিয়া প্রণাম করিতে হইত।

কাঁচাকান্তি—

(কাঁচা খাউবী) উধাববন্দে স্থাপিত ছিলেন। মারিভয়ের সময ঐ দেবীব অর্চ্চনা হইত। দেবীর নিকটে নরবলি দেওয়া হইত। ছত্রহস্তে অথবা লোহিত বর্ণের বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দেবীর নিকট যাইতে কেহই সাহসী হইতনা।

রণবাউলী—

পরাজিত শত্রুর রক্তপান করিয়া, বীরগণ এই দেবীর নাম স্মরণ পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিত।

আন্ধেরি—

দেবীর প্রসাদে শত্রুগণ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইত না।

চান্দাই—

দেবীর প্রসাদেই চক্ষের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হত এবং বিপক্ষগণের চক্ষের জ্যোতিঃ হ্রাস হইত।

মাল—

দেবতার আশীর্ব্বাদে বীরগণ মল্ল হইতেন।

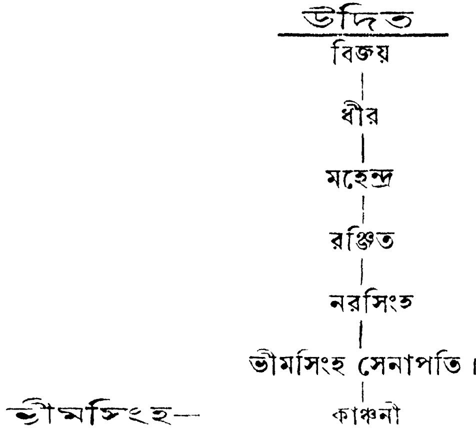
ভৈরব—

দেবতা ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করিতেন।

কাছাড়ে কোচ রাজত্বের অবনতি—

গোহাইকমলের পর আরও দুইজন কোচ রাজা খাসপুরে রাজত্ব করেন। শেষ রাজা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও নিষ্ঠুর ছিলেন। যাহারা ক্ষেত্রের আইল (সীমা) সোজা না করিয়া অন্যের ভূমি অন্যায় ভাবে দখল করিবার চেষ্টা করিত রাজা ঐ বক্র আইলের উপর তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করাইতেন। এই কারণে তিনি প্রধান প্রধান লোকের অত্যন্ত বিরাগভাজন হন। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ রাজাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে। রাজা মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। গালিগ্রামের নিকট জুম ক্ষেতের জন্য কতকগুলি বৃক্ষ কর্ত্তন করা হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা উহার চারিদিকে শুষ্ক কাষ্ঠ খড় প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া এক বাঁশের মঞ্চ তৈয়ার করিল এবং মঞ্চের নিকট নূতন ঘাস খাইবার লোভে হরিণ আসিয়া থাকে ও তথায় শিকারের বিশেষ সুবিধা হইবে এই কথা রাজাকে জানাইল। রাজা তাহাদের ষড়যন্ত্রে তথায় উপস্থিত হইয়া অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন। এই সময় হইতেই কাছাড়ের সমতলভাগ কাছাড়ী-রাজ্যের অন্তর্গত হয় কিন্তু খাসপুর ও তন্নিকটস্থ স্থানে ধেয়ান

সেনাপতির বংশধরগণ শাসন করিতে থাকেন। সেনাপতির বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল।



ভীম সিংহের কোনও পুত্র ছিল না, কিন্তু কাঞ্চনীনাম্নী একটী পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। প্রজাবর্গের মনোমত শাসন হইবে না ভাবিয়া, উত্তর কাছাড় হইতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রাজকুমার লক্ষ্মীচন্দ্রকে মহা সমারোহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। লক্ষ্মীচন্দ্র কাঞ্চনীর রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া কাঞ্চনীকে বিবাহ করেন, এবং খাসপুরে থাকিয়াই রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। অনেকে অনুমান করেন, ত্রিপুরার রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া কাছাড়ী জাতি কাছাড়ের সমতল ভাগ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ত্রিপুরার ইতিহাস-লেখকবর্গও এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব।

কাছাড়ীদিগের সহিত ইহাদের আকৃতিগতসাদৃশ্য এত অধিক যে এই দুই জাতীয় লোক একত্র অবস্থান করিলে

ইহাদিগকে বিভিন্ন জাতি বলিযা স্থির করা সুকঠিন। বর্ত্তমানে এই দুই জাতির মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় কোনও রূপ আদান প্রদানের প্রথা প্রচলিত নাই।

এই জাতীয় লোক অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং ইহারা সকলেই কৃষিজীবী। ইহারা আসামী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

পূর্ব্বকালে ইহারা শাক্তধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠাবান্ ছিল। বর্ত্তমান কেহ কেহ কৌলিকধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও মণিপুরি ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল লোক মণিপুরীদিগের মধ্যে প্রচলিত অনেক আচার ব্যবহাব অনুকরণ করিতেছে। অপর সকলে কৌলিক শাক্ত ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ সাহায্যে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিতেছে। পূজা এবং অন্যান্য সংস্কার আপনারাই করিয়া থাকে। প্রবাদ আছে যে ইহাদেব মধ্যে প্রচলিত কোনও কোনও পূজায় কচ্ছপ, কুক্কুট ও শূকর বলি দেওয়া হইত। বিধবাবিবাহ বর্ত্তমানেও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

মাইবং অবস্থানকালে কাছাড়ীগণ ধেয়ানদিগকে 'খুসুছা' বলিত এবং তাহাদের রাজধানী খুসুপুর নামে অভিহিত হইত। কালক্রমে খুসুপুর হইতে বর্ত্তমান খাসপুব শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রেণী বিভাগঃ—ব্যবসায় ভেদে ধেয়ানগণ কয়েকটী বিভিন্ন শাখায় (বা পরিবারে) বিভক্ত। কোচ রাজত্বকালে

যে যেই ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিল বর্ত্তমানেও তাহার বংশধরগণ সেই সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। ধেয়ানগণ নিম্নোক্ত অষ্টাদশ পরিবারে বিভক্ত—

১। বড় পাত্র
২। ডেকা পাত্র
৩। সেনাপতি
৪। উজির
৫। রাজকাজি
৬। শ্যামা ভাণ্ডারী
৭। কাবি ভূইয়া (ইহারা কবি গান করিত)।
৮। দলই (ধর্ম্মগুরু)।
৯। দেউরী (দেবগৃহী)।
১০। পুরকাইত (লিখক)।
১১। শিঙ্গাদার (শিঙ্গাবাদক)।
১২। চানাদার (সানাইবাদক)।
১৩। বাগ্‌দার (বাগ্‌যন্ত্র বাদক)।
১৪। কোমার লস্কর (অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতকারী)।
১৫। ভেরুয়া লস্কর (ভেরীবাদক)।
১৬। ধুলিয়া লস্কর (ঢোলবাদক)।
১৭। সুনা পাত্র (স্বর্ণকার)।
১৮। ভরিপাত্র (স্বর্ণরৌপ্য ব্যবসায়ী)।

ধেয়ান ভাষা ঃ—বাঙ্গলা ভাষার সহিত ধেয়ানদিগের

ভাষার সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য কয়েকটী ধেয়ান ভাষার প্রচলিত শব্দ ও ভাষার আদর্শ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বস	...	বঃ	বিক্রয়	...	বেচা
শোও	...	হুৱে	কিনা	...	লবলৈ
আইস	...	আঃ	বেগুণ	...	বাঙ্গন
দাঁড়াও	...	থিয়হ	লাল	...	রঙ্গ
দিব	...	দিম্	আগুন	...	জুই
লেই	...	লেখ্	মাথা	...	মুড
যাও	...	যাঃ	চক্ষু		চকু
স্নানকর	...	গাধো	সন্তান	...	ছোয়া
মাখ	...	হান	সর্প	...	হাপ্
মার	...	কিলাইদি	বিড়াল	..	বিড়ালি
ধর	...	ধরিয়ান্	বৃক্ষ	..	গছ
অপেক্ষা কর	..	বার চা	কথা	.	মাৎ
পান কর	..	পিনিখ	নেও	.	নি
হয় নাই	...	ন হয	মহিষ	.	মুই
কে	.	কুনি	ঘোড়া	.	ঘরা
সকল	...	হক্কল	ঠোঁট	...	ওঠ
চাউল	...	চাওল	পা	...	ঠেঙ্গ
টক্	...	টেঙ্গা	চুল	...	চুলি
লবণ	...	নুন	জিহ্বা	..	জিভা
কাপড়	...	কাপড়	পৃষ্ঠ	...	পিঠি
তামাক	...	মলা	লৌহ	...	লোয়া

সুতা	...	হুৎ	রৌপ্য	...	রূপা
পিতা	...	বাবাই	ঈশ্বর	...	দেব্‌তা
মাতা	...	মাই	জল	...	পানি
ভ্রাতা	...	ভাই	কুক্কুট	...	সরে
ভগ্নী	...	বনী	হাঁস	...	হাঁ
মানব	...	মানু	পাখী	...	সরে
পুরুষ	...	মুনিয়া	যাওয়া	...	যাম
স্ত্রীলোক	...	ছালা, তিছালি	আসা	...	বাহা
স্বামী	...	জ্যোয়াই	বসা	...	বহা
স্ত্রী	...	ওয়ারী	মারা	...	কিলানি
সন্তান	...	নানা, নুনা	দৌড়ান	...	লড়া
আকাশ	..	হরগ	উপর	...	উপরৎ
তারা	...	তরাবোল	নীচ	...	তলৎ
সূর্য্য	...	বেলি	নিকট	...	কাকৃছৎ
চন্দ্র	...	জনাক	দূর	...	দুরীৎ
আমি	...	ময়	সম্মুখে	...	আগতে
আমরা	...	অমি হকল	পশ্চাতে	...	পিছি
আমাকে	...	মকে	কৃষক	...	হাল বয়া মানু
আমাদিগকে	..	আমালোকক্	পাহাড়	...	তিকর
আমার	...	মর	নদী	...	দোং
আমাদের	..	আমা হকলর	ছোট নদী	...	যান্
তুমি	...	তয়	নৌকা	...	নাও
তোমাকে		তকে	পুস্তক	...	পুথি

তোমরা তয
কচ্ছপ পানিমাছ
তোমাদিগকে তুমি হকলকে
কেন কি কলই
সে হি
এবং আরু
তাহাবা তুমি
হা অঃ
তাহাকে . তাক্
খাবাপ বযা

তাহাদিগকে তাক্হকলকে
তাহাব তাব
তাহাদিগেব তাব
আমি যাই মষ যাঙ্গে
তুমি যাও তয যাওগি
তুমি কি যাইতেছ ? তয কি যাওগে ?
তাহাকে যাইতে দেও হি যাগ্‌গি
আমি যাইতেছি মষ যাওঙ্গে
সে যাইতেছে হি জাল্লেগি
আমি যাইব মষ জাল্লাইগে
আমবা যাইব আমি হকল জাল্লাইগে
সে যাইবে হিযাবে
তাহাবা যাইবে তারা যারে।
কি কবিতেছ কি কবং
শীঘ্র আইস চপ্‌কে আ
কোথায যাও কোথ্‌ যাও
তাহাব সঙ্গে কে ছিল .তাব লগ কুনি আছিল্
কি করিযাছ কি কর্‌ছ

বাজারে যাইতেছিলাম...আটৎ যাওতে
শৃগাল ডাকিতেছে ..হিয়াল মাতে
আর ঘুমাইওনা...নুহুবি
রাত্রি প্রভাত হইয়াছে...রাতি পোয়াছে
তুমি কোথায় যাও. .তয় কোথ. যাও
এখানে বস...অতে বঃ
এখানে বসুন...অতে বহাল
এদিকে আয়...এদিক আঃ
এদিকে আসুন .এদিক আয়বাল্

১। "শিব ফিরি আয়ি হনে পা উ ধূয় উয় হনে পঞ্চামৃত ব্যঞ্জন রান্ধি খোয়ায় বোয়ায় দিলে। তয়দে অশুদ্ধ না জান বিশুদ্ধ না জান। ঠাকুর বুলে মর কানে মূড়ে নু হুমায়। ময় না জানং। আছিল এক হলিল দুই হইতে হইতে হলিল চার, ভিখার ভাতে পেট ন ভরে, যদি কৃষি করি হেন, তে কি জানি পেট ভরলে হেন।

২। তে তারা কুন মতে লাঙ্গল তুলাবার নারৈ। রাতি পোয়ালে তে সুকর্ম্ম বিশ্বকর্ম্ম দুই ও বাপ বেটায় অলায় দেখৈদে ওটা কেবল কুরী কুটনী পা বেঁকা করিনে শুয় আছে। তে বাপ্‌কে পুতকক্ বুলে বেটা তয় কি দেখ। বেটায়ে বুলে ময় কিছ্য নে দেখঙ্, কুকুরটা হুয় আছে এই দেখঙ্। দুই জনায়ে যায়নে কুকুরের ঠেঙ্গ খনর নমুনা লয়নে আনিলে। আনি হনে ওটা গছকে কাটৈদে ঠেক্‌কে লাঙ্গল হল। তে লাঙ্গল তুলালে।

৩। ডাউকে বুলে, পূর্ব্বে হাঁ পশ্চিমে বাঁ, উত্তরে কলা দক্ষিনে মকুলা ; আর ;—

লাঙ্গল করিতে হীরি টিতি বলিবার হবে ।
হীরি বুলিলে ঘুরিবে টীতি বুলিলে নালকে যাবে।"

—শিব পদ্ধতি।

কাছাড়ের সমতল ভাগের অবস্থা—

ত্রিপুরা রাজত্বের অবসানে কাছাড়ের সমতলভাগ ক্রমেই অধিকতর অরণ্যে পরিণত হয়। পার্ব্বত্য জাতির আক্রমণ ও অরাজকতায় বহুলোক দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তৎকালে কুম্ভকার, বারুই, পাটনী প্রভৃতি কয়েকটী জাতি কাছাড়ে বসবাস করিত কিন্তু ইহারা সংখ্যায় অধিক ছিল না। ক্রমে অন্যান্য জাতি শ্রীহট্ট, মণিপুর এবং আসাম হইতে আসিয়া কাছাড়ে বসবাস করে। এই সময়ে রুক্মিণী নদী তীরে মদন রাজা, বদরপুর-ঘাট ষ্টেশনের নিকট পোড়া রাজা (পনা খাউরা রাজা) এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজার আবির্ভাব হয়। ইহাদের রাজ্য নিজ নিজ গ্রাম কিংবা পরগণাতেই নিবদ্ধ ছিল। এই রাজগণ সম্বন্ধে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বহু জনশ্রুতি ও গীত প্রচলিত রহিয়াছে। কাছাড়ের ভাষা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে এই সমুদয় হইতে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। নিম্নে একটি গ্রাম্য গীতির কিয়দংশ প্রদত্ত হইল—

গ্রাম্যগীতি।

মদন রাজা।—

আগে করে সখীগণ সঙ্গে লইয়া চলে
রূপস ভেলাই চলি গেলা নদীয়ায় ছিনানে
সখীগণ লইয়া কইন্যা ফট্ খেইড় খেলে
বউল গাছর তল বসি মদন রাজা দেখে
খেশ ভালা দেখিল্ রাজা আরিয়ার চর
মাথা ভালা দেখিল্ রাজা ডাব নারিয়ল
চক্ষি ভালা দেখিল্ রাজা হাগের দুই তারা
ঠোট ভালা দেখিল্ রাজা হাচিপানের বিরা
এই সব দেখিয়া রাজা গুরা পিঠি লইলা
পাটে হামাইয়া রাজা কবাট লাগাইলা
মাইয়ে জিগাইলে রাজা না দিলা উত্তর
কিসের দুঃখী মদন রাজা কইবায় আপন
কবাট খুলিয়া কথা কইও মাইয়ের আগে
যেই ইচ্ছা কর রাজা সেই দিবে মাইয়ে
কত মতে কথা কইলা মদন রাজার মাও
কুন মতে মদন রাজা না করিলা রাও
কিসের দুঃখী অইছ রাজা কও মাইর আগে
যেই তুমি মাঙ্গন কর সেই দিবে মাইয়ে
সত্যি কর মাই তুমার বেটার আগে
সুনাবারই রূপাবারই তারা দুই ভাই

তান ঘর জর্ম কইন্যা রূপস ভেলাই
এই কইন্যা মাইয়ে যদি খুসিয়ে না দেও বিয়া
আস্ পার রাখিমু আমি বারইর বাড়ী গিয়া
কবাট খুল মদনরাজা বাক্যি কইলাম মাইয়ে
কাইলকুয়া যাইমু আমি কইন্যা জুরিবারে
রাতি পুয়াইলে মাইয়ে দাসী বুড়ি ডাকে
গুয়াপানের ঝাপি আনি হাজাও সত্তরে

* * * *

জুরঅস্ত করি কয় স্থনা বারই নামে
বিয়ার ঠিক কইতে পারে রূপস ভেলাই নামে

* * * *

মদনরাজার আগে মাই কইবার লাগিছে
বার বছরের লাগি রাজা যাইতা রসাঙ্গেরবণিজ্জে
তার পর বিয়া অইত রূপস ভেলাইর লগে
বার বছর যাইব আমার আটাআটি কর্‌তে
তবে ত আইয়া আমি বিয়া কর্‌মু তানে।

ইত্যাদি।

করে—পশ্চাতে।
ফট্‌ খেইড়—লাই, একপ্রকার জলখেলা।
খেশ—কেশ।
আরিয়ার চর—চমরী গাভীর পুচ্ছ।
গুরা—ঘোড়া।
হামাইয়া—প্রবেশ করিয়া।
জর্ম—জন্ম।
আস্ পার—হাস, পারাবত।
হাগের—স্বর্গের।
রসাঙ্গ—আরাকান।
বউল—বকুল
ঝাপি—পানের বাটা।
বণিজে—বাণিজ্যে।

গোয়াড়ের আক্রমণ—

কথিত আছে প্রাচীন কালে গোয়াড় নামে এক জাতি সদলবলে কাছাড় অধিকার করে কিন্তু কাছাড় অধিকারের অব্যবহিত পরেই এই স্থান হইতে চলিয়া যায়। লোকমুখে অবগত হওয়া যায় যে ইহাদের রাজা অত্যন্ত শৌচাচারশীল ছিলেন। কোন স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেই তাঁহার জন্য একটি দীঘি খনন করা হইত। শিলচর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে গোয়াড়ের দীঘি নামে পরিচিত এইরূপ ১০।১৫টী দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়।

শিলচর মহকুমার অন্তর্গত মধুরা নদীর তীরে গোসাইপুর মৌজায় এবং হাতিরহার মৌজায়, গোয়াড়ের জাঙ্গাল নামে অভিহিত উচ্চ দেওয়াল বা বাঁধ এখনও বর্ত্তমান আছে। মৃত্তিকা দেওয়ালের মধ্যে স্থানে স্থানে বিভিন্ন আকারের ইষ্টক পাওয়া যায় কিন্তু ইষ্টকগুলি সুগঠিত নহে। এতদ্ব্যতীত এই জাতি সম্বন্ধে অধিক কিছুই জানা যায় না।

চিলারায়ের আক্রমণের সহিত গোয়াড়ের আক্রমণের অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

কাছাড়ী জাতির প্রাচীন বিবরণ।

প্রাচীন হেড়ম্ব, হিড়িম্বি এবং ঘটোৎকচ।

ভীম ও হিড়িম্বি সংবাদ মহাভারত পাঠে অনেকেই অবগত আছেন। কাছাড় জিলাতেই পুরাকালে হেড়ম্ব বাজ্য অবস্থিত ছিল এরূপ মত কেহ কেহ প্রকাশ কবিয়া থাকেন কিন্তু কাছাড়ে কাছাড়ী জাতির আগমনের পূর্ব্বে হেডম্ব রাজ্য সংস্থাপিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। যাহা হউক কাছাড় জিলাকেই প্রাচীন হেড়ম্ববাজ্যজ্ঞানে মাইবং ও খাসপুরের কাছাড়ী রাজগণ 'হেড়ম্বেশ্বর' উপাধিতে ভূষিত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং সমগ্র কাছাড়ী জাতি আপনাদিগকে ভীম ও হিড়িম্বির সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে কৃতার্থ ও সম্মানিত মনে করিয়া থাকেন। সমগ্র কাছাড়ী জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। অতীতের এই উজ্জ্বল স্মৃতি এখনও এই জাতিকে প্রাচীন সভ্যতার আলোক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করিয়া দেয় নাই।

এবম্বিধ জনশ্রুতি এবং বিশ্বাসের ভিত্তি কতদূর দৃঢ় তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের বিচার সাপেক্ষ। নিম্নে বেদব্যাস

বিরচিত সংস্কৃত মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে এতদ্-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।—

এদিকে পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে রজনীযোগে বারণাবত নগর হইতে বহির্গমনান্তর নৌকারোহণ পূর্ব্বক নাবিকের ভুজবল, নদীর স্রোতোবেগ ও বায়ুর অনুকূলতা বশতঃ অতি ত্বরায় গঙ্গা পার হইলেন। পরে নক্ষত্র দ্বারা দিক্ নিরূপণ করিয়া স্থলপথে ক্রমাগত দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে এক মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

* * * *

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।—

ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, ঐ সময় তাঁহারা আব এক নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অরণ্যে জল বা কোন প্রকার ফল মূল কিছুই নাই।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হিড়িম্বিবধ পর্ব্বাধ্যায়।—বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ঐ বনের অনতিদূরবর্ত্তী বিশাল এক শালবৃক্ষ ছিল। তদুপরি মহাবল পরাক্রান্ত নর-মাংসাশী হিড়িম্ব নামা এক রাক্ষস বাস করিত। * * * হিড়িম্ব পাণ্ডবগণের মাংসভক্ষণ ও রুধিরপান করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে আহ্বান করিয়া কহিল—যাও ত্বরায় উহাদিগকে মারিয়া আন।

আমরা দুইজনে একত্র হইয়া নরমাংস ভক্ষণে উদরপূর্ণ ও পরম পরিতোষে তাল প্রদান পূর্ব্বক নৃত্য করিব। * * *

রাক্ষসী বিশাল শালবৃক্ষসদৃশ মহাবলপরাক্রান্ত ভীম সেনের অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে সাতিশয় কামার্ত্তা হইয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এই যুবা পুরুষকে আমি পতিত্বে বরণ করিব। আমি কখনই ভ্রাতার ক্রূর বাক্যানুসারে কার্য্য করিব না। পতিস্নেহ সোদর স্নেহ অপেক্ষা বলবান্; বিশেষতঃ আমি ইহাদিগকে বধ করিয়া ভ্রাতৃ সন্নিধানে উপস্থিত করিলে মাংস ভক্ষণ ও রুধির পান দ্বারা আমার ক্ষণকাল মাত্র তৃপ্তি হইবে, কিন্তু যদি তাহা না করিয়া এই যুবা পুরুষকে পতিত্বে বরণ করি তাহা হইলে আমি চিরকাল পরম সুখ-ভোগে কাল হরণ করিতে পারিব। কামরূপিনী হিড়িম্বা মনে মনে এই সংকল্প করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে দিব্যাভরণভূষিতা ষোড়শবর্ষদেশীয়া কামিনীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক মৃদুমন্দ গমনে ভীমসেনের সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং লজ্জাবনত সহাস্য বদনে গদ্ গদ্ স্বরে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! তুমি কে? তোমরা কি জান না যে, এই গহন-বন রাক্ষসগণের স্থান? ইহাতে হিড়িম্ব নামে এক পাপাত্মা রাক্ষস বাস করে। সেই দুরাত্মা আমার ভ্রাতা; সে তোমাদিগের মাংস ভক্ষণে ও রুধির পানে লোলুপ হইয়া তোমাদিগের বধসাধনার্থ আমাকে পাঠাইয়াছে। যাহাহউক আমি তোমার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি। হে ধর্ম্মাত্মন্! যাহা তোমার উচিত হয় কর।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।—

এদিকে ঊর্দ্ধকেশ, মহাবাহু, নিবিড় কাদম্বিনী তুল্য কলেবর, লোহিত নয়ন, বিকট দশন, ভয়ঙ্কর বদন দুরাত্মা হিড়িম্ব স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বার বিলম্ব দেখিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বয়ং পাণ্ডবগণ সমীপে গমন করিতে লাগিল। * * * তাঁহাদের ভীষণ গর্জ্জনে মাতৃসমবেত পাণ্ডবচতুষ্টয় জাগরিত হইয়া সম্মুখস্থিতা হিড়িম্বাকে দেখিতে পাইলেন।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।—

"ভীমসেনের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি আর কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়া রাক্ষসকে বল পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করতঃ পশুর ন্যায় বধ করিলেন। অনন্তর তাহারা তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন।"

পঞ্চপঞ্চাদশাধিক শততম অধ্যায়।—

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! ভীমপরাক্রম ভীমসেন হিড়িম্বাকে আপনাদিগের সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, রাক্ষসগণ মোহিনী মায়া বিস্তার করিয়া বৈর নির্য্যাতন করে; অতএব রে নিশাচরি! তোর আর আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত নহে, তুইও স্বীয় সহোদরের পশ্চাৎ পশ্চাত শমনভবনে যাত্রা কর্। ... ... হিড়িম্বা ভীমের ক্রোধ দর্শনে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া যুধিষ্ঠির সমক্ষে কুন্তীকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "আর্য্যে! অবলাজন অনঙ্গশরে জর্জ্জরিত হইলে কিরূপ দুঃখ ভোগ

করে তাহা আপনি সবিশেষ অবগত আছেন ;" হে মাতঃ! আমি ভীমসেনকে নিরীক্ষণ করিয়া অবধি সেই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। ... যদি সেই মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ কিংবা আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিব। ... ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির হিড়িম্বার বাক্য শ্রবণান্তর তাহাকে কহিলেন, হে সুমধ্যমে! তুমি যাহা কহিলে ইহা যথার্থ বটে, তুমি সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে কৃতস্নানাহ্নিক ও কৃতকৌতুকমঙ্গল ভীমসেনকে ভজনা করিও; দিবা ভাগে উহাকে লইয়া যথেচ্ছ গমন করতঃ স্বচ্ছন্দে বিহারাদি করিও; কিন্তু রজনীযোগে আমাদের সমীপে আনয়ন করিয়া দিতে হইবে।

বৃকোদর যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণান্তর "তথাস্তু" বলিয়া অনুমোদন করিলেন এবং হিড়িম্বাকে কহিলেন, হে রাক্ষসি! আমি জেষ্ঠভ্রাতার আজ্ঞানুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিব যথার্থ বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তোমার গর্ব্ভে সন্তান না জন্মিবে তত দিন তোমার সহবাস করিব। মনোবেগগামিনী হিড়িম্বা ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকার করিল। ...কিয়দ্দিন এইরূপ বিহার করিতে করিতে ভীমের সহযোগে হিড়িম্বা গর্ব্ভবতী হইল। রাক্ষসীরা গর্ব্ভ ধারণ করিয়াই সন্তান প্রসব করে। হিড়িম্বা গর্ব্ভ ধারণ করিয়াই এক বিরূপাক্ষ মহাবলপরাক্রান্ত, মহাভুজ, মহাধনুর্দ্ধর অমানুষ পুত্র প্রসব করিল। ঐ পুত্রের মুখ অতি বিশাল, কর্ণ গর্দ্দভ কর্ণের ন্যায় অতি দীর্ঘ, ওষ্ঠদ্বয় তাম্রবর্ণ, দশন সকল সুতীক্ষ্ণ, নাসিকা দীর্ঘ

ও বক্ষঃস্থল সুবিস্তীর্ণ; পুত্র মাতৃগর্ত্ত হইতে বিনির্গত হইবা মাত্র যৌবন প্রাপ্ত ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইল এবং সত্বরে পিতা মাতাকে প্রণাম করতঃ তাহাদের পাদ গ্রহণ করিল।

তাঁহারা পুত্রের নাম ঘটোৎকচ রাখিলেন। ঘট শব্দের অর্থ করি-মস্তক, ও উৎকচ শব্দের অর্থ কেশশূন্য; উহার মস্তক করিমুণ্ডের ন্যায় কেশশূন্য ছিল বলিয়া ঐ প্রকার নাম দেওযা হইল। ঘটোৎকচ পাণ্ডবদিগের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও একান্ত ভক্তিমান্ ছিল, তাঁহারাও তাহার প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ প্রকাশ করিতেন। নিশাচরী হিড়িম্বা আপনার স্বামী সহবাসের সময় অতীত বুঝিয়া মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মহাবীর ঘটোৎকচও প্রস্থান কালে বিনয়গর্ভ বচনে "এ ভৃত্য আপনাদের কার্য্যকালে উপস্থিত হইবে" বলিয়া গুরুজনের নিকট বিদায় লইয়া উত্তর দিকে গমন করিল।' * * * মহারথ ঘটোৎকচ অপ্রতিমবীর্য্য কর্ণের সহিত সংগ্রামনিমিত্ত ইন্দ্রের অংশে পাণ্ডববংশে জন্মগ্রহণ করেন। (কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনূদিত)

উপরে উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে হিড়িম্বা রাক্ষসের রাজ্য—"হেড়ম্ব," বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশ দিল্লীর নিকটবর্ত্তী বারণাবত নগরের দক্ষিণে এক মহারণ্যে অবস্থিত এবং তজ্জন্য পাণ্ডবগণ বারণাবত হইতে এক দিবসেই তথায় উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারতের অপর সীমান্তে সুদূর কাছাড়ে হেড়ম্ব রাজ্য অবস্থিত ছিল ইহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে।

কাছাড়ী জাতীর আদিম বাসস্থান সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি—

কাছাড়ীদিগের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি হইতে এই মাত্র অবগত হওয়া যায় যে অতি প্রাচীন কালে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ-গণ ডালাওব্রা ও সাঙ্গীব্রা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে, সমুদ্রের উপকূলে বাস করিত।

সেই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর। একটি বিশাল বটবৃক্ষ দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রাজ্যের শোভা বর্দ্ধন করিত। কালক্রমে রাজ্য জনাকীর্ণ হইলে পর বয়োবৃদ্ধগণের পরামর্শানুসারে রাজা রাজ্য পরিত্যাগের সংকল্প করিলেন। অনেক লোক তথায় রহিয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ প্রজাবৃন্দ সমভিব্যাহারে তিনি-সাঙ্গিব্রা (ব্রহ্মপুত্র) উজান বাহিয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

কাছাড়ী ভাষায় প্রচলিত জনশ্রুতি—

এই সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতির কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"ডালাও ব্রাহা সাঙ্গি ব্রাহা (১) প্রাঃ ডেঃ সারী (২) প্রাঃ ফাংসরি ইয়াডের খরমাইড়ুঃ বসঃ ডামালি।

ইয়াডের (৩) মিঃ রিজিং মিলিরে বসঃ ডাও রিজিং মিলিরে।

(১) গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সঙ্গম। (ডালাও ও সাঙ্গি নদীদ্বয়ের মোহনা)।

(২) বটবৃক্ষ।

(৩) মূল।

(৪) হায়ুং হাখাব লায়্সিঃ গ্যারায়া বার্রায়ুং কাইখাব ডেব্সিঃ গাওলায়া। (৫)

হাজিং মায়লাঙ্গি (৬) হাজিং মঘণ্টি, (৭) ডবং পুঃলিলি খাসাই জাওঃ লিলি, মেলমা কঃম্ ঠাও ঠাও, (৮) মেলচা কাঃম্ ঠাও ঠাও।

ডাব ডায়া ডঃর্জিয়াং বাহিডঃ জিয়াবু (৯) ডাওহি ফাই বাছাঃ উহি ফাই বাহাঃ বনি ঠানিছা (১০) মেলমা কাঃমবা, মেলবা কামবা।" (১১)

হেড়ম্ব রাজ্য সম্বন্ধে বিশ্বকোষ—

হেড়ম্ব রাজ্য সম্বন্ধে বিশ্বকোষ হইতে নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

"ব্রহ্মখণ্ড নামক একখানি ভবিষ্য পুরাণীয় গ্রন্থে হেড়ম্ব জনপদের প্রথম নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

"বরেন্দ্র তাম্রলিপ্তঞ্চ হেড়ম্ব মনিপুরকম্।
লৌহিত্যন্ত্রৈপুরং চৈব জয়ন্তাখ্যং সুসঙ্গকম্॥"

---

(৪) বৃহৎ শাখা প্রশাখার নীচে বহু জন্তু মিলিত হইত; অধিক বৃষ্টি হইলে।
(৫) একটি পত্রও পতিত হইত না। ঝড়ে একটি শাখাও ভগ্ন হইত না।
(৬) নিকটে বিস্তৃত বালুকাময় তট।
(৭) ভুটাঙ্গ পুষ্পের ন্যায়।
(৮) প্রধান ব্যক্তিদিগের বসিবার উপযুক্ত।
(৯) বহু লোক এবং দেবতা তথা হইতে আসিয়া—
(১০) তথায় রহিল;
(১১) নদী বাহিয়া উজান আসিল।

এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রণচণ্ডী।

"হেড়ম্ব দেশ মধ্যে চ রণচণ্ডী বিরাজতে।
বরবক্রা সরিৎ পার্শ্বে হিড়িম্বা লোক দুর্জ্জয়া॥"

ভং ব্রহ্মখণ্ড ২২।৪১

এখন যাহাকে আমরা কাছাড় বলি, তাহারই খানিকটা কচ্ছাল গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ভং ব্রহ্মখণ্ড ১৯।৫৫

দেশাবলী নামক (১৬৫০ শকে রচিত) সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, এক সময়ে হেড়ম্ব রাজ্য উত্তরে কামরূপ ও ধর্ম্মপুর, পূর্ব্বে মনিপুর সীমা, দক্ষিণে মন্থরা এবং পশ্চিমে শিয়ালকোট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দেশাবলী মতে এই কয়টি নগর ও গ্রাম হেড়ম্ব রাজ্যের অন্তর্গত। যথা—

১। কাশপুর—হেড়ম্ব রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। এই নগর ঘটোৎকচ বংশীয় হেড়ম্বরাজগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

২। ধর্ম্মপুর—হেড়ম্ব-রাজধানী হইতে ১৮ যোজন উত্তরে পর্ব্বতের নিকট অবস্থিত। যেখানে নাগারা বাস করে, তাহাকে কেহ কেহ 'খাইচারি নাগাগর' বলে।

৩। শৃগালকোট বা শিয়ালকোট কাশপুর হইতে ৮ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত।

৪। তিলাদ্রিমাল—শিয়ালকোট হইতে ৬ যোজন পূর্ব্বে; এই গ্রামে পূর্ব্বকাল হইতে অনেকগুলি মনোহর পুষ্করিণী আছে।

৫। ফুলসাঁদ—শিয়ালকোট হইতে অর্দ্ধযোজন পূর্ব্বে অবস্থিত।

৬। জয়নগর—ফুলসাঁদির পূর্ব্বে।

৭। চাপঘাট্—কাশার (বা কাছাড়ের) দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। এখানকার অধিবাসীরা প্রায়ই হেড়ম্ব রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিত।

এতদ্ভিন্ন বন্ধশীল, লাহোটো, ছতশতী, বাওয়াগঞ্জ কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরগণা ছিল।—(দেশাবলী।")

"দেশাবলী" অনুসারে রাজা সুরদর্পনারায়ণ ৫০ বৎসর রাজত্ব করিলে পর তৎপুত্র রামচন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন। সুরদর্প নারায়ণ ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে আহম রাজা রুদ্রসিংহকর্ত্তৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের সহিত তাঁহার রাজত্ব কাল ৫০ বৎসর যোগ করিলে ১৭০৮ খৃঃ হয় সুতরাং ১৬৫০ শকাব্দায় (১৭২৮ খৃঃ) রচিত গ্রন্থে পরবর্ত্তী কালের ঘটনা সমূহ কিরূপে স্থান পাইয়াছে বুঝা যায় না।

সুরদর্পের পুত্র ধর্ম্মধ্বজ নিঃসন্তান ছিলেন। রামচন্দ্র সুরদর্পের পুত্র নহেন। তিনি পরবর্ত্তী অপর এক জন রাজা। উপরি উক্ত কারণে দেশাবলীর উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাছাড়ের সমতল ভাগ কাছাড়ী রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। তৎপূর্ব্বে ববরক্র উপত্যকা বা কাছাড়ের সমতলভাগ হেড়ম্ব নামে অভিহিত হইত, ইহা ভবিষ্যখণ্ড ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। বর্ত্তমান কাছাড় বুঝাইতে হেড়ম্ব, ও বর্ত্তমান মণিপুর রাজ্য বুঝাইতে মণিপুর শব্দের প্রয়োগ আধুনিক। প্রচীন ও মধ্যযুগে মণিপুর রাজ্য মেখলী,

মিতাইভূমি প্রভৃতি নামে পরিচিত হইত। মিতাই জাতি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর মিতাইভূমি মণিপুর নামে পরিচিত হইতে থাকে।

কাছাড়ী রাজ্য কোন্ সময় হইতে হেড়ম্ব রাজ্য নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে বর্ত্তমানে নির্ণয় করা কঠিন। দিমাপুরের কাছাড়ী রাজত্ব, যৎকালে শিবসাগর, নোয়াগাঁও ও উত্তর কাছাড়ে বিস্তৃত ছিল তখন কাছাড়ী রাজ্য হেড়ম্ব নামে পরিচিত থাকা সম্বন্ধে জনশ্রুতি ব্যতিরেকে অন্য কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কাছাড়ের সমতলভাগ ত্রিপুরার অন্তর্গত ছিল। সেই সময়ে কাছাড়ের সমতলভাগ হেড়ম্ব রাজ্য নামে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

কাছাড়ে কাছাড়ী জাতির আগমন হইতেই এই স্থানের নাম হেড়ম্ব হইয়াছে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কাছাড় অধিকার করিলে পরও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কাছাড় জিলা 'জিলা হেড়ম্ব' নামে পরিচিত হইত।

উপরি উক্ত কারণে ভবিষ্যখণ্ডের উদ্ধৃত শ্লোকগুলি প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না।

বোডো, ডিমাচা এবং কাছাড়ী।

বোডো—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় একদল কাছাড়ী আপনাদিগকে বোডোছা নামে অভিহিত করে। বোডোছা, বুদ্ধ ছা

শব্দের রূপান্তর মাত্র। বোডোছা শব্দে বুদ্ধের বা বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকের ছা বা সন্তান বুঝাইতেছে। এক সময়ে কাছাড়ী জাতীয় বহু লোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বর্ত্তমানেও তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। আসাম ও উত্তর কাছাড়ের বহুস্থানে ইতিমধ্যে কয়েকটি বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাইবং আফিম পাট্টার নিকটে এইরূপ একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাহা হউক বোডোছা শব্দ জাতি বাচক ভাবিয়া বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি কাছাড়ী এবং অনুরূপ আচার ব্যবহার ও ভাষাবলম্বী জাতি সমূহকে বোডো জাতি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বোডো শব্দের এই প্রকার বিস্তৃত অর্থে প্রয়োগ আধুনিক হইলেও, সুবিধা জনক হইয়াছে।

কাছাড়ী—কামরূপ হইতে পলায়নের পর "হিড়িম্বি বংশ" বহু বৎসর কোচদিগের সহিত যুদ্ধ করে। অবশেষে তাহারা কোচদিগকে পরাস্ত করিয়া কচারির হাট স্থাপিত করে। "কোচ অরিগণ" কালক্রমে নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসিগণ হইতে তাহাদের বর্ত্তমান জাতি বাচক উপাধি প্রাপ্ত হয়। (১)

---

(১) অনেকে বলেন কাছাড়ী জাতি হইতে কাছাড় জিলার বর্ত্তমান নামাকরণ হইয়াছে। পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী সমতল ভূভাগ এতদ্দেশে পূর্ব্বকালে কাচাড় নামে অভিহিত হইত। বড়াইলের দক্ষিণাংশ পর্ব্বতমালা বেষ্টিত সমতল ভূমি; সুতরাং এইভাবেও কাছাড় জিলার বর্ত্তমান নামাকরণ হইতে পারে। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে কাছাড়ী জাতীয় লোক পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী সমতল ভাগে বাস করিয়া থাকে।

পরে কাছাড়ীগণ দিমাপুরে একটি পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিলে রামচা, লালুং প্রভৃতি আসামের কয়েকটি উপজাতি কাছাড়ী উপাধি গ্রহণ করে। এই জাতি বাচক উপাধির গৌরব হ্রাস হওয়ায় ডিমাচাদিগের মধ্যে এই উপাধি আদৃত নহে।

ডিমাচা—উত্তর কাছাড়স্থ কাছাড়ীগণ আপনাদিগকে ডিমাচা নামে অভিহিত করে। ডিমা চা (ডুই মা=বড় নদী; ছা=সন্তান) শব্দে বড় নদীর তীববাসী লোক অথবা বৃহৎ নদীর সন্তান বুঝায়।

কাছাড়ীরা ব্রহ্মপুত্র নদীকে ডিমা বলিয়া থাকে। এই নদীর উপত্যকায় বহুকাল বসবাস করার পর শিবসাগর জিলায় ডিমাপুরে রাজ্য স্থাপন করিলে ডিমাচা দগেব পুরী ডিমাপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বর্ম্মণ—ডিমাচা জাতির মধ্যে যাহারা আপনাদিগকে ভীমের বংশধর জ্ঞানে ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ণ গ্রহণ ও হিন্দুধর্ম্মের অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করিতেছে তাহারা জনসাধারণের নিকট বর্ম্মণ নামে পরিচিত। উত্তর কাছাড়স্থ মাতৃ (হিড়িম্বি) ধর্ম্মাবলম্বিগণ ডিমাচা ও কাছাড়ী নামে পরিচিত।

হিড়িম্বি বংশ—

কাছাড়ে কেহ কেহ প্রচলিত জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কাছাড়ী জাতিকে হিড়িম্বি বংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

আসামে কাছাড়ী ও অনুরূপ ভাষাবলম্বী জাতিসমূহের শ্রেণীবিভাগ—

পৌরাণিক ও মধ্য যুগে এই সকল জাতি আসামে কিরূপ বিস্তৃতি ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, নিম্নে উদ্ধৃত তালিকা * হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

সংখ্যা	ভাষা	উপভাষা	জিলা	লোকসংখ্যা	মোট
১।	চুটিয়া (১)	——	লক্ষ্মীম্পুর	৪	
		দেউরী	শিবসাগর	৩০০	
					৩০৪
২।	গারো (২)	——	গোয়ালপাড়া	১১,৭০০	
			কামরূপ	৫,১০০	
		আবেং	গারোপাহাড়	৩৩,০০০	
		কুচু	ঐ	১০,০০০	
		আউই	ঐ	২০,০০০	
		চিবক	ঐ	১৫০০	
		ডলু	ঐ	৫০০	
		মাচি	ঐ	৩০,০০০	
		রূগা	ঐ	৫০০	
		অন্যান্য	অন্যত্র	২৭৮০	
					১,১৫,০৮০
৩।	হাজং	——	খাসিয়াপাহাড়	৯৫	
			শ্রীহট্ট	৯০০	
					৯৯৫

* From the Linguistic Survey of India

৪। (১) আসামের কাছাড়ী (৩) গোয়ালপাড়া ৮৩০০

	কামরূপ	৮৫৭০০	
	দরং	৬৩৯০০	
	নগাঁও	১৪২০০	
	শিবসাগর	৪১০০	
	লক্ষ্মীম্পুর	১২৫০	
			১,৭৭,৪৫০

(২) পার্ব্বত্য কাছাড়ী বা

ডিমাচা	-উত্তর কাছাড়	৭৭৩১	
	কাছাড়ের সমতল ভাগ	৮২০০	
			১৫,৯৩১
(৩) বড	গারোপাহাড়	৮৭০	
			৮৭০
(৪) হোজাই	নগাঁও	২,৭৫০	
			২,৭৫০
(৫) মেচ	গোয়ালপাড়া	৬৮,৯০০	
			৬৮,৯০০
			২,৬৫,৯০১

(১) এই জাতীয় ৮৭.০০০ লোকের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্ম এবং আসামী ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ৩০০ মাত্র লোক জাতীয় ভাষা ব্যবহার করিতেছে।

(২) এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গে ২৮,৩১৩।

(৩) এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গে ২৫.০১১।

৫।	কোচ (৪) —	গোয়ালপাড়া	৩০০	
				৩০০
	দাসগাইয়া হরিগাইয়া তিনটেকিয়া উইনাং	গারোপাহাড় (সম্ভবতঃ গারো)	৫৮০০	৫৮০০
৬।	লালুং —	কামরূপ	২০৬০	
		নগাঁও	৩৫৩৫০	
		খাসিয়া পাহাড়	২৭৫০	
				৪০১৬০
৭।	রাভা —	গোয়ালপাড়া	২৯০০০	
		কামরূপ	৩৭০	
				২৯৩৭০
	মাইতরিয়া রাঙ্গাদানিয়া	গারোপাহাড়	২০০০	২০০০
৮।	তিপ্‌রা (৫) —	কাছাড়	৩০০	
		শ্রীহট্ট	৮০০০	
				৮৩০০

(৪) এই জাতি উত্তর বঙ্গ ও আসামে বহু বিস্তৃত। ইহারা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জাতীয় ভাষা ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহারা আসামী অথবা বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করে, কেহ কেহ মুসলমান ধর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছে। আসামে কোচজাতি সম্মানিত সুতরাং বহু পার্ব্বত্য জাতি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই কোচ বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া থাকে।

(৫) এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গে ১০,৫৫০।

ভাষা ৮ ; উপভাষা ২৮; মোট ভাষাবলম্বী লোক—
আসামে ৪৬৭৯১০
পূর্ব্ববঙ্গে ১৫৮৮৭৪
―――――
৬২৬৭৮৪

উদ্ধৃত তালিকা হইতে কাছাড়ী ও তৎসম্পর্কিত জাতিসমূহের লোক সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। কারণ পূর্ব্বভারতে এই সকল জাতীয় অসংখ্য লোক কৌলিক ধর্ম্ম, ভাষা এবং আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ বা ইস্‌লাম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং অনেকে আবার হিন্দু সমাজের ও স্বতন্ত্র জাতি রূপে পরিণত হইয়াছে।

পুরোহিত, শাসক বর্গ, এবং নিকটবর্ত্তী সভ্য জাতির ভাষা, প্রত্যেক জাতির ভাষা ও জাতীয় আদর্শের উপর অলক্ষিত ভাবে নানাবিধ পরিবর্ত্তন সংগঠন করে; ইহাদেরও সম্ভবতঃ এরূপ করিয়া থাকিবে।

এখনও কাছাড়ী ‘ডি’ (জল) ধাতুর সহিত পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত অনেক শব্দ জড়িত রহিয়াছে। ডাবর, ডাওর, ডাব, ডুব, ডিঙ্গি, প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় কি ভাবে স্থান পাইয়াছে অনুসন্ধান যোগ্য। এস্থলে ইহাও উল্লেখ যোগ্য যে বহু শতাব্দী যাবৎ আসাম উপত্যকা হইতে কাছাড়ীদিগের প্রাধান্য লোপ হইয়া থাকিলেও বর্ত্তমান আসামের নদী সমূহের নামের সহিত উপরি উক্ত ডি ধাতু জড়িত। ডিক্রু, ডিপু, ডিজু, ডিখু, ডিহিং, ডিসসাং, ডিক্রাং প্রভৃতি নদীর নাম প্রাচীনকালে এই জাতির দেশময় বিস্তৃতি ও প্রাধান্য ঘোষণা করিতেছে।

কাছাড়ী ও তৎসম্পর্কিত ভাষা সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ—

ভাষা	জিলা	আমি	তুমি	কুকুর	জল	আহার
১। কাছাড়ী	(দরং)	আঙ্গ্	নঙ্গ্	ছুইমা	ডুই	জা
২। মেচ	(জলপাইগুড়ি)	ঐ	ঐ	ছেইমা	দৈ	যা
৩। ডিমাচা	(কাছাড়)	ঐ	নুংনিং	সীসা	ডিঃ	যী
৪। হোজাই	(নগাঁও)	ঐ	নুং	সীছা	ডিই	যি
৫। গারো	(কামরূপ)	আঙ্গা	না-আঃ	আচাক্	চী	চা-আঃ
৬। কোচ	(ঢাকা)	ঐ	নাঁ-আ	আচ চাক্	ঐ	চা আ
৭। ঐ		আন্	নী	কোয়াই	টী	ছা
৮। তিপ্‌রা	ঐ	আঙ্গ্	নুং	ছুই	টুই	চা-ডি
৯। দেউরী চুটীয়া	(লক্ষীমপুর)	আ	নে	সি	যী	হে
১০। ঐ	(শিবসাগর)	আঁ	না-আঁ	সী	ঐ	ছাবে
১১। লালুং	(নগাঁও)	আঙ্গ্	না	খুকুরি	ডি	যা

কাছাড়ী ভাষা—

নিম্নে ডিমাসা বা কাছাড়ে প্রচলিত কাছাড়ী ভাষা হইতে নিত্য ব্যবহার্য্য কয়েকটি শব্দ ও বাক্য প্রদত্ত হইল—

বস—কাম্
শোও—ঠু
আস—ফাই
মেরামত করা—ছানামক্
দাঁড়াও—সঙ্গ্
দিব—রিনাং
লেখ—রেপ্
যাও—ঠাং
স্নান কর—ডিগুরু
মাখ—ফুলুং
মার—ভো
ধর—রুম্
অপেক্ষা কর—নাইস্বং
দেও—রি
হয় নাই—যাইয়া কো
পান কর—লুং
কে—সেরে
সকল—কুরুপ, বুটু
চাউল—মাইরং
টক—মিক্রি

কাপড়—রি
তামাক—ডামা, মলি
কলকি—ছিলিম।
মালা—লুগ্রং, লুক্
সূতা—খুন্
বিক্রয়—ফাইন ঠাই
কিনা—ব্রাই ঠাই
বেগুন—ফান ঠাও
লাল—গাজাও
আগুন—ওয়াই
চক্ষু—মু
শাবক—বাচ্ছ্যা
সর্প—জুবু
বিড়াল—আলু
ইন্দুর—মজ
পিপীলিকা—খাইছুং
পাহাড়—হাজু
নদী—ডিঃ কং
টাকা—রাং
বহি—লাইসি

লবণ—সেম্

গাছ—বং কাং

কথা—গাড়াও

নেও—লাং

গরু—মুসু

মহিষ—মিযিপ্

ঘোড়া—গড়াই

মেঘ—জিমি

মাছ—নাঃ

ফুল—খিম্, খুম্

লেজ—সের মাই

মুখ—সু

ঠোঁট—খাওয়া

আমি—আং

আমরা—জুং

আমাকে—আঙ্খে

আমাদিগকে—জুমখো

আমার—আনি

আমাদের—যিনি

তুমি—নু

তোমরা—নিশি

তোমাকে—নুখো

তোমার—নিনি

সে—বঃ

তাহারা—বনি, বন্সি

তাহাদিগকে—বসিন্

তাহাকে—বখঃ

তাহাদিগের—বসিনি

তাহার—বনি

হাত—ইয়াও

পা—ইগা

নাক—গুং

কান—কামাও

মুখ—খু

মাথা—খর

দাঁত—হাটজ

চুল—কানাই

জিহ্বা—সাখাই

পৃষ্ঠ—সিমা

লৌহ—সের

স্বর্ণ—গাজাও

রৌপ্য—গুপু

পিতা—বুফা

মাতা—বোমা

ভ্রাতা—বাভ্যা

তোমাদিগের—নিশিনি

মানব—সুবুং

স্ত্রীলোক—মাসাই

স্ত্রী—বিহি

সন্তান—বাস্যা

ছেলে—আন্‌ছা

মেয়ে—আন্‌ছি

তারা—হাৎরাই

আকাশ—নখাসাও

কৃষক—হাডি ডাইয়া

রাখাল—মুসুরাউখিয়া

ঈশ্বর—মাডাই

দেবতা—ঐ

ভূত—হাসং

সূর্য্য—সাইঙ্গ

চন্দ্র—ডাইঙ্গ

জল—ডি

কুকুর—সিসা

কুক্কুট—ডাউন

হাঁস—ডাউ প্লামডু

পাখী—ডাউ

বসা—কাম

ভগ্নী—বুবি

পুরুষ—মিয়া

স্বামী—বাজাই

উপর—বাসাউ

নীচ—বাক্‌লা

নিকট—রুগুংহা

সম্মুখে—সেগাংহা

পশ্চাতে—ইয়াকংহা

কেন—সুমুনে

এবং—আর

কিন্তু—টিকাব

যদি—ডাব

খারাপ—হাম্‌রা

বৃষ্টি—হাদি

ওষ্ঠ—খোজেব

গণ্ড—খাউনাই

শুভ্র—গুপু

আমি যাই—আং টাং নাং

তুমি যাও—নুং টাং

তাহাকে যাইতে দেও—বকঃ টাং মারি

যাওয়া—টাং

আসা—ফাই

মারা—ডঃ দৌড়ান—কাইবা

মরা—টিবা দেওয়া—রিবা

তুমি কি যাইতেছ ?—নুং বারা টাং ড়ু

আমি যাইতেছি—আং টাং ড়ু

সে যাইতেছে—বং টাং ড়ু

আমি যাইব—আং টাং মা

আমরা যাইব—জুং টাং মা

সে যাইবে—বং টাং মা

তাহারা যাইবে—বন্‌সি টাং মা

কি করিতেছ—নুমুখা লাই ড়ু

শীঘ্র আইস—সেঙ্গা ফাই

কোথা যাও—বারা টাং ড়ু

কি করিয়াছ—নুমুখা লাইখা

তাহার লেখা খারাপ—বনিবের টাই হাম্‌রা

তাহার সঙ্গে কে ছিল—বনি লুগু সেরে ডংবা

বাজারে যাইতে ছিলাম—হাটাইহা টাং বামু

শৃগাল ডাকিতেছে—মসরং ধুরুং ড়ু

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে—নকা নাইখা

আর নিদ্রা যাইওনা—ডাটুসি

তুমি কোথায় যাও—নুং বারা টাং ড়ু

এখানে বস—এবাহা কাম্‌ এখানে বসুন—ঐ

ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে কাছাড়ী রাজত্ব :—

কথিত আছে ব্রহ্মপুত্রের মোহনা পরিত্যাগের পর

"ঘটোৎকচ বংশীয়" রাজা কৌণ্ডিল্য নারায়ণ ব্রহ্মপুত্র উজান বাহিয়া নদীর উত্তর পারে বর্ত্তমান সদিয়া জিলায় কৌণ্ডিল্য নগর স্থাপন করেন এবং এই স্থানে কাছাড়ী রাজগণ বহুকাল প্রতিপত্তির সহিত রাজত্ব করিতে থাকেন। এই রাজ্য কাছাড়ী ভাষায় হালালী (লালী-উজ্জ্বল) নামে অভিহিত হয়। রাজা মেঘবল নারায়ণ পর্য্যন্ত কাছাড়ী রাজগণ হালালীতে রাজত্ব করেন। ব্রহ্মপুত্র মোহনায় ২ জন মন্ত্রী ও অন্যান্য বহুলোক রহিয়া যায় কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

হালালী রাজ্য পরিত্যাগঃ—

হালালী রাজ্য পরিত্যাগ সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে যে পার্ব্বত্য জাতীর উৎপাতে উত্যক্ত হইয়া জনৈক কাছাড়ী রাজা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে রাজ্য স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু অসংখ্য প্রজা, গৃহপালিত পশু এবং দ্রব্যাদি সহ ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়া পরপারে যাওয়া দুষ্কর বিবেচনায় রাজা একান্ত চিন্তাকুল হইলেন। যাহা হউক দৈবানুগ্রহে এক দিবস রাত্রিতে রাজা স্বপ্নযোগে জানিতে পারিলেন যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে একহস্ত পরিমিত জলের নীচে একটি বাঁধ পাওয়া যাইবে কিন্তু যদি রাজা নদী অতিক্রম কালে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করেন তবে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। রাজ্য পরিত্যাগ সংকল্প 'বীর ঢোল' বাজাইয়া প্রজাবর্গকে জানাইয়া দেওয়া হইল। প্রায় অর্দ্ধেক লোক উত্তীর্ণ হইয়াছে এমন সময় নিষেধ সত্ত্বেও রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া

পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তন্মুহূর্ত্তেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং বহু লোক প্রাণত্যাগ করে।

এক তৃতীয়াংশ লোক ও ৪ জন মন্ত্রী হালালীতে ফিরিয়া যায়, কিন্তু রাজা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে একটি রাজ্য স্থাপন করিলেন। কালক্রমে কাছাড়ী রাজগণ এস্থান হইতে কামরূপ আক্রমণ ও অধিকার করিতে সক্ষম হন। যাহারা নদী গর্ভ হইতে বহু কষ্টে নল ও খাগরা অবলম্বনে তীরে পঁহুছিতে সক্ষম হয়, কথিত আছে তাঁহাদের বংশধরগণ নলবাড়ী ও খাগড়া বাড়ীর লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

প্রাচীন কামরূপ এবং কামরূপে কাছাড়ী রাজত্ব:—

অতি প্রাচীন কালে মহীরাং দানব, হটকাসুর, সম্বরাসুর প্রভৃতি অনার্য্য রাজগণ কামরূপে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা কাছাড়ী কি অন্য কোন জাতীয় ছিলেন তাহা বর্ত্তমানে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পুরাণে বর্ণিত ম্লেচ্ছ, কুবচ ও কিরাত-গণ বর্ত্তমানে মেচ, কোচ ও তিপ্‌রা নামে অভিহিত হইতেছে কিন্তু কাছাড়ী জাতি পৌরাণিক যুগে কি নামে অভিহিত হইত তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। প্রাচীন কালে বহু ক্ষত্রিয় রাজা কামরূপে রাজত্ব করেন এবং ব্রহ্মপুত্র উপ-ত্যকা একটি আর্য্য উপনিবেশে পরিণত হয়। এখনও কামরূপ জিলায় ২৩,০০০ ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। ইহাদের অধিকাংশই যজুর্ব্বেদের কম্বশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ এবং পশ্চিম বৈদিক বলিয়া পরিচিত।

কালক্রমে কামরূপে শাক্ত ধর্ম্মের কেন্দ্র স্থল হইয়া উঠে এবং মন্ত্র তন্ত্র ও পুরাণে কামরূপ এবং কামাখ্যা দেবীর বর্ণণা দেখা যায়। পুরাণে প্রাচীন কামরূপ সম্বন্ধে আরও অনেক বিবরণ রহিয়াছে কিন্তু এই সকল অলৌকিক পৌরাণিক কাহিনী হইতে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করা একান্ত দুরূহ।

৬৩০ খৃঃ কুমার ভাস্করবর্ম্মণ কামরূপে রাজত্ব করেন। তৎকালে কামরূপের পূর্ববদিকে পৌন্দ্রবর্দ্ধনে অশোক নির্ম্মিত বৌদ্ধস্তূপ বর্ত্তমান ছিল। কথিত আছে উপর্য্যুক্ত রাজা ব্রহ্মরাজবেশে শিলাদিত্যেব যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে কাছাড়ী রাজবংশ কামরূপের সিংহাসন অধিকার করেন।

কামরূপের ব্রহ্মপুত্রবংশীয় রাজগণের কথা আসামেব সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। কাছাড়ী জাতিও আপনা-দিগকে ডিমাচা (বৃহৎ নদীর সন্তান) বলিয়া পরিচয় দেয়। এই দুই ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয হইবে সন্দেহ নাই।

'কামরূপে কাছাড়ী রাজগণ এক শত বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল' এইরূপ একটি জনশ্রুতি কাছাড়ীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই সম্বন্ধে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে কোন প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কাছাড়ী জাতী কামরূপ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

"ভূইয়ার পুঁথি" নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে শান্তনুর দ্বাদশ পুত্র (বার ভূইয়া) সৌমার-রাজের সহিত মিলিত

হইয়া কামরূপের কাছাড়ী রাজাকে পরাস্ত করেন। প্রকৃত হইলে ইহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা। সম্ভবতঃ কাছাড়ী জাতির কামরূপ পরিত্যাগ আর ও দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল।



পঞ্চম অধ্যায়।

দিমাপুরে কাছাড়ী রাজত্ব।

কামরূপ হইতে দিমাপুরঃ—

কামরূপ পরিত্যাগের পর হইতে কাছাড়ীদের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে থাকে। হুলুবাম, খাসায়বাম বঙ্গগড়া, গড়গাও, কচারীরহাট প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে ধনস্ত্রী নদীর তীরে বর্ত্তমান শিবসাগর জিলায় দিমাপুরে তাহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়।

ব্রহ্মপুত্রের মোহনা ও হালালী রাজ্য পরিত্যাগে ইহাদের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু কামরূপ হইতে দিমাপুর পর্য্যন্ত যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল প্রায় প্রত্যেক স্থানেই ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক দল লোক রহিয়া যায়। এই ভাবে ব্রহ্মপুত্রের উভয় তীরে, আসামের নানা স্থানে কাছাড়ী জাতি নানা দলে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কয়েকটি বৃহৎ শাখা পরাধীন অবস্থায়ও জাতীয়ত্ব রক্ষণে সক্ষম হয়। অবশিষ্ট শাখাগুলি পরাধীনতায় জাতীয় ভাষাও ভাব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, অথবা পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কয়েকটি উপজাতির সৃষ্টি সাধন করে।

এইরূপে কাছাড়ী জাতীর একটি মাত্র অংশ দিমাপুরে রাজ্য স্থাপন করতঃ আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল।

দিমাপুরে কাছাড়ী রাজত্ব (আনুমানিক ১১৫০খৃঃ —১৫৩৬ খৃঃ)।

দিমাপুরে রাজধানী স্থাপনের কাল নিরূপণ করা সহজ সাধ্য নহে। কাছাড়ীদের নিকট এ সম্বন্ধে কোন লিখিত বিবরণ নাই। প্রচলিত জনশ্রুতির মধ্যে ও মতভেদ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক এই মাত্র অবগত হওয়া যায় যে কাছাড়ী রাজগণ প্রায় ৪০০ বৎসর কাল দিমাপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৩৬ খৃঃ আহমগণ দিমাপুর ধ্বংস করে সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিমাপুরে রাজধানী বর্ত্তমান ছিল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

দিমাপুর শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, হিড়িম্বিপুর হইতেই দিমাপুর শব্দের উৎপত্তি। আবার অনেকে বলেন যে দিমাপুর (ডুই = জল, মা = বৃহৎ, অর্থাৎ—বৃহৎ নদীর উপকুলস্থ নগর বুঝায়। পক্ষান্তরে কেহ কেহ ধর্ম্মপুর হইতে দিমাপুর শব্দের উৎপত্তি এরূপ ও প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপর্য্যুক্ত ব্যাখ্যা কতদূর সঙ্গত অভিজ্ঞব্যক্তিগণ একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। সম্ভবতঃ দিমাপুর শব্দে ডিমাচাগণের স্থাপিত পুরি বা নগর বুঝাইতেছে।

ধনশ্রী নদী বৃহৎ নদী নহে, বিশেষতঃ যে ডিমাচা (ডুই =

জল, মা = বৃহৎ, ছা = সন্তান) জাতি পৌরাণিক যুগ হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র উপকুলে বাস করিয়াছে তাহাদের বংশধরগণ যে একটি সামান্য পার্ব্বত্য নদীকে বৃহৎ নদী বলিয়া অভিহিত করিবে তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে।

দিমাপুরে কাছাড়ী রাজত্ব:—

কাছাড়ী জাতীর প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ দিমাপুরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সময়ের লিখিত বিবরণ বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। এস্থলে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে অধিকাংশ স্থলেই জনশ্রুতি ও আসাম বুরুঞ্জী হইতে প্রাপ্ত রাজগণের নামের সহিত কাছাড়ী রাজমালায় প্রদত্ত রাজগণের নামের ঐক্য দৃষ্ট হয় না। এই কারণে রাজমালার উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে।

১২২৮ খৃষ্টাব্দে আহমজাতি আসাম উপত্যকায় আগমন করে। তৎকালে কাছাড়ী রাজ্য ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর হইতে উত্তর কাছাড় মহকুমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কামরূপ হইতে পলায়নের পর তাহারা কি উপায়ে এইরূপ বৃহৎ রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল এ সম্বন্ধে জনশ্রুতি পর্য্যন্ত নীরব।

এই সময়ে অরিমত্তের পুত্র জাঙ্গাল বালাহু কাছাড়ীদিগকে আক্রমণ করেন কিন্তু দৈব প্রতিকূল বশতঃ নিজে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কলং নদীতে প্রাণত্যাগ করেন। প্রবাদ এই যে, জাঙ্গাল

বালাহুর কাছাড়ী জাতীয় রাণী স্বামীর মন্ত্রপূত অসি গোপনে তাঁহার পিতার (কাছাড়ী রাজার) নিকট প্রেরণ করায় জাঙ্গাল বালাহুর পরাভব ঘটে।

১৪৯০ খৃঃ—দীক্ষু তীরে আহমদিগের সহিত কাছাড়ীদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। আহমগণ এই যুদ্ধে পরাস্ত হইলেও ক্রমে শক্তিশালী হইয়া কাছাড়ীদিগকে অল্পকাল মধ্যেই ধনশ্রী নদীর উত্তরস্থ ভূভাগ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করে।

১৫২৬ খৃঃ—আহম রাজ সুহুংমাং ধনশ্রী পথে অগ্রসর হইয়া মারাঙ্গি নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তিনি যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় পরাস্ত হইলেও ধনশ্রী তীরে ১৭০০ জন কাছাড়ী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া যাইতে সক্ষম হন।

১৫৩১ খৃঃ দিমাপুর অবরোধ :—

আহমগণ মারাঙ্গিতে পুনরায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করায় কাছাড়ীরাজ খুনখারা যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গোলাঘাট মহকুমায় কাছাড়ীদিগকে পরাস্ত করিয়া আহমগণ ডেঙ্গুনাট হইতে ধনশ্রী নদীর উভয় তীরে অগ্রসর হইয়া দিমাপুর অবরোধ করিলে খুনখারা ও রাজপুত্রগণ দিমাপুর হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু বহুমূল্য উপহার গ্রহণ পূর্ব্বক আহমগণ ডেট্‌ছাং নামে রাজার এক আত্মীয়কে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া যায়।

দিমাপুর ধ্বংস ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দ :—

আহমদিগের সহিত কাছাড়ী জাতির পুনঃ বিরোধ উপস্থিত

হইল। রাজা ডেট্‌ছাং যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন এবং পথিমধ্যে নিহত হইলেন। অতঃপর দিমাপুর ধ্বংস হইলে কলংনদীব উত্তর তীরবর্ত্তী স্থান ও ধনশ্রী উপত্যকা কাছাড়ীদিগের হস্তচ্যুত হয়।

আহমরাজ নববিজিত স্থানসমূহের শাসনার্থ মারাঙ্গি-খাওয়া গোসাই উপাধিধারী জনৈক কর্ম্মচারী প্রেরণ কবিলেন।

দিমাপুরের ভগ্নাবশেষ ঃ—

দিমাপুর কালক্রমে ঘোর অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। সুখের বিষয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কৃপায় সম্প্রতি এই স্থান অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হইয়াছে। দিমাপুবের তিন দিকে প্রায় ১½ মাইল দীর্ঘ ৮ হাত উচ্চ ও ৪ হাত প্রস্থ এক বিস্তীর্ণ প্রাচীর এখনও বর্ত্তমান আছে। দক্ষিণ দিকের প্রাচীরেব কোনও চিহ্ন আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। সম্ভবতঃ এই প্রাচীব ধনশ্রী নদীব জলস্রোতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব দিকেব দেওয়ালের মধ্যে খিলানযুক্ত একটি বিচিত্র সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া পুরীর ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বে দেওয়ালের উপরে কয়েকটি সুরক্ষিত ক্ষুদ্র কুঠরীও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

ইটের গাঁথনী এত উৎকৃষ্ট যে সুদীর্ঘ কাল পরিত্যক্ত অবস্থায় বহু ভূমিকম্পের আক্রমণেও প্রাচীরের বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই দুই সারি সতরঞ্চের দবাকৃতি * ১৬টি প্রস্তর স্তম্ভ এবং

* অর্থাৎ খডমের বলুয়া বা খুটীর আকৃতির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট।

নিকটে আরও দুই সারি V আকৃতি ১৭টি স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই স্থান হইতে একটু পশ্চিমে নানাবিধ পশু পক্ষী মূর্ত্তি অঙ্কিত ১৬½ ফিট উচ্চ এবং ২৩¾ ফিট পরিধি বিশিষ্ট একটি বিশাল স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রস্তর স্তম্ভ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

স্তম্ভগুলি কাছাড়ী রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া অনেকে মনে করেন। সম্ভবতঃ এই স্তম্ভগুলি কাছাড়ী বীরদিগের কীর্ত্তি-চিহ্ন। ভিতরে অনেকগুলি পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে ২টি প্রস্থে আনুমানিক ৩০০ গজ হইবে।

দিমাপুরের ভগ্নাবশেষ কাছাড়ী জাতির প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ। যে সময়ে দিমাপুর স্থাপিত হয় সেই সময়ে আসামে তাহাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল জাতি ছিল তাহাদের তুলনায় এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি কাছাড়ীদিগের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবজনক সন্দেহ নাই।

দিমাপুরে অবস্থান কালে যে সকল বিজাতীয় লোক কাছাড়ীদের চতুর্দ্দিকে ছিল :—

১। ঠিসা...সম্ভবতঃ মিকির

২। ঠিম্রেন... „

৩। ঠিরূম... „

৪। গুংজাও...„

৫। গুংলেম...„

৬। বাগিচা...মিকির হইতে উন্নত জাতি। এখন তাহাদের বংশ লোপ হইয়াছে।

৭। ডাও সুম্ছা...সম্ভবতঃ নাগা।

৮। হা গ্রাছা...অজ্ঞাত জাতি। বংশ লোপ হইয়াছে।

৯। রাঙ্গাইচা...সম্ভবতঃ নাগা।

১০। জংগ্লাউচা... „ বর্মাধারী

১১। ঠাওকিপ্চা...অজ্ঞাত

১২। ঠাওক্রামচা... „

১৩। জয়চা... „

১৪। গামারিচা...সম্ভবতঃ কুকী

১৫। জিলিয়াচা...ধনুকধারী, সম্ভবতঃ মিকির।

১৬। ডাও বুগাউচা...অজ্ঞাত

১৭। ডিকামচা...ঐ

১৮। জেলেম্য়ুংচা...কামার

১৯। কুমাসিংচা...অজ্ঞাত

২০। ওয়াটিলেংচা...সম্ভবতঃ নাগা।

২১। লাংটাচা...(কাছাড়ী)

২২। টালুইচা...অজ্ঞাত (ইহারা রাজার জন্য কলা যোগাইত)।

পূর্ব্বকালে হাফলং এর নিকট দয়াংতীরে গামাইগুজু পর্ব্বতে গামাইগুজু নামে এক পার্ব্বত্য জাতি ছিল।

পাহাড়ের ভিতর খনন করিয়া প্রকাণ্ড গহ্বর করিয়া তন্মধ্যে তাহারা বাস করিত। সময় সময় গহ্বর হইতে বাহির হইয়া চতুর্দ্দিকে উৎপাত করিত এবং শত্রু-আক্রমণ কালে গহ্বর মধ্যে আশ্রয় লইত। জনৈক কাচাড়ী রাজা বহু কষ্টে ইহাদিগের গুপ্তস্থান বাহির করিয়া গহ্বর মুখে রাশীকৃত লঙ্কা মরীচ ও কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত করিয়া ইহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করেন।

পূর্ব্বকালে উত্তর কাছাড়ে কপিলী তীরে মিকিরদের বাস ছিল। "আলুয়াই বাইবা" শব্দে মিকির নাচ বুঝায়। মিকিরেরা সাধারণতঃ নৃত্য করে না। কথিত আছে যে দেবতারা সকল জাতির নৃত্যের ব্যবস্থা করিলে পর, মিকিরেরা নৃত্য করিবার সময় নির্দ্ধারণের জন্য দেবতাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। দেবতারা বলেন ইতঃপূর্ব্বেই নৃত্য করিবার সময় অন্যান্য জাতি মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, তোমরা মৃত্যুকালে নৃত্য করিতে পারিবে। তোমাদের কাহারও মৃত্যু হইলে ছোট একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া যুবক যুবতীরা তন্মধ্যে নৃত্য করিবে। পরে অন্য স্থানে মৃতদেহ প্রোথিত করিবে। উত্তর কাছাড়ে এই প্রকার বহু পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়।

কাছাড়ী বীর কাহিনী :—

দিমাপুরে রাঙ্গাডাও, ও ডেগাডাও নামে দুই জন প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। পশ্চিম হইতে আগত মল্লগণ ইঁহাদিগকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে। কোন্ বীর বিদেশীয় মল্লদিগকে

পরাস্ত করিয়া কাছাড়ী জাতির সম্মান রক্ষা করিবে এই ভাবনায় সকলে চিন্তিত হইলেন। রাঙ্গাডাও ও ডেগাডাও বীর দ্বয়ের পাচক, ঢেলালুর দেহে বীর-চিহ্ন ছিল। ঢেমালু দিগ্ বিজয়ী মল্লগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইলেন। মহাদেবের আশীর্ব্বাদে, ঢেমালু পশ্চিম হইতে আগত মল্লগণকে পরাজিত করিয়া কাছাড়ী জাতির সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হন। মহাদেব ঢেমালুব যুদ্ধ-কৌশল দেখিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ঢেমালু, আমার এই হাতের ৫ অঙ্গুলির কোন একটি ধরিয়া, একটী বর প্রার্থনা কর, তোমার অভীষ্ট লাভ হইবে। ঢেমালু মহাদেবের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, আমি সমস্ত হস্তের বর প্রার্থনা করিব, সামান্য অঙ্গুলির বরে আমার প্রয়োজন নাই। তাঁহার আদেশ অমান্যের জন্য মহাদেব ঢেমালুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "আমার বরে তুমি বিখ্যাত বীর হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু তোমার যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হইবে।"

তৎপর ঢেমালু ব্রহ্ম, মণিপুব প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া বিজয় চিহ্ন স্বরূপ মণিপুরীদিগকে বার হাতের অধিক উচ্চ ঘর তৈয়ার করিতে নিষেধ করেন ও ব্রহ্মার লোকদিগকে চুল উল্টা করিয়া বাঁধিতে ও বাঁশ উল্টা রোপণ করিতে আদেশ দেন।

প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি ব্রহ্মদেশ হইতে একটী শ্বেতহস্তী আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজমন্ত্রী সেই শ্বেত হস্তীটী, রাজাকে

উপহার দিতে বাসনা করিয়া যাত্রা করিলেন। কিন্তু ঢেমালু স্বয়ং রাজাকে উপহার দিবার অভিপ্রায়ে এই প্রস্তাব অস্বীকার করিলেন। মন্ত্রী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে বুঝাইলেন যে, দর্প করিয়া ঢেমালু শ্বেতহস্তী নিজের জন্য রাখিয়াছে, হয়ত কোন দিন রাজ্যও অধিকার করিবে।

মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা মন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঢেমালুকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র হইল এবং তদনুসারে নিদ্রিত ঢেমালুর উপর হস্তী চালান হইল; কিন্তু বীর পুরুষ পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের সহিত হস্তী ঠেলিয়া ফেলিলেন। অবশেষে কৌশলে তাঁহার মাতার নিকট হইতে তাঁহার মৃত্যু সঙ্কেত উদ্ধার করিয়া, গলিত সীসা কাণের ভিতরে ঢালিয়া এই বীরের প্রাণ বধ করা হয়।

মৃত্যুকালে ঢেমালু অভিশাপ দেয় "কাছাড়ী জাতির মধ্যে যেন আর কোন দিন কোন বীরের জন্ম না হয়।"

কাছাড়ী রাজমালাঃ—

৺মহাবল মহাবীর্য্য পরাক্রম বিশারদ নারায়ণ পারাভক্তে ভীমসেন কুলোদ্ভব ৺হেরম্বরাজ মালয়ঃ—

ভীমসেনঃ—

১। ঘটতকসব নারায়ণ (ঘটোৎকচ)	৪। উদ্ধমধ্বজ (মুখাউসি)
	৫। কেতু ধ্বজ
২। মেঘবর্ণ (জিমিয়ুং)	৬। বিশ্বকীর্ত্তি "
৩। মেঘবল (হাকাউসি)	৭। বৈশ্রবণ "

৮। বিতাল ধ্বজ
৯। বিস্বাবাসেন
(বিশ্বক ধ্বজ)
১০। উমুতে ধ্বজ
১১। কুলিশ ,,
১২। রুদ্র ,,
১৩। কুণ্ডিল্য ,,
১৪। শত্রুজিত ,,
১৫। পারিরুদ্র ,,
১৬। ভাস্কর ,,
১৭। বিশাল ,,
১৮। হিরণ্য ,,
১৯। ভদ্রসেন ,,
২০। শকুল ,,
২১। ঈশান ,,
২২। গুণকীর্ত্তি ,,
২৩। পীত ,,
২৪। উপেন্দ্র ,,
২৫। নীল ,,
২৬। পদ্মনাভ ,,
২৭। পিক ,,
২৮। বৃষ ,,
২৯। গুণ ,,
৩০। সুরসেন ধ্বজ
৩১। রিপুদর্প ,,
৩২। বলভদ্র ,,
৩৩। চন্দ্রশেখর ,,
৩৪। মুটুক ,,
৩৫। কৃষ্ণসেন (স্কন্ধধ্বজ)
৩৬। দিগীশ ধ্বজ
৩৭। গোত্র ,,
৩৮। মহেশ্বর ,,
৩৯। কুলভদ্র ,,
৪০। ভানু ,,
৪১। কমল ,,
৪২। গাণ্ডিক ,,
৪৩। ভূপেন্দ্র ,,
৪৪। ভানুজিত ,,
৪৫। নির্ভয় নারায়ণ
৪৬। উদয় ভীম নারায়ণ (কামরূপে রাজত্ব করেন এরূপ জনশ্রুতি)।
৪৭। মদন ধ্বজ (য়াড্-সেমফংহাফালাংসা) :
৪৮। চিত্রধ্বজ (খামাউট)
৪৯। বিনন্দ (টুম যাও)

৫০। কুট ধ্বজ
৫১। শঙ্খ ,,
৫২। বিশ্ব ,,
৫৩। সিন্দু ,, (হিন্দু ধ্বজ)
৫৪। ললিত ,,
৫৫। সিংহ ,,
৫৬। হেম ,,
৫৭। শিখণ্ডচন্দ্র ধ্বজ
৫৮। কুমান্দচন্দ্র ,,
৫৯। প্রশান্ত ,,
৬০। উদিত ,,
৬১। প্রভাকব ,,
৬২। কর্প্ব ,,
৬৩। গিরি ,,
৬৪। বীর ,,
৬৫। সুরজিৎ ,,
৬৬। অহাক ,,
৬৭। রণ প্রতাপ ,,
৬৮। প্রকাশ ,,
৬৯। বিক্রম ,,
৭০। আদিত্য ,,
৭১। ধীর ,,
৭২। পুণ্ডরীকাক্ষ ,,
৭৩। ভূপাল ধ্বজ
৭৪। প্রবল ,,
৭৫। পুরন্দর ,,
৭৬। ত্রিলোচন — কথিত আছে, ইহার কনিষ্ঠ পুত্র কপিলী ও ধলাইনদীর তীরে রাজ্য স্থাপন করেন।
৭৭। শ্রীধ্বজ
৭৮। কার্ত্তিক ধ্বজ
৭৯। নীল ,,
৮০। মকর ধ্বজ (১৫৩৬খৃঃ দিমাপুর হইতে পলায়ন কবিযা সেমখরমারেব নিকট, মাকালুং নামক স্থানে, মৃত্যুমুখে পতিত হন এইরূপ জনশ্রুতি আছে)।
৮১। জনার্দ্দন ধ্বজ
৮২। রণচন্দ্র ,,
৮৩। কেশব ,,
৮৪। মান ,,
৮৫। বীরদর্প ,,
৮৬। নির্ভয় নারায়ণ (কথিত আছে ইনি মাইবং স্থাপিত করেন এবং ইহার

সময়ে কাছাড়ের সমতল ভাগ কাছাড়ীদিগের অধিকৃত হয়। ইহার অপর নাম তাম্রধ্বজ)

৮৭। মেঘবল ধ্বজ

৮৮। বাহুবল ,,

৮৯। ইন্দ্রবল ,,

৯০। শিখি ,,

৯১। উদয়আদিত্য ধ্বজ

৯২। ময়ূর ধ্বজ। (ডেগাছাইমা, সেমকং থাউসেনছা। ইহার পূর্ব্বে ১২ বৎসর রাজা ছিল না এরূপ জনশ্রুতি আছে)

৯৩। গরুড় ধ্বজ

৯৪। মকর ধ্বজ

৯৫। তাম্রধ্বজ (১৭০৮ খৃঃ মৃত্যু)

৯৬। সুরদর্প নারায়ণ (অন্য রাজমালায় সুরদর্পের পর গম্ভীর সিং, হিমাদ্রি, কাশীচন্দ্র এবং তুলসীর নাম উল্লেখ দেখা যায়)।

৯৭। ধর্ম্মধ্বজ (সুরদর্পের পুত্র)

৯৮। কীর্ত্তিধ্বজ (সেমকং হাম্মুসা)

৯৯। রামচন্দ্র ধ্বজ

১০০। হরিচন্দ্র (ইনি মাইবং পরিত্যাগ করিয়া পুত্র লক্ষীচন্দ্রের সহিত খাসপুর মিলিত হন।

১০১। লক্ষ্মীচন্দ্র

১০২। কৃষ্ণচন্দ্র (খৃঃ ১৭৮০—১৮১৩ খৃঃ)

১০৩। গোবিন্দ নারায়ণ (১৮১৩ খৃঃ- ১৮৩১ খৃঃ)

রাজগণের নামে অনৈক্য :—

নিম্নলিখিত কাছাড় রাজগণের নাম বুরুঞ্জী ও ঐতিহাসিক-গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে কিন্তু নামগুলি "রাজমালার নামের সহিত ঐক্য হয় না।—

খুনখারা (১৫২০ খৃঃ)	নারায়ণ (১৬১০ খৃঃ)
ডেটছাঙ্গ (১৫৩৬ খৃঃ)	ভীম দর্প (১৬৩৭ খৃঃ)
হর্মেশ্বর (১৫৭০ খৃঃ)	হরিশ্চন্দ্র(১ম)—(১৭২১খৃঃ)
শত্রুদমন বা প্রতাপ-	সন্ধিকারি (১৭৬৫ খৃঃ)

পূর্ব্বকালে কাছাড়ীরাজ নির্ব্বাচনের প্রথাঃ—

কাছাড়ী জাতির মধ্যে পুরাকালে উত্তরাধিকারী সূত্রে সকল সময় রাজার পুত্র সিংহাসনে বসিতেন না।

১। বোড়োছা	৪। ঠাউসেনছা
২। লাংঠাছা	৫। হাফালাংছা
৩। ফংলংছা	৬। হাম্মুছা ইত্যাদি

বিভিন্ন বংশের রাজগণ ক্রমান্বয়ে কাছাড়ীদের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছেন এবম্বিধ জনশ্রুতি প্রচলিত রহিয়াছে। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী বলিয়া গণ্য হইতেন এবং দৈব অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হইতেন তিনিই সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাজা মনোনীত হইতেন। নিম্নে হাম্মুছা রাজবংশের স্থাপয়িতা সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি প্রদত্ত হইল।

একটী বৃদ্ধ কাছাড়ী স্বীয় কন্যা সহ জুম কৃষি করিত। একদা কোন উড্ডীয়মান পক্ষীর বিষ্ঠা কন্যার মস্তকে পতিত হয়, এবং কিছুদিন মধ্যেই কন্যার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। এই ঘটনা ব্যতীত অন্য কোন সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে না পারায় পিতা ও কন্যা উভয়কে নির্ব্বাসিত করা হয়। যাহা হউক, যথাসময়ে সেই কন্যা একটী পুত্রসন্তান প্রসব করে।

এদিকে দিমাপুরের রাজার মৃত্যু হইল। উত্তরাধিকারী না থাকায় কে রাজা হইবে এই ভাবনায়, সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে মন্ত্রিগণ বীর ঢোল্ কামান এবং ঘুন্ পূজা করিয়া সমস্ত রাজ্যের প্রজাদিগকে একে একে এই সকল স্পর্শ করিতে আদেশ দিলেন। যাহার স্পর্শে এই সমুদয় আপনা আপনিই বাজিয়া উঠিবে সেই রাজা হইবে।

প্রজাবর্গ সকলেই একে একে স্পর্শ করিল কিন্তু কাহারও অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না। এই ভাবে বার বৎসর কাটিয়া গেল। তৎপর রাজ্যে আর কোনও প্রজা আছে কিনা অনুসন্ধান পড়িল। অবশেষে সেই নির্ব্বাসিতা কন্যার পুত্রকে উপস্থিত করা হইল এবং তাহার স্পর্শে বীর ঢোল অমনি বাজিয়া উঠিল, সুতরাং তাহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল। কথিত আছে ইনি বহু বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মাইবংএ কাছাড়ী-রাজত্ব।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর কাছাড় মহকুমাব মাহুর নদীর তীরে মাইবং নামক স্থানে কাছাড়ীদিগের রাজধানী স্থাপিত হয়। মাইবং দিমাপুর হইতে অপেক্ষাকৃত দুর্গম হওয়ায় এখানে আহম আক্রমণের সম্ভাবনা অল্পই ছিল।

১৭০৬ খৃষ্টাব্দে আহম সৈন্য মাইবং-দুর্গ এবং রাজধানীর চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরাদি ধ্বংস করিয়া যায়। ফলতঃ এই সময়ে কিছুকালের জন্য মাইবং পরিত্যক্ত হয় কিন্তু আনুমানিক ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মাইবং হইতে অন্যত্র স্থায়ী ভাবে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে মাইবং একপ্রকার জঙ্গলাকীর্ণ হইলেও প্রাচীন পুষ্করিণী, ইষ্টক নির্ম্মিত দেওয়াল, দেবমন্দির, প্রস্তর মূর্ত্তি, প্রস্তর খোদিত মন্দির প্রভৃতি মাইবংএর ধ্বংসাবশেষ, কাছাড়ী রাজগণেব কীর্ত্তি চিহ্ন স্বরূপ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মোটের উপর সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাইবং একটী সুসভ্য জনপদে পরিণত হইয়াছিল। কামারপাড়া, কুমারপাড়া, ধামাদি হাওর ব্রাহ্মনব্রা প্রভৃতি চতুর্দ্দিকস্থ পরিত্যক্ত গ্রামের নামগুলি কাছাড়ী জাতির হিন্দুত্বেরও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে সন্দেহ নাই।

অল্পকাল হইল মাইবংএ নিম্নোক্ত দুইখানা প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে ঃ—

১ম।

"শুভমস্তু শ্রীশ্রীযুত মেঘনারায়ণ দেব হাচেঙ্গসা বংশত জাত হৈ মাইবাঙ্গ পাথরে সিঙ্গদ্বার বান্ধাইলেন শকাব্দাঃ ১৪৯৮ বিতেরীখ আষাঢ় ২৬।"

২য়।

"শুভমস্তু শ্রীশ্রীযুত মেঘনারায়ণ দেব হাচেঙ্গসা বংশত জাত রাজা হৈ মাইবাঙ্গ রাজত পাথরে সিঙ্গদ্বার বান্ধাইলেন শকাব্দাঃ ১৪৯৮ বিতেরীখ আষাঢ় ২৬।"

"মেঘনারায়ণ রাজা ছিলেন" প্রথমোক্ত ফলকে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছিল না বলিয়াই সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ফলকখানা খোদিত হইয়া থাকিবে। এই দুইখানি প্রস্তর ফলক সংস্কৃত অক্ষব হইতে বাঙ্গালা বর্ণমালার ক্রমবিকাশ আলোচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ১৪৯৮ শকাব্দায় (১৫৭৬ খৃঃ) মাইবংএর সিংহদ্বার নির্ম্মিত হইয়া থাকিলে ইহাও প্রমাণিত হয় যে দিমাপুর ধ্বংস হইবার ৪০ বৎসর মধ্যে মাইবং স্থাপিত হইয়াছিল।

মাইবং কোন্ রাজার সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় না। জনশ্রুতি অনুসারে নির্ভয় নারায়ণ মাইবং স্থাপিত করিয়াছিলেন : কিন্তু ইঁহার সম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

এই সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করা দুষ্কর। পরস্পর

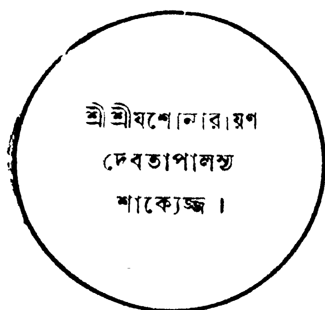
অসংলগ্ন জনশ্রুতি হইতে প্রকৃত সত্যোদ্ধার করা বড়ই কঠিন। যাহা হউক, এরূপ অবগত হওয়া যায় যে, জয়ন্তিয়ার রাজা ধানমাণিক কাছাড়ীদিগের অধীনস্থ ডিমারুয়ার রাজাকে বন্দী করেন এবং "কাছাড়ের সমতলভাগ জয়ন্তিয়ার অন্তর্গত" এই ঘোষণা করিয়া তিনি কাছাড় আক্রমণ করেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে মাইবংএর কাছাড়ী রাজা যশোনারায়ণ জয়ন্তিয়ার রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। "জয়ন্তিয়া বুরুঞ্জি" অনুসারে জয়ন্তিযা রাজের পুত্র যশোমাণিক বন্দী ভাবে ব্রহ্মপুরে আনীত হন ও ব্রহ্মপুরে তাহাকে "খাসী" করা হয বলিয়া ব্রহ্মপুরের নাম খাসপুর হইয়াছে। উক্ত বিবরণ কোন প্রকারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। "খাসপুর" নামের প্রকৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। যুদ্ধে জয় লাভ করিবার পর যশোনারায়ণ প্রথমে অসিমর্দ্দন ও পরে শত্রুদমন উপাধি গ্রহণ করেন।

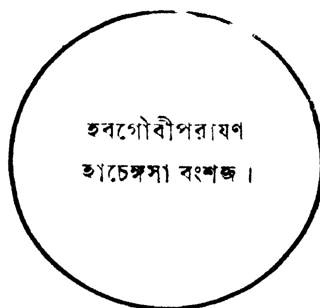
ইত্যবসরে যশোমাণিক কারামুক্ত হইয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং আহমদিগের সহিত কাছাড়ীদিগের যুদ্ধ বাঁধাইবার অভিপ্রায়ে আহমরাজ প্রতাপ সিংহের নিকট, কাছাড়ী রাজ্যের মধ্যদিয়া পাত্রী লইয়া যাইতে হইবে এই সর্ত্তে, নিজ কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। তদনুসারে আহমেরা কাছাড়ী রাজ্যের মধ্যদিয়া সসৈন্যে পাত্রী লইয়া যায়। কাছাড়ীরা বাধা দিতে যাইয়া পরাস্ত হয়, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাহারা রাহার আহম সৈন্যাবাস ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই বিজয়ে যশোনারায়ণ, 'প্রতাপনারায়ণ' উপাধি গ্রহণ

করেন এবং এই সময় হইতে কাছাড়ীরা আহমদিগকে প্রতিশ্রুত ৯টী অশ্ব ও ২০টী ক্রীতদাস বাৎসরিক কর স্বরূপ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেও মুসলমানের আক্রমণ আশঙ্কায় আহমগণ যুদ্ধে বিরত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল।

নিম্নে মাইবংএ প্রাপ্ত মুদ্রার অনুলিপি প্রদত্ত হইল—





মাইবংএর পরবর্ত্তী রাজগণ :--

মাইবংএর ধারাবাহিক কোনও ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নিম্নে তাৎকালিক কয়েকটী রাজার নাম ও যৎকিঞ্চিৎ বিববণ প্রদত্ত হইল——

ডেট্ছাং ও খুনখারা—ইহারা দিমাপুর ধ্বংসের সময় (১৫৩৬ খৃঃ) জীবিত ছিলেন।

নির্ভয়নারায়ণ—

মেঘনারায়ণ—১৪৯৮ শকাব্দায় (১৫৭৬ খৃঃ ইনি মাইবংএ একটী সিংহদ্বার নির্ম্মাণ করেন।

যশোনারায়ণ—

আসাম বুরুঞ্জী গ্রন্থে এবং মাইবঙ্গ্ এ প্রাপ্ত মুদ্রায় যশো-নারায়ণ নাময় একটী রাজার উল্লেখ রহিয়াছে। রাজমালায় এই নামের উল্লেখ নাই। তিনি ১৬১০ খৃঃ জীবিত ছিলেন এবং শত্রুদমন, প্রতাপনারায়ণ প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি উপাধি ছিল এইরূপ অবগত হওয়া যায়।

ভীমদর্প ও ইন্দ্রবল্লভ—

১৬৩৭ খৃঃ তিনি জীবিত ছিলেন কিন্তু রাজমালায় এই নামের উল্লেখ নাই। যাহা হউক তৎপুত্র ইন্দ্রবল্লভের নাম (৮৯ নং) রাজমালায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাজমালায় মেঘনাদধ্বজ বা মেঘনারায়ণ (৮৭ নং) নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। রাজমালা ও তৎকালীন ঘটনাবলী দৃষ্টে যশোনারায়ণ ও মেঘনারায়ণ একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমত হয়।

বীরদর্প—

রাজমালা অনুসারে ইনি ৮৫ নং রাজা। কাছাড়ী জনশ্রুতি অনুসারে অবগত হওয়া যায় যে, ইনি মাইবং স্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রাসাড়ুড়ু নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন।

বিষ্ণুর দশ অবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত তাঁহার একটী শঙ্খ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ শঙ্খে তাঁহার নাম ও তারিখ অস্পষ্ট ভাবে রহিয়াছে। শঙ্খ হইতে কেহ কেহ ১০৯৩ শকাব্দা ও কেহ কেহ ১৫৯৭ শকাব্দা পাঠ করিয়াছেন। উপরে বর্ণিত কারণে পাঠগুলি কতদূর নির্ভুল বিচার সাপেক্ষ। সম্ভবতঃ তিনি ষোড়শ শতাব্দার মধ্যভাগে রাজত্ব করেন।

ময়ূরধ্বজ—

অপর নাম ভেগাছাইন্‌ফা। রাজমালায় ইনি ৯২ নং রাজা। কথিত আছে, ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১২ বৎসর কাল কাছাড়ীদিগের কোনও রাজা ছিল না।

উদয়াদিত্য (ওরফে মানিফা),

গরুড়ধ্বজ ও মকরধ্বজ—

রাজমালায় ইহারা যথাক্রমে ৯১নং, ৯৩নং ও ৯৪নং রাজা। এই রাজগণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না।

তাম্রধ্বজ

ইনি রাজ্যলাভ করিয়াই আহম প্রাধান্য অস্বীকার করেন। ইহার ফলে আহমরাজ রুদ্রসিংহ মাইবং অবরোধ ও মাইবং দুর্গ ধ্বংস করেন। মারীভয়ে আহমসৈন্য অল্পকালমধ্যেই মাইবঙ্ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে কাছাড়ের সমতলভাগে বিক্রমপুর নামক স্থানে তাম্রধ্বজ আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জয়ন্তিয়া রাজের স্মরণাপন্ন হন। আহম সৈন্য প্রস্থান করিলে পর জয়ন্তিয়ারাজ রামসিংহ সাহায্য করিবার ছলে আগমন পূর্ব্বক নৌকাদৌড়ের সময় কৌশলে তাম্রধ্বজকে বন্দী করিয়া নিজ দেশে লইয়া যান এবং পথিমধ্যে বন্ধাশীল ও ইছামতি নামক কাছাড়ী দুর্গদ্বয় হস্তগত করেন। পতিব্রতা রাণী চন্দ্রপ্রভা স্বামীর মুক্তিকামনায় আহমরাজের স্মরণাপন্ন হওয়ায় আহম-রাজ রুদ্রসিংহ জয়ন্তিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক তাম্রধ্বজকে মুক্ত করিয়া দেন, কিন্তু তাম্রধ্বজ পথিমধ্যে ক্ষোভে বিষ পানে আত্মহত্যা করেন।

তাম্রধ্বজ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত জনশ্রুতি প্রচলিত রহিয়াছে

১। খাসপুরের কোচ জাতীয় রাজা, প্রজাবর্গের ষড়যন্ত্রে নিহত হইলে পর তামধ্বজ কাছাড়ের সমতল ভাগ অধিকার করিতে সক্ষম হন ও এই সময় হইতে কাছাড়ে কোচ রাজত্বের লোপ হয়। কিন্তু কোচ সেনাপতির বংশ খাসপুর অঞ্চলে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

২। জয়ন্তিরাজ রামসিংহ, তাম্রধ্বজের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন মানসে নিজ ভগ্নী কমলাদেবীকে তাহার নিকট সম্প্রদান করেন। কিন্তু তিনি কমলাদেবীকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক পিত্রালয়ে প্রেরণ করিতে অভিলাষ করেন। সাধ্বী রমণী এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হওয়ায় মধুরা নদীর তীরে দয়া নামক স্থানে, তাঁহার জন্য পাট নির্ম্মিত হয়। এই পাট "কমলা রাণীর পাট" নামে পরিচিত। উপর্য্যুক্ত ঘটনা, রামসিংহের কাছাড় আগমনের অপর কারণ।

সুরদর্প —

১৭০৮ খৃষ্টাব্দে ৯ বৎসর বয়সে রুদ্রসিংহ কর্তৃক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজমাতা চন্দ্রপ্রভা দেবী রাজ্য পরিচালনা করিতেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থ এই সময়ে বাঙ্গালায় অনূদিত হয়। সুরদর্প ৫০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, কেহ কেহ এরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী রাজগণের তারিখ হইতেই এই ভ্রম দূরীকৃত হইবে সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মধ্বজ — ইনি অত্যল্পকাল মাত্র রাজত্ব করেন। অতঃপর কীর্ত্তিনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেন, তবে ইনি তাম্রধ্বজের পৌত্র কিনা এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

কীর্ত্তিনারায়ণ—ইনি মণিরাম নামক কোনও ব্যক্তিকে উজির নিযুক্ত ক্রমে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে একখানা সনন্দ দেন। *

রামচন্দ্র—ইহার রাজত্বের কোন বিশেষ ঘটনা পরিলক্ষিত হয় না। রাণী লক্ষ্মীপ্রভার উদ্দেশ্যে তাঁহার পুত্র (?) খাসপুরের সন্নিকটে ১৬৯৩ শকাব্দায় (১৭৭১ খৃঃ) একটী জলাশয় খনন করেন। প্রস্তরলিপি পাঠ করিতে না পারিয়া কেহ কেহ জলাশয়ের পরিবর্ত্তে মন্দির পাঠ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই দীঘি পানগ্রামে অবস্থিত।

হরিশ্চন্দ্র——ইনি ১৭৬৫ খৃঃ আহোম অধিপতি রাজেশ্বর সিংহ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত হন। ইনি মাইবং রাজত্বকালে একখণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর খনন করাইয়া একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু মন্দিরের ভিতর দিক খোদাই হয় নাই, কেবল মাত্র বাহিরের দিক মন্দিরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। মন্দিরের গাত্রস্থিত প্রস্তরলিপি দৃষ্টে কেহ ২, ১৬৪৩ শক (১৭২৮ খৃঃ মন্দির নির্ম্মাণের সময় নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, যে ১৭০৮ খৃঃ হইতে প্রায় ১৭৩০ খৃঃ পর্য্যন্ত সুরদর্প নারায়ণ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তৎপর তিনজন রাজা রাজত্ব করিলে পর হরিশ্চন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। উপর্য্যুক্ত কারণে ১৬৮৩ শকাব্দা (১৭৬১ খৃঃ) হওয়া সম্ভাপর বলিয়া অনুমিত হয়। অল্প বয়সেই লক্ষ্মীচন্দ্র কাছাড়ের সমতলভাগের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইনি পুরাতন লক্ষ্মীপুরের (বর্ত্তমানে) জনমানবহীন লক্ষীছড়া রিজার্ভের) স্থাপয়িতা।

* এই মূল্যবান সনন্দের বর্ত্তমান মালিকের নিকট হইতে একখণ্ড নকল না পাওয়াতে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতে পারিলাম না।

সপ্তম অধ্যায়।

উত্তর কাছাড়ে বাঙ্গালা সাহিত্য।

ভুবনেশ্বর "বাচস্পতি "ষোলশতবায়ন্ন শকেতে" (১৭৩০ খৃঃ) রাজা সুরদর্পের রাজত্ব কালে "শ্রীনারদীয় কথামৃত" বাঙ্গালা পয়াব ছন্দে অনুবাদ করেন। বাচস্পতির রচনা হইতেই তাঁহাকে পূর্ব্ববদেশীয় কবি বলিয়া বেশ চিনিতে পারা যায়। তাঁহার শব্দ পারিপাট্য তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচায়ক। কবির একটু রসবোধও ছিল।

"লক্ষীছাড়া পুরুষের সব আন্দিয়ারা
থাকুক অন্যের দায় ঘৃণা করে দারা"—বেশ রস যুক্ত খেদ।

কবিত্বের বিকাশও আছে—

"কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদেতে বর্জ্জিত।
নিকটে না আইসে পাপ হইয়া লজ্জিত ॥"

বানান সম্বন্ধে কোনরূপ সমালোচনা করা শক্ত। একেত সেকালের লেখকদিগের সেদিকে দৃষ্টিই ছিল না তারপর বাচস্পতির স্বহস্ত লিখিত পুঁথিও পাওয়া যায় না। নকলকারকে নকল করিবার সময় হয়ত নিজের ইচ্ছামত বানান বসাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং বর্ণাশুদ্ধি বিষয়ে যে কে দায়ী তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তারপর পূর্ব্বে এই সকল কবিতা একজনে পাঠ

করিত, অপর দশ জনে শুনিত। সকলের পুস্তক দেখিয়া পাঠ করিবার সুবিধা ছিল না। কাজেই পড়িবার সময় ঠিক মত পড়া হইলেই সকলে সন্তুষ্ট হইত। লেখকেরাও এইজন্য বানানাদির প্রতি বিশেষ সাবধান হইতেন না। সুরদর্পের রাজত্ব কালে আরও অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুই একখানা পুঁথি কাছাড়ের নানা স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাচস্পতির রচনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন হইলেও এই গ্রন্থে তাৎকালিক মার্জ্জিত রুচি, ব্রাহ্মণাদির প্রতি ভক্তি ও পরসেবার আদর্শ বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। গদ্য সাহিত্যের আদর্শ স্বরূপ কাছাড়ী আইন হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ আলোচনা সাপেক্ষ। কথিত আছে এই আইন সুরদর্পের সময় প্রথম লিখিত হয় এবং পরবর্ত্তী রাজগণের রাজত্বে অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তিত হয়। ভাষার আলোচনা হইতে বোধ হয় যে উক্ত আইন কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে (১৭৮০—১৮১৩ খৃঃ) বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল।

১। নিম্নে ভুবনেশ্বর বাচস্পতি কর্ত্তৃক অনূদিত নারদীয় পুরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

লক্ষ্মী বন্দনা।

"প্রণমহু ভূমিপতি লক্ষ্মী ঠাকুরাণি।
বিষ্ণুর বল্লবা কামদেবের জননী॥
ক্ষিরদ তনয়া দেবি ভকত বৎসলা।
না বুঝিআ মঢ লোকে বলেত চঞ্চলা॥
পাস অক্ষ মালা দহু করে বিরাজিত।
স্বর্ণময়াঙ্কুস বাম হস্তে বিভুষিত॥
অদৃষ্টান সদা দেবি সুনার কমলে।
কনকেব কৃতাপদ্ম সোভে করতলে॥
নানা অভবণ অঙ্গে কোটিতে কিঙ্কিনী।
মনোহর তনুরুচি জামুলদ জিনি॥
ত্রৈলোক্য জননি দেবি ত্রৈলোক্য মোহিনি।
নারায়ণ মেঘবর্ণ দেবি শৌদামিনী॥
বদন শরদ সসি বেশরে উজ্জ্বল।
ভাল দোলে শ্রবনে রতন কুণ্ডল॥
তুমার মহিমা মাতা কে বোলিতে পারে।
বিফল জনম তার কৃপণ হৈবা জাবে॥

লক্ষ্মী ছাড়া পুরুষের বুদ্ধি হত হয়।
তব কৃপা আছে জারে সেই মহাসয়॥
লক্ষ্মী ছাড়া পুরুষরে ছাড়ে বন্ধুজন।
লক্ষ্মী ছাড়িলে তারে বিপক্ষ হয় গণ॥

লক্ষ্মী ছাড়া পুরুসের সব আন্ধি আরা।
থাকোক অন্যের দায় ঘৃণা করে দারা॥

* * *

কৃপা করি ঠাকুরাণি থাক জার ঘরে।
ইহ লোকে পরলোকে সেই জন তরে॥
কোবি বাচস্পতি বোলে শুন মাও কমলা।
সুরদর্প নৃপ ঘরে হৈবে অচলা॥

* * *

ব্যাস বন্দনা।

দেব ব্যাস নির্ম্মিত অষ্টাদশ পুরাণ
বহু পুণ্য কথা হেতু নারদি প্রধান
নারদি পুরাণ পষ্ট করিতে পয়ারে
দেবি চন্দ্রপ্রভা আজ্ঞা দিলাত আমারে
যুবা লোকে দৃঢ় দ্রব্য দসনে চিবায়
দন্ত হিন হৈলে জথা চূর্ণ বারি খাএ
তেন মত বিদ্বান বুজএ শাস্ত্র বোলে
ভালা মতে বেক্ত হৈলে বুঝিব সকলে
সর্ব্বলোক উপকার হেতু রাজমাতা
করাইবা অতি পষ্ট বড় গুহ্য কথা

অতি উপকার লোকে কৈল্যা তিন জন
ইন্দ্রদিম্ন গয়াসুর দিল্লিপ নন্দন॥
দিল্লিপ তনয় ভগীরথ মহাত্তেজা।
তপোবোলে গঙ্গা আনি উদ্ধারিল প্রজা॥
অদ্যাবধি পুণ্যধারা বহিছে ভুবনে।
কৃতার্থ হৈতেছে লোক গঙ্গা দরসনে॥
পরশ করিলে পাপ জায় অতি দূরে।
পর উপকারে প্রাণ দিলা গয়াসুরে॥
ইন্দ্রদিম্নে প্রকাশ করিলা জগন্নাথ।
চাণ্ডালে তুলিয়া দেয় দ্বিজ মুখে ভাত॥
প্রসাদ পাইআ সুদ্ধ করে কলেবর।
অবহেলে জাএ তরি সংসার সাগর॥
এই তিন জন পর উপকার হেতু।
ভব সাগর মধ্যে বান্ধিআছে সেতু॥
তেন মত উপকার কৈল্যা রাজমাতা।
উদ্ধার হৈবা লোক শুনি পুণ্য কথা॥
শুন লোক একচিত্তে হৈআ সাবধান।
নারদি পুরাণ কথা করিএ বাখান॥

* * *

নৈমিষ নামেত্তে খ্যাত মহাপুণ্য বনে।
তপস্যা করয়ে সবে মোক্ষের কারণে॥
জিতেন্দ্রিয় হৈয়া স্তব করে অনাহারে।
কুন কাল মিথ্যা বাক্য মুখে নাহি স্বরে॥

ভক্তি ভাবে পূজে তারা বিষ্ণুর চরণ।
পরস্পর হিংসা লেস নাহি কুন জনে॥
সকল ধর্ম্মের বেখ্যা পরহিতে রত।
আমি আমার এইরূপ জ্ঞান বহিস্কৃত॥
অহঙ্কার লেস মাত্র নাহিক সরিরে।
কৃষ্ণের চরণারবিন্দে সদা ধ্যান করে॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদেতে বঞ্জিত।
নিকটে না আইসে পাপ হৈআ লজ্জিত॥

* * *

"হরিদ্ধনি কর গ্রন্থ হৈল সমাপন।
সোলোসত বায়ন্ন শকেতে হইল লিখন॥
তাম্রধ্বজ মহারাজা ছিলা মহাভাগ।
সর্ব্বলোকে সদা জারে করে অনুরাগ॥
তান পুত্র রাজা সুরদর্প মহাশয়।
চন্দ্রপ্রভা নামে দেবি তান মাতা হয়॥
কবি বাচস্পতি তান বাক্য অনুসারে।
শ্রীনারদি কথামৃত করিল পয়ারে॥
ইতি শ্রীভূবনেশ্বর বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য বিরচিত।
নারদি কথামৃত আত্তিস অধ্যায়॥"
"ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিরপি মতিভ্রম।
জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখক নাস্তি দোশক॥
জে যে পদ অক্ষর ভ্রমে পড়ি থাকে।
তার অপরাদ প্রভু ক্ষিমা কর মকে॥

আমি অতি অভজন জ্ঞান কিছু নাই।
লিখকের অনুরুদে ক্ষেমগো গোসাই ॥

ইতি শকাব্দা ১৭০৩ সাল মাহে ১০ই শ্রাবন। রুজ শনিবার দিন বেলা এক প্রহর থাকিতে মুকাম কাজিঢহর রুক্ষুনির ঘাট বসিআ এই গ্রন্ত লেখিলাম। ইতি সমাপ্ত ॥"

২। সুরদর্প মহারাজের সময় রচিত **ব্রহ্মপুরাণের** অনুবাদ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"অতিত য়াসিলে জেই করায়ে ভুজন
সুচ্ছ মন হৈয়া করে অতিথি সেবন
অতিত সেবার পরে আর নাহি ধর্ম্ম
ভুমাতে বোলিল আমি এই সব মর্ম্ম
অতিত আইসয়ে তবে জেই জনের পুরে
ভক্তি যুক্ত হৈয়া তারে পুজিব সাদরে
জদি নরে অতিতরে করায়ে ভুবন
ত্রিন ভুমি জল দিআ মধুর বচন
য়েই মতে অতিতরে করিব সেবন
অবিঘ্নে যাইব সেই বৈকণ্ট ভুজন
অতিত বিমক হএ জাহার মন্দিরে
পুণ্য লৈয়া জাএ সেই আপদ দিআ তারে
অন্ন দান সমফল নাহি পৃথিবীত
অন্ন দিয়া তুসিবেক যে আইসে অতিত
অন্ন দান মহা দান জানিবা য়াপনে
মর ভক্ত হৈয়া জায়ে বৈকণ্ট ভবনে

সহস্রেক হস্তি আর সহস্রেক হয়ে
বেদস্ত ব্রাহ্মণে দান জে জন করয়ে
পৃথিবিতে ভুমি দান করে জেই জন
রজত পাত্রেতে করি কনক করে দান
সাগরান্ত মেদিনী বিপ্রেত করে দান
তথাপি না হএ অর্দ্ধ দানের সমান ॥"

"ইতি ব্রর্ম্মপুরাণ পুস্তক সমাপ্ত ॥ সন ১২৮১ বাঙ্গালা মাহে ২৩ আসাড় মঙ্গলবার শুক্লা দিতিআন্তিথৌ বেলা সাযং সমযে সমাপ্ত। ভিমস্বাফি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ জথা দিষ্টং তথা লীখিতং লীখখং নাস্তি দুশকং। সাক্ষর শ্রীঅনন্তরাম বর্ম্মণঃ অলদে ছাচিয়া রায় বর্ম্মণঃ।"

কাছাড়ী নিয়ম বা কাছাড়ী রাজগণের আইন

৩। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে কাছাড়ী রাজগণ আইন কানুনের ধার ধারিতেন না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ ভাবিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

"কাছাড়ীর নিয়ম" বা কাছাড়ী রাজগণের আইন বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হয়। কথিত আছে কাছাড়ের সমতল ভাগ কাছাড়ী জাতি অধিকার করিলে বাঙ্গালী প্রজাবর্গের বিচার কার্য্যে বহু অসুবিধা ঘটে। এই অসুবিধা নিবারণ কল্পে বাঙ্গালা ভাষায় আইন প্রচারিত হয়। রাজগুরু এই আইনের সাহায্যে বাঙ্গালী প্রজাগণের বিরোধ নিষ্পত্তি করিতেন।

রাজা স্বয়ং সেমফংএর প্রধান ব্যক্তিদিগের পরামর্শানুসারে কাছাড়ী প্রজাদিগের বিচার নির্ব্বাহ করিতেন। পরবর্ত্তী

রাজগণের মধ্যে সংস্কৃতাভিমানী গোবিন্দ নারায়ণ—সংস্কৃত ভাষায় ও বাঙ্গালা পয়ারছন্দে কাছাড়ীর নিয়ম প্রচার করেন। এই আইন কাছাড়ী রাজগণের বিশিষ্ট শিক্ষা ও ন্যায় বিচারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নিম্নে বঙ্গভাষায় লিখিত তৎকালীন প্রচলিত আইন হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। বাঙ্গালা ভাষার তখন কিরূপ অবস্থা ছিল তাহাও ইহা হইতে পবিলক্ষিত হইবে।

অথ বাকপারস্য সংক্ষেপে ভাষা ঃ—

পারুস্য বিশিষ্ট বাক্য দ্বাবা আক্রোশন ও হস্তাদি দ্বারা তাড়ন। বাক্য দ্বারায়ে আক্রোশন তাকে ভাষাতে গালাগালি বলি। হস্তাদি দ্বাবাযে তাড়না তাকে ভাষাতে মারামাবি বলে॥ অপ্রিয বাক্যরূপ যে পারুস্য সে তিন প্রকার হয॥

দেশ ও কাল ও কুল ও গুণ ও কীর্ত্তি ইত্যাদির অসত্য নিন্দারূপ যে অপ্রিয় বাক্য তাকে প্রথম বাক্‌পারুস্য বলি এবঞ্চ যেই পাপ যেই ব্যক্তিযে নাই তাতে সেই পাপের মিথ্যা প্রকাশক বাক্য—স্বরূপে বাক পারুস্য তাকে প্রথম বাক পারস্য বলিয়া জানিবা।

মধ্যম বাক পারুস্যর কথা ঃ—

মাতাতে ও ভগিনীতে মিথ্যা উপপাতক প্রকাশক বাক্য স্বরূপ যে বাক্‌পারুস্য তাকে মধ্যম বাক্‌পারুস্য বলি॥

উত্তম বাকপরুাস্যের কথা ঃ—

মিথ্যা মহাপাতক প্রকাশক বাক্য স্বরূপ যে বাকপারুস্য—তাকে উত্তম বাকপারুস্য বলি। লোকেতে ভৎর্সন সামান্যকেহি

বাকপারুস্য বলে। ভাষাতে যাকে গালী বলে তাহার নাম বাকপারুস্য জানিবা॥

প্রথম বাকপারুস্যেতে সমান বস্তু দুইও ব্যক্তিতে ও অসমান বস্তু দুইও ব্যক্তিতে যাহা দণ্ড হয় তাহার কথা॥ জাতিতে ও গুণেতে তুল্য ব্যক্তিয়ে যদি পরস্পব বাকপারুস্য করে তবে উভয়ের সমান দণ্ড হয় জানিবা। জাতিতে ও গুণেতে উত্তম ব্যক্তিয়ে ও জাতিতে গুণেতে ন্যূন ব্যক্তিযে যদি পরস্পর বাকপারুস্য করে তবে ন্যূন ব্যক্তির দ্বিগুণ দণ্ড জানিবা॥ উত্তম ব্যক্তির অৰ্দ্ধেক দণ্ড জানিবা॥ জাতি ও গুণেতে অধম ব্যক্তিকে যদি—উত্তম ব্যক্তিযে বাক্‌পারুস্য করে তবেহ অর্দ্ধেক দণ্ড হয় জানিবা। এবং অন্যের স্ত্রীকে ও উত্তম ব্যক্তিকে য়দি অই ব্যক্তিয়ে বাক্‌পারুস্য করে ৩বে ত্রিগুণ দণ্ড জানিবা॥ আমী ভ্রান্ত হৈয়া অথবা অবধান না করিয়া অথবা প্রীতিপ্রযুক্ত বলিয়াছি এমত আর কক্ষণ না বলিব পূবেব বাক্‌পারুস্য করিয়া পশ্চাৎ যদি এমত বলে তবেহ অদ্ধেক দণ্ড দিতে হয়॥ ** **

অথ মধ্যম বাক্‌পারুস্য দণ্ডঃ॥

মাতা ও ভগিনিকে যেই ব্যক্তিয়ে বলে তোমার যেমত বুদ্ধি হৈয়াছে এমত বুদ্ধিতে তোমী অপকৃস্ত স্থানেতে যাবা এমত বাক্য দ্বারা মিথ্যা শংসন করিলে রাজাতে ১৷৷৴০ দণ্ড দিতে হয়। এই অনুসারে মধ্যম বাক্য দ্বারা পারুস্যেতে ব্যক্তিভেদে দণ্ড জানিবা। ইতি মধ্যম বাক্‌পারুস্য প্রকরণং॥

অথ উত্তম বাক্‌পারুস্যং॥

অতিশয় দোষ ঘটিতে বাক্য দ্বারা যে ভৎসর্ন তাহার নাম উত্তম বাক্পারুস্য জানিবা। ＊＊＊

আমী ধর্ম্মকথা বলিতে পারি এবঞ্চ বেদের উদাহরণ করণেতে সমর্থ—দর্প করিয়া শূদ্রে যদি এমৎ বলে কিম্বা ব্রাহ্মণকে বৃহৎ পাপের মিথ্যাভিশাপ করে তবে তাহার জিহ্বা ছেদনরূপ দণ্ড জানিবা। এবঞ্চ অত্যন্ত নিষ্ঠুর বাক্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে যদি শূদ্রে ভৎর্সনা করে এতেহ জিহ্বা ছেদনরূপ দণ্ড জানিবা ॥তোমী কিঞ্চিন্মাত্র না পড়িয়াছ এবঞ্চ তোমী পুণ্য স্থানীয় ব্রাহ্মণ না হয় এবঞ্চ তোমী দুশ্চর্ম্মা ব্রাহ্মণ এমত অসত্য বাক্য যদি দর্প করিয়া শূদ্রে ব্রাহ্মণকে বলে তবে ১২॥০ দণ্ড দিতে হয় জানিবা। স্বধর্ম্মেতে স্থিত যে রাজা তাকে যদি বলাৎকারাদি দ্বারা শূদ্রে আক্রোশ করে তবে রাজায়ে তাহার জিহ্বা ছেদ করিয়া সর্ব্বস্বাহরণ করিবেন। রাজাকে নিষ্ঠুর বলে ও আক্রোশ করে ও কর্ত্তকল্পিত বাক্য শত্রুতে প্রকাশ করে যে শূদ্র তাকেহ জিহ্বা ছেদ করিয়া—রাজ্য হৈতে বাহির করাবেন ইতি উত্তম বাক্পারুস্যং। ＊＊＊

অথ দণ্ড পারুস্য সংক্ষেপ ভাষা। ভাষাত যাহার নাম মারামারি তাকেহি দণ্ড পারুস্য জানিবা॥

মারামারির কথা।

জাতি ও গুণেতে সমান ব্যক্তিতে ক্রোধ করিয়া যদি ভস্ম ও অঙ্গার ক্ষেপ করে ও কিংবা কর তাড়না করে তবে রাজাতে দুই রাত্তি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়। পরস্ত্রীতে যদি ক্রোধত এমত করে তবে ৪ চাইর রাত্তি দণ্ড দিতে হয়। প্রধানা স্ত্রীতে যদি এমত কবে তবে ৬ ছয় বাত্তি দণ্ড দিতে হয়। এবঞ্চ জাতি ও গুণেতে উত্তম ব্যক্তিতে যদি এমত কর্ম্মকরে তবে ৪ চাইর বাত্তি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়। অতি প্রধান ব্যক্তিতে যদি এমত কর্ম্মকরে তবে ৬ ছয় রাত্তি সুবর্ণ দণ্ড দিতে হয়॥ যেইখানে মুনি সকলে দণ্ড নিরূপণ না কবিযাছেন তাতে অপবাধ বুঝিয়া যুক্তি দ্বারা দণ্ড কল্পিতে হয়॥

ব্রাহ্মণকে মারিতে যদি ব্রাহ্মণে হস্ত তুলে তবে ৵০ দণ্ড। সকৃত হস্তপাতনেতে ১৷৷০ দণ্ড। সমান ব্যক্তি মাত্রেতে এই দণ্ড জানিবা। উত্তম জাতিতে অথবা উত্তম ব্যক্তিতে তাড়না করিতে যাহা দণ্ড হয় তাহাব কথা। উত্তমকে মাবিতে যদি অধমে অস্ত্র উত্থাপন করে তবে ৬২৷৷০ দণ্ড হয়। এবঞ্চ সগুণ ব্রাহ্মণের উপর যদি নির্গুণ ব্রাহ্মণে মারনার্থ হস্তোত্থাপন করি ভ্রমণ করায় তবে ১০৲ দশ কাহন দণ্ড হয়। পাদ ভ্রমণ করায় তবে ২০৲ বিংশতি কাহন দণ্ড হয়॥ কাষ্ঠ ভ্রমণ করায় তবে ১৫৷৷৵০ দণ্ড হয়। দুই ব্রাহ্মণে যদি দণ্ড পারুস্য করিয়া অন্যো-হন্যে হস্ত ও পদ যৎকিঞ্চিৎ বিদারিত করে তবে পরস্পর ১২৷৷০ ও ১২৷৷০ কাহন দণ্ড দিতে হয়॥ সমান ব্রাহ্মণের উপর যদি

ব্রাহ্মণে মারনার্থ অস্ত্র ভ্রমণ করায তবে ৩১।০ কাহন দণ্ড হয়। এবঞ্চ পরস্পর ভ্রামণেতে উভয়ের দণ্ড জানিবা। শূদ্রে ক্রোধ কবিযা যদি ব্রাহ্মণকে হস্ত দ্বাবা প্রহাব করে তবে তাহার হস্তচ্ছেদনরূপ দণ্ড জানিবা। ক্রোধত পাদ দ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদনরূপ দণ্ড জানিবা॥

ব্রাহ্মণের একাসনেতে এককালী যদি শূদ্র বইসে তবে তাকে দাগ দিযা পুরি হইতে বাহির কবিব অথবা নিতম্বদেশ সমীপের মাংসখণ্ড কর্ত্তন করিব॥ শূদ্রে কোপ করিয়া ব্রাহ্মণকে মাবিবাব নিমিত্ত যদি ভৃকুটি দ্বাবা মুখ বিস্তার করে তবে তাহার উভয ওস্ট ছেদ কবিব। * * * ব্রাহ্মণের সহিত তুল্য হৈযা বাদ কবে যে শূদ্র ও পথে যাইতে তুল্য হৈয়া গমন কবে যে শূদ্রে ও শয্যাতে ও আসনেতে একদা উপ-বেশন কবে যে শুদ্রে তাকে বাজা তাডনা করাবেন। সামান্য ব্যক্তিযে মাবনেতে যদি চর্ম্ম ভেদ হয় তবে ১৫॥৵০ দণ্ড দিতে হয। যদি মাংস ভেদ হয তবে ৩১।০ পণ দণ্ড দিতে হয়। অস্থি ভেদেতে ৬২॥০ দণ্ড হয়। অল্পতর ভেদেতে এতাদৃশ দণ্ড যুক্তিক্রমে হয জানিবা। মারনেতে যদি মারিত ব্যক্তি মৃত হয় তবে তাকেহ রাজা প্রতি মারিতে হয়। কর্ণ ও নাসিকা ও দন্ত ও অঙ্গুলি ভেদ কবিলে ৩১।০ দণ্ড হয়। এই সকলের পাতনেতে ৬২॥০ দণ্ড হয়। কৃতাপরাধীয়ে বাজা তাকেহ যদি কোন ব্যক্তিয়ে প্রহার করে তবে তাঁকে শূল দিয়া গাগিয়া অগ্নিতে পাচনা করিব। এই শাস্তি ব্রাহ্ম-ণাতিরিক্ত বর্ন্তেতে যানিবা। ব্রাহ্মণের মরণান্তিক শাস্তি

নাই যানিবা। সর্ব্বপাতকযুক্ত যে ব্রাহ্মণ তাকেহ বধ করিতে পাবে না॥

যেই ব্যক্তিয়ে যাকে আক্রোশ করে তাকে সেই ব্যক্তিযে আক্রোশ কবিলে অপরাধী হয নাহি—এবঞ্চ যেই ব্যক্তিযে যাকে মাবে সেই ব্যক্তিযে তাকে মারিলেহ অপবাধী হয নাহি কিন্তু এহাতে একব্যক্তি—অপবাধী হয নাহি উভয ব্যক্তি অপবাধী হয যানিবা॥

ভাৰ্য্যা ও পুত্র ও দাস ও শিষ্য ও কনিষ্ঠ সোদব এই সকলে অপবাধ কবিলে বজ্জাদি বন্ধ কবিযা বাঁশেব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঞ্চি দিযা পৃষ্ঠেতে তাডন কবিতে পাবে যানিবা এহাতে বাজদণ্ড নাহ॥ কিন্তু মস্তকেতে তাডনা কবিলে চৌবেব প্রায রাজদণ্ড হয।

মহিষাদি ও কুকুবাদিব স্বামী সমর্থ থাকিতে কোন ব্যক্তিব উপব মহিষাদি রুষিতে যদি বাবণ না কবে—তবে ১৫৷৷৵০ পণ দণ্ড দিতে হয। দুব কব দুব কব এমত বলিতে যদি মহিষাদিকে স্বামীযে বারণ না কবে তবে ৩১৷০ পণ দণ্ড দিতে হয॥

নীচ লোকে যদি সন্ত ব্যক্তিকে বাকপারুষ্যাদি দ্বাবা অভি-লঙ্ঘন কবে তবে নীচ লোককে যদি সন্তলোকে প্রহাবাদি কবে তবে বাজদণ্ড হয নাহি॥ ইতি দণ্ড পারুষ্য প্রকবণং॥ অথস্তেয সংক্ষেপ ভাষা।"

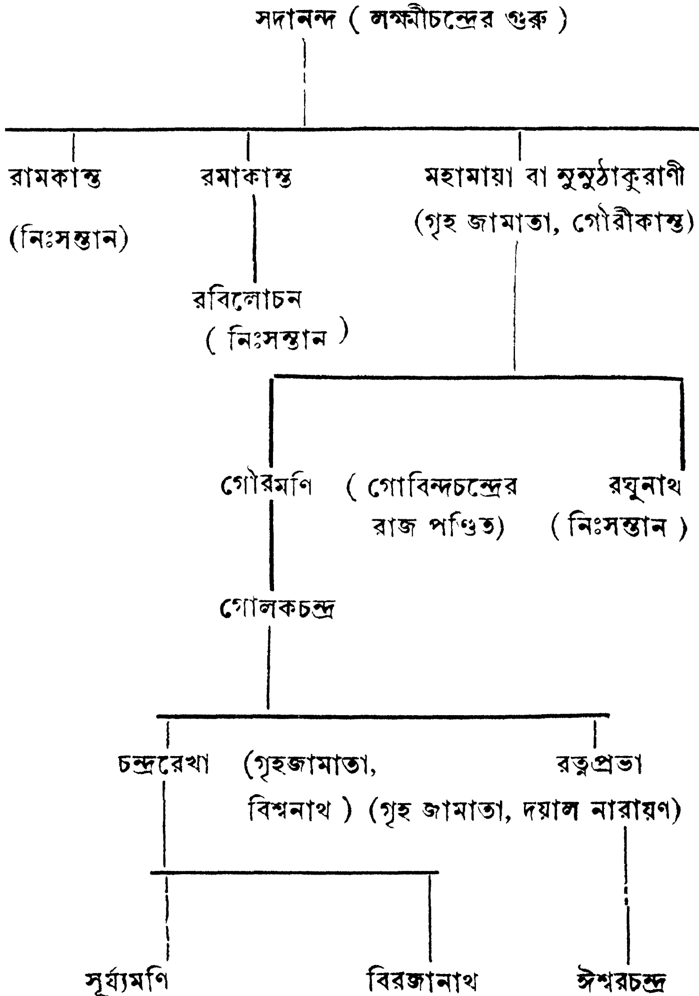
অষ্টম অধ্যায়।

রাজা লক্ষ্মীচন্দ্র ও বাঙ্গালী উপনিবেশ।

আনুমানিক ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ লক্ষ্মীচন্দ্র ধেয়ান সেনাপতির কন্যা কাঞ্চনীকে বিবাহ করিয়া কাছাড়ের সমতল ভাগে খাসপুরে পাট (রাজবাড়ী) স্থাপন করেন। কতিপয় বৎসর অতীত হইলে রাজা হরিশ্চন্দ্র উত্তর কাছাড় পরিত্যাগ করিয়া খাসপুরে আগমন পূর্ব্বক পুত্রের সহিত অবস্থান করেন। কাছাড়ী রাজপরিবারে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব এবং জয়ন্তিয়া ও নাগা আক্রমণ প্রভৃতিই মাইবং রাজধানী পরিত্যাগের প্রধান কারণ। কাছাড়ী জাতীয় জনসাধারণ এই সময়ে উত্তর কাছাড়েই রহিয়া যায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বীয় গুরু, পুরোহিত এবং অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে বড়াইল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছিলেন। অতঃপর উত্তরকাছাড় শাসনার্থে একজন বড়ভাণ্ডারী ও একজন সেনাপতি নিযুক্ত হয়। লক্ষ্মীচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, রাজা হরিশ্চন্দ্র ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইলেন। কিছুকাল পরে যুবরাজ লক্ষ্মীচন্দ্রের মৃত্যু হইল। হরিশ্চন্দ্র বহু অনুরুদ্ধ হইয়াও পুনঃ রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। শিশু পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই ধর্ম্মিষ্ঠ রাজা সংসার চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বদা যোগনিরত থাকিতেন, এই

নিমিত্ত প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে "বাউলা রাজা" এবং তাঁহার আবাস ভূমি, বাউলা রাজার পাট নামে অভিহিত করিত। খাসপুরে প্রাপ্ত একটী প্রস্তর-ফলক দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, "নেত্রাঙ্ক রশচন্দ্র মিতে শাকে" হরিশ্চন্দ্রের রাণী তথায় একটী দীর্ঘিকা খনন করান। এতদ্‌ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছুই জানা যায় না। উত্তর কাছাড়ে কাছাড়ী রাজগণ, বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনয়ন পূর্ব্বক মাইবংএ স্থাপিত করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি যে এই সকল ব্রাহ্মণ আসাম হইতে উত্তর কাছাড়ে আগমন করিয়াছিলেন। রাজগুরু (ধামাদি বা ধর্ম্মাধ্যক্ষ) বংশও আসাম হইতে এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া লোক পরম্পরায় অবগত হওয়া যায়। খাসপুরে রাজধানী স্থাপিত হইলে, রাজপাটের ঈশান কোণে ধামাদির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। তথায় ধর্ম্মাধ্যক্ষের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওযা যায়। উত্তর কাছাড় হইতে আগত অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ, টীকল নদীর তীরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কালক্রমে ইঁহারা দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মাধ্যক্ষের উত্তরাধিকারীগণ যাত্রাপুরে, এবং দ্বাদশ আদিত্যের বংশধরগণ তারাপুর, যাত্রাপুর, বড়খলা ও ফুলবাড়ী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাছাড়ী বর্ম্মণদিগের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। রাজগুরু ও ব্রাহ্মণবর্গ বহু নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু হস্তান্তরিত হওয়ায় নিষ্কর ভূমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মাধ্যক্ষের বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

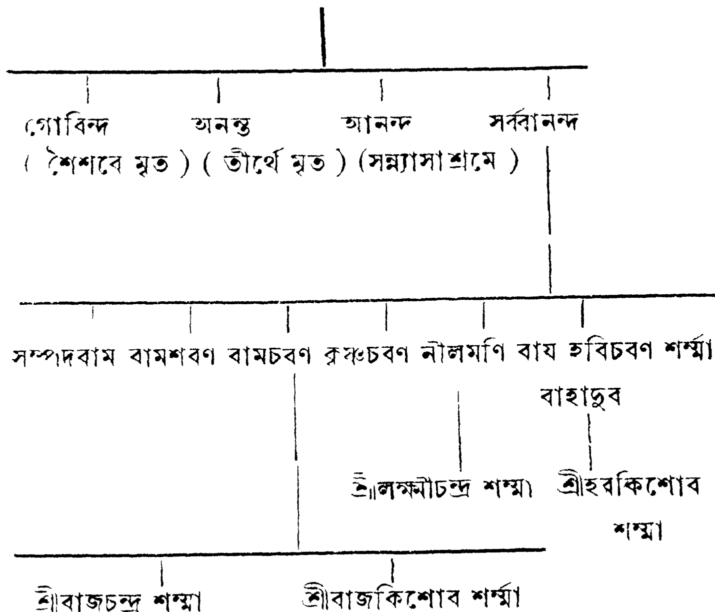


শ্রীহট্ট হইতে আগত উধারবন্দের ব্রাহ্মণগণ শ্যামা ও কাঁচা-কান্তি (কাঁচাখাউরী) দেবীর পূজক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 'হিতলা' জাতি ইহাদের 'দেউরী' (দেবগৃহী) নিযুক্ত হয়। লোক পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, এই সময়ে শ্রীহট্ট, খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ কাছাড়ে আনীত ও স্থাপিত হইয়াছিলেন। তাহাবা আদান প্রদান ও কুটুম্বিতায়, অল্লাধিক পরিমাণে পরস্পবের সহিত জড়িত ছিলেন এবং পরে ক্রমেই তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িযাছেন।

লক্ষ্মীচন্দ্রের রাজত্বকালে জগন্নাথ তর্কবাচস্পতি নামে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কালাইন পরগণাব অন্তর্গত সুন্দাউবা ও কুনাউরা গ্রামদ্বয়ে ৫০/ হাল নিষ্কব ভূমি লাভ করিয়া তথায় বসবাস করেন। উক্ত বাচস্পতির পূর্ব্ব পুরুষগণ পদ্মানদীর পূর্ব্ব তীরে কাঁচাদিয়া গ্রামে বাস করিতেন। কালক্রমে উক্ত গ্রাম পদ্মার গর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়াতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাঁহার পিতামহ রামজীবন শর্ম্মা নিজ পুত্র কামদেব শর্ম্মা সহ পূর্ব্বদেশে আগমন কবেন। রাজা গোবিন্দ নারায়ণের রাজত্বকালে উক্ত বংশে বায় ৺ হরিচরণ শর্ম্মা বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি লুসাই যুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য কবিয়া অশেষ যশঃ ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

নিম্নে বাচস্পতির বংশাবলী প্রদত্ত হইল—

জগন্নাথ তর্কবাচস্পতি



রাজা লক্ষ্মীচন্দ্রের পূর্ব্বেও কাছাড়ে হিন্দু ও মুসলমান উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আহম যুদ্ধে পরাজিত রাজা তাম্রধ্বজ বিক্রমপুরে 'গড়ের ভিতর' নামক স্থানে কিছু কাল অবস্থান করেন। তখন ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরস্থ সোনারঙ্গ গ্রাম নিবাসী জনৈক

* Received an India Medal of 1857-58. For good services done in the Lushai expeditions, received as a reward an elephant, a grant of land, the title of Ray Bahadur, the thanks of the Bengal Government and also the acknowledgements of the Government of India.

রাজকর্ম্মচারী কাছাড়ের সমতলভাগে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় মাতৃভূমির নামানুসারে কাছাড়ে বিক্রমপুর পরগণা ও সোনাপুর মৌজা স্থাপন করেন। তৎপর মাইবং হইতে আগত, অপর কয়েক জন রাজকর্ম্মচারী কালাইন পরগণা স্থাপন করেন।

এই সময়ে কাছাড়ে মুসলমান অধিবাসী সংখ্যা অধিক ছিল না। পরে মুসলমানগণ কাছাড়ের পশ্চিম সীমায় শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে, এবং ইহাদের মধ্যে অনেকে পাচঁগাইয়া ভূইয়া, ডাটির ভূইয়া, নক্তার ভূইয়া, ঘেড়ালি ভূইয়া প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত হয়।

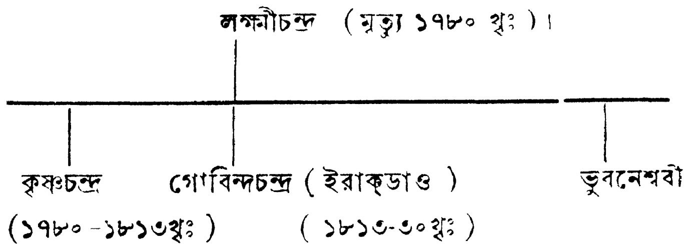
হিন্দু ও মুসলমান উপনিবেশ, লক্ষ্মীচন্দ্রের পূর্ব্বে স্থাপিত হইলেও তাঁহার সময়েই উভয় জাতীয় জনসংখ্যা আশাতিবিক্ত-রূপে বৃদ্ধিলাভ করে। তৎপূর্ব্বে উত্তর কাছাড হইতে রাজা দেশ লাভ করা বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল। খাসপুরে রাজধানী স্থাপিত হওয়ায়, দলে দলে হিন্দু এবং মুসলমান, কাছাড়ে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এই ভাবে বেরেঙ্গা, দুধপাতিল, বাঁশকান্দি, উধারবন্দ প্রভৃতি পল্লীসমূহ অল্পকাল মধ্যে স্থাপিত হয়। নিম্নে দুধপাতিল মৌজার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি লিখিত হইল—

নাথজাতীয় একদল লোক, রাজা লক্ষ্মীচন্দ্রের নিকট উক্ত ভূমিখণ্ড প্রার্থনা করিয়া বলে যে, "মহারাজ! কৃপা করিয়া বন্দোবস্ত প্রদান করিলে এই ভূমি হইতে অমাদের সন্তান-সন্ততিগণ দুধ ভাত খাইয়া চিরকাল মহারাজের যশোকীর্ত্তন করিবে।" রাজা, বাঙ্গালা ভাষা ভালরূপ বুঝিতেন না। কি

উপায়ে তাহারা ভূমি হইতে দুধ ভাত পাইবে বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দুধ ভাত ইল!" (দুধ ভাত আছে!)—এই প্রশ্ন হইতেই স্থানের নাম "দুধভাতিল" বা দুধপাতিল হয়। পরবর্ত্তী সময়ে, এই গ্রামে কিছুকালের জন্য কাছাড়ের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।

রাজা লক্ষ্মীচন্দ্র কাছাড়ীদিগকে পিতৃ ও মাতৃ ধর্ম্মাবলম্বী-রূপে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেন এবং তাঁহার সময়ে সম্ভ্রান্ত কাছাড়ীবর্গ, বড়ুয়া উপাধি লাভ করে। সম্ভবতঃ আসামে প্রচলিত বড়ুয়া উপাধিব অনুকরণেই এই উপাধির সৃষ্টি হইয়াছিল।

নিম্নে লক্ষ্মীচন্দ্রের বংশাবলী প্রদত্ত হইল।



নবম অধ্যায়।

কাছাড়ী জাতির সামাজিক বিবরণ।

ডিমাচা—

এতদ্দেশে কাছাড়ী জাতি আপনাদিগকে ডিমাচা নামে অভিহিত করে। ডিমাচাগণ বর্ত্তমানে কাছাড়ী ও বর্ম্মণ এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। উত্তর কাছাড়ে যে সম্প্রদায় বাস করে, তাহারা মাতৃধর্ম্ম (হিড়িম্বি ধর্ম্ম) ও কাছাড়ের সমতলবাসী অপর সম্প্রদায় পিতৃধর্ম্ম (হিন্দুধর্ম্ম) আচরণ করে। পার্ব্বত্য কাছাড়ীরা মাতৃধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বর্ম্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া থাকে।

হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব—

বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই কাছাড়ী রাজগণ সম্ভ্রান্ত কাছাড়ী-দিগের মধ্যে যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তার হয় তাহার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কাছাড়ের সমতল ভাগে ডিমাচাদিগের মধ্যে যে হিন্দুভাব দেখা যাইতেছে তাহা রাজা লক্ষ্মীচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই বিশেষ রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

খাদ্য ঃ—যাহারা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই তাহারা খাদ্য নির্ব্বাচনে কতকটা উদার। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মদ্য

মাংসে একান্ত আসক্ত। কুক্কুট, শূকর, প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু, বন্য পশু, নানাবিধ পক্ষীর মাংস, এবং শাল, সিঙ্গি, কুঁচিয়া প্রভৃতি মৎস্য, এবং এঁড়ি পোকা, মধুপোকা প্রভৃতিও ইহাদের খাদ্য শ্রেণীভুক্ত কিন্তু ইহারা শিকারী পশু পক্ষীর মাংস আহার করে না।

পুরুষের প্রস্তুত অন্ন সকলেই খাইয়া থাকে, কিন্তু সকল স্ত্রীলোকের প্রস্তুত খাদ্য সকলে আহার করে না, সামাজিক ভেদই এরূপ আচরণের হেতু।

বর্ম্মণ—

বর্ম্মণগণ হিন্দু শাস্ত্রের নিষিদ্ধ খাদ্য আহার করে না। ইহাদের উপনয়ন, বিবাহ, প্রভৃতি কয়েকটী সংস্কার ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়া, হিন্দু রীতি অনুসারে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে পৌরহিত্য কার্য্য আপনারাই সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহারা শ্রাদ্ধে খাসী ও কচ্ছপ মাংস ভোজ্যরূপে প্রদান করে ও সেই সময়ে প্রচুর পরিমাণে মদ্যের ব্যবহার করে।

চরিত্র—

কাছাড়ীরা কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, বলিষ্ঠ এবং তাহারা স্বল্প গোফদাড়ী বিশিষ্ট। দৈহিক গঠন ও আকৃতি মঙ্গোলিয়ান জাতির অনুরূপ। এই জাতি পরিশ্রমী ও আমোদ প্রিয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা অহিফেন সেবন করে তাহারা নিতান্তই অলস। ইহারা প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে না, অন্যের অধীনে

কার্য্য করিতে কিম্বা অন্যের উপদেশ গ্রহণ করিতেও ভাল বাসে না। পূর্ব্বে ইহাদের অভাব অল্প ছিল,—অধিক পরিশ্রম করিতে হইত না, বর্ত্তমানে বাঁশের হুকার পরিবর্ত্তে নারিকেলের হুকা, মৃৎ পাত্রের পরিবর্ত্তে তামা কাসার পাত্র ব্যবহার করিতেছে। এই সকল কারণে, অভাব বৃদ্ধির সহিত অধিকতর পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইতেছে। যদিও ইহারা এখন যথেষ্ট টাকা পয়সা উপার্জ্জন করে, তথাপি ব্যয় বাহুল্য বশতঃ কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না।

রোগ ও মৃত্যু—

ইহাদের স্বাস্থ্য ভাল, রোগ খুব কম হয়, হইলেও অধিক কাল রোগ যাতনা ভোগ না করিয়াই আরোগ্যলাভ করে। রোগ মুক্তির জন্য প্রায়ই ঔষধ সেবন করে না, রোগ শান্তির জন্য দেবতা উদ্দেশ্যে কুক্কুট, কচ্ছপ, প্রভৃতি বলি প্রদান করে। কাহারও মৃত্যু হইলে সঙ্কীর্ত্তন করে এবং শব শ্মশানে লইয়া যাওয়ার সময় পশ্চাদ্ভাগে কার্পাস এবং ধান্য ছড়াইতে ছড়াইতে যায়। একটী সূতার নলী লইয়া, গৃহ হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত সূতা ফেলিয়া রাখে, উদ্দেশ্য এই যে, পরজন্মে উক্ত সূত্রচিহ্ন ধরিয়া মৃতাত্মা বাড়ী চিনিয়া স্বীয় জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে। ইহারা দ্বাদশাহ পরে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

বিবাহ—

কাছাড়ীদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। ১৬।১৭

বৎসর বয়সে কুমারীরা পরিণীতা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে বর্ম্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ প্রথা বাঙ্গালী জাতির অনুরূপ। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিবাহের মন্ত্র পাঠ করাইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে পণ প্রথাও আছে। উৎকৃষ্ট জুলু হইলে ১০০৲—১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত কন্যার পণ নির্দ্ধারিত হয়। বিবাহের পণকে কাছাড়ীরা কল্‌টি বলিযা থাকে। আবশ্যক হইলে এই কল্‌টী ফেরৎ দিযা তাহারা বিবাহ বিচ্ছেদ করিতেও পাবে।

পূর্ব্বকালে কাছাড়ীদের মধ্যে বিবাহের দুইটি প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রথমতঃ, অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে মনোমিলন হইলেই উভযে পলাইয়া যাইত; পঞ্চাইতগণ বব ও কন্যা উভয পক্ষেব কিছু দণ্ড করিয়া তাহাদিগকে পুনঃ সমাজে গ্রহণ করিত। দ্বিতীয়তঃ, কন্যা, বর পক্ষের মনোমত হইলে, বরেব পিতা একটি অলাবুপূর্ণ মদ্য সহ কন্যাব বাড়ীতে মতামত জানিবার জন্য উপস্থিত হইত। কিছুদিন পরে বরের পিতা উপহার সহ পুনঃ গমন করিয়া কল্‌টি নির্দ্দিস্ট করিত। বিবাহ সভায় বর প্রবেশ করিয়া প্রথমে সকলকে অভিবাদন করিত; ইহাতেই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। উক্ত সভায় কন্যার উপস্থিতির কোন আবশ্যকতা ছিলনা। কল্‌টি প্রদত্ত হইলে পব জামাতাকে শ্বশুরালয়ে থাকিয়া ১ বৎসব পর্য্যন্ত জুম ক্ষেত্রের কার্য্যে সাহায্য করিতে হইত।

স্ত্রীজাতি—

কাছাড়ী স্ত্রীলোকের মধ্যে একটী সামাজিক ভেদ বর্ত্তমান আছে। কেহ 'চল্লিশের মধ্যে' কেহ বা 'চল্লিশের বাহিরে।' যে

সকল স্ত্রীলোক চল্লিশটী জুলুর অন্তর্গত নহে তাহারা অতি কষ্টে জীবন যাপন করে.—অনেকের বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত বিবাহ হয় না। কারণ চল্লিশ সেম্‌ফংএর পুরুষগণ চল্লিশ জুলুর বাহিরের স্ত্রী-লোকদিগকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করে না। যদি ইহাদের কাহারও গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মে, তাহা হইলে সেই পুত্রকে পতিত অবস্থায় থাকিতে হয় না, কিন্তু কন্যা সন্তান হইলে কেহই তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে না, তবে কন্যা বিশেষ সুন্দরী হইলে কখন কখন সমাজে দণ্ড প্রদান করত তদভিলাষী পুরুষ তাহাকে বিবাহ করিয়া থাকে। কাছাড়ী স্ত্রীলোকেরা বহু সন্তান প্রসব করিলেও চিরকাল সুস্থ শরীরে জীবন অতিবাহিত করে। ইহারা বড় আমোদ প্রিয়া. আর ইহাদের আমোদ প্রমোদও নির্দ্দোষ। কাছাড়ী স্ত্রীলোক দেখিতে বেশ; কিন্তু কটিদেশ কিছু স্থূল, আর নাক একটু চেপ্টা। শরীরের বর্ণ শ্যাম ও গৌর। কাল বর্ণের স্ত্রীলোক কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দীর্ঘকুন্তলা এবং কেশ বিন্যাসে বিশেষ যত্নবতী। ইহারা পাহাড়ী জাতির ন্যায় বক্ষো-পরি বস্ত্র পরিধান করে। কাছাড়ী স্ত্রীলোক যেমন বলিষ্ঠা তেমনই শ্রমশীলা। নানা প্রকার কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও গুটী-পোকা হইতে সূত্র বাহির করিয়া আপনাদের পরিধেয় বস্ত্র আপনারাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের আধিপত্য বাঙ্গালী সমাজের তুলনায় কম।

দেবদেবী—

পুরাকালে কাছাড়ীগণ নিম্নোক্ত দশটী দেবদেবী পূজা করিত ঃ—

১। এলাও রাজা।	৬। ডিসাং।
২। নলি লণ্ডিছা।	৭। ডিসাইম।
৩। নিকাও।	৮। কসাইম।
৪। ওআ।	৯। সাম্‌বিযাম্‌।
৫। মাংগারাং।	১০। লাবিগ্‌কং।

এতন্মধ্যে প্রথম চারিটীই প্রধান বলিযা পবিগণিত হইত। দেবদেবীগণ ফাল্গুন মাসে পূজিত হইতেন। কযেকটী নির্দ্দিষ্ট পরিবার হইতে পুরোহিত নিযুক্ত হইত। পুরোহিতগণ যন্ত্রিজাই নামে পরিচিত হইতেন। নিম্নোক্ত দেবদেবীগণ বর্ত্তমানেও পূজিত হন —

১। ডিলাওজু — এলাও রাজার স্ত্রী।

২। লণ্ডী রাজা—রোগ শান্তির জন্য।

৩। ডাইন খাও— ঐ

৪। ওযারাজা—সৌভাগ্যের জন্য।

৫। মাগ্রাং—সন্তান ও ধনের জন্য।

সেমফং এবং জুলুর শ্রেণী বিভাগ

প্রাচীন কালে কাছাড়ী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পৃথক সম্প্রদায বা বিভাগ ছিল না। দিমাপুর অবস্থান কালেই তাহাদের মধ্যে ১৬টি বিভিন্ন সম্প্রদারের সৃষ্টি হয়। পুরুষদিগের শ্রেণী সেম্‌ফং এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্রেণী জুলু নামে পরিচিত। সামাজিক শ্রেষ্ঠতানুসারে এই শ্রেণী বিভাগ সংঘটিত হইয়াছিল। কালক্রমে

উপজাতির আগমনে এবং কার্য্য ভেদে সেম্ফং এবং জুলুর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমানে ৪০ সেম্ফং ও ৪২টী জুলু হইয়াছে। পিতার সেম্ফং হইতে পুত্রের এবং মাতার জুলু হইতে কন্যার জুলু নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পুত্র মাতৃ জুলুর কন্যা, এবং কন্যা পিতৃ সেম্ফংএর পুরুষ, বিবাহ করিতে পারে না। হ্নপাছেখাও সেম্ফং এর একব্যক্তি সাইডিমাগেডেবা জুলুর কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া পুত্রকন্যা উৎপাদন করিলে, পুত্র হ্নপাছেখাও বংশের এবং কন্যা সাইডিমাগেডেবা বংশের বলিয়া পরিচিত হয়। উপরোক্ত পুত্র সাইডিমাগেডেবা বংশের কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারে না। পুত্র পিতৃবংশের সম্মান অথবা দুর্নামের উত্তরাধিকারী, কিন্তু কন্যাব সম্মান বা বা দুর্নাম পিতৃবংশের উপর নির্ভর করে না। কন্যা আপন পরিচয় প্রদান কালে মাতৃ জুলুর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক, মাতা, মাতামহী, প্রমাতামহী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া থাকে। বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপার ও উৎসবের সময়ে, স্ত্রীলোক-গণ আপন আপন জুলুর শ্রেষ্ঠতা অনুসারে আসন গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে শ্রেষ্ঠ সেম্ফংদিগকে সম্মানের সহিত রাজ-সভায় আসন প্রদান করা হইত।

সেমফং এবং জুলুর বর্ত্তমান শ্রেণী বিভাগ রাজা কাশীচন্দ্রের সময়ে হইয়াছিল। কাশীচন্দ্র হাস্নুসা বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এই নিমিত্ত নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় হাস্নুসা বংশ প্রথমেই দেখান হইয়াছে এবং বড, হ্নপাপারাইন প্রভৃতিকে অবনত করা হইয়াছে।

সেমফং নিবুমু জায় চল্লিশ। সুম কাঙ্গর—

১। হুপাছেখাও... ... রাজবংশ।
২। হুপাপারাইন... ... হাফালাং বাস্যা, রাজবংশ।
৩। রাজিয়ুং... ... ...
৪। বাদের ভাগিয়া... ... ... মন্ত্রী।
৫। আরডাও
৬। মিথের
৭। ডিপু... ... ... লেখক।
৮। হাগ্‌জের... ... ... রাজদূত।
৯। ঠাওছেন... ... ... রাজবংশ।
১০। ফংলাও ডাওগা...
১১। ছিঙ্গ ইয়ুং... ... .. রাজবংশ।
১২। ডাওলা গাজাও
১৩। ডাওজ্লা গুফু... ... ... কর্ম্মকার।
১৪। হজাই
১৫। খুমপ্রাই... ... ... রাজভাণ্ডারী।
১৬। জিগড়ুং
১৭। বড... ... ... প্রথম রাজবংশ।
১৮। আখের
১৯। বাইগু
২০। গাইনি
২১। হাপিলা
২২। ডিরুয়া

উপজাতির আগমনে এবং কার্য্য ভেদে সেম্‌ফং এবং জুলুর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমানে ৪০ সেম্‌ফং ও ৪২টী জুলু হইয়াছে। পিতার সেম্‌ফং হইতে পুত্রের এবং মাতার জুলু হইতে কন্যার জুলু নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পুত্র মাতৃ জুলুর কন্যা, এবং কন্যা পিতৃ সেম্‌ফংএর পুরুষ, বিবাহ করিতে পারে না। হুপাছেখাও সেম্‌ফং এর একব্যক্তি সাইডিমাগেডেবা জুলুর কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া পুত্রকন্যা উৎপাদন করিলে, পুত্র হুপাছেখাও বংশের এবং কন্যা সাইডিমাগেডেবা বংশের বলিয়া পরিচিত হয়। উপরোক্ত পুত্র সাইডিমাগেডেবা বংশের কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারে না। পুত্র পিতৃবংশের সম্মান অথবা দুর্নামের উত্তরাধিকারী, কিন্তু কন্যাব সম্মান বা বা দুর্নাম পিতৃবংশের উপর নির্ভর করে না। কন্যা আপন পরিচয় প্রদান কালে মাতৃ জুলুব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক, মাতা, মাতামহী, প্রমাতামহী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া থাকে। বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপার ও উৎসবের সময়ে, স্ত্রীলোকগণ আপন আপন জুলুর শ্রেষ্ঠতা অনুসারে আসন গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে শ্রেষ্ঠ সেম্‌ফংদিগকে সম্মানের সহিত রাজসভায় আসন প্রদান করা হইত।

সেমফং এবং জুলুব বর্ত্তমান শ্রেণী বিভাগ রাজা কাশীচন্দ্রের সময়ে হইয়াছিল। কাশীচন্দ্র হাস্মুসা বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় হাস্মুসা বংশ প্রথমেই দেখান হইয়াছে এবং বড, হুপাপারাইন প্রভৃতিকে অবনত করা হইয়াছে।

সেমফং নিবুমু জায় চল্লিশ। সুম কাঙ্গর—

১। হুপাছেখাও... ... রাজবংশ।
২। হুপাপারাইন... ... হাফালাং বাস্যা, রাজবংশ।
৩। রাজিয়ুং... ... ...
৪। বাদের ভাগিয়া... .. ... মন্ত্রী।
৫। আরডাও
৬। মিথের
৭। ডিপু... .. ... লেখক।
৮। হাগ্জের... . ... রাজদূত।
৯। ঠাওছেন... ... রাজবংশ।
১০। ফংলাও ডাওগা. .
১১। ছিঙ্গ ইয়ুং... ... . বাজবংশ।
১২। ডাওলা গাজাও
১৩। ডাওজ্লা গুফু... ... ... কর্ম্মকার।
১৪। হজাই
১৫। খুমপ্রাই... ... ... রাজভাণ্ডারী।
১৬। জিগড়ুং
১৭। বড... ... ... প্রথম রাজবংশ।
১৮। আখের
১৯। বাইগু
২০। গাইনি
২১। হাপিলা
২২। ডিরুয়া

২৩। ডাওডুং লাংটা
২৪। খারি
২৫। জহরা
২৬। হাছাম
২৭। নাবেন
২৮। ডিব্রাগেডে
২৯। লাংঠা ডাওগা... ... ... পাচক।
৩০। গিরি
৩১। পর্ব্বত... ... ... কর্ম্মকার।
৩২। মাইবাং
৩৩। জহরি... ... ... নাপিত।
৩৪। ছরং
৩৫। গল
৩৬। ছাক্‌মাও... ... ... মালী।
৩৭। আম
৩৮। জাম্বু
৩৯। লাফ্‌ঠাই
৪০। লাওবাংডি

জুলুনি বুমু—কাছাড়ী জুলুর নাম।—

১। কুঞ্জ বর্ম্মাণী সাইকুডি জুলুডি, ছাগাউডি।
২। জাম্বুবতী „ বাঙ্গলাইমা গেডেবা ফাচাইডি।
৩। ওমরা „ ফাচাইডি গেডেবা।

৪। টুবাংডি বর্ম্মাণী মাইরেঙ্গ ফাচাইডি কাচেবা।
৫। গুয়াইং ছাওডি,, মাইরং গেডেবেছাম্, ডেছাগাও।
৬। ঠাইলুডি ,, ছাইডিমা গেডেবা, ছাগাও ছংফারাই
৭। ডেবলাইডি মাইরং গেডেবা, হামলাই গুমনডি।
৮। অম্বিকা,, ,, ... ভাঙ্গলাইমা গেডেবা।
৯। কৌশল্যা ,, .. মাইরেঙ্গ গেডেবা।
১০। কাশীমতী ,, .. মিযুংবা গেডেবা।
১১ যশোমতী ,, ... মাইরং প্রাঁইছং।
১২। বসুডি ,, ... ছাইডিমা গেডেবা।
১৩। বিষ্ণুডি ,, .. ভাঙ্গলাইমা কাছেবা।
১৪ লক্ষীডি ,, ... মাইবেঙ্গ গেডেবা।
১৫। বেমাডি ,, . মিযু° ডাওগা।
১৬। লুমাইডি ,, ... মাইরেঙ্গ গেডেবা।
১৭। দি° কাশীমতী ,, ... ছাইডিমা ডাওগা।
১৮। ফাইরংডি ,, ... মাইরং ডাওগা জাইরুংডি।
১৯। বিষ্ণুপ্রিয়া ,, . মাইরঙ্গ মাগেডেবা।
২০। ডাওমডি ,, ... মাইবঙ্গ গেডেবা।
২১। সুফাইডি ,, ... ,, খাচেবা।
২২। ডেছইডি ,, ... ,, মাগেডেবা।
২৩। নাইরুংডি ... ,, গেডেবা।
২৪। কাশীডি ,, ... ছাইডিমা।
২৫। রঙ্কুণি ,, .. রণ ছাইডি।
২৬। মাইলং, ... ভাঙ্গলাইমা।

২৭।	দুরবতী	বর্ম্মাণী	...	মাইরেং।
২৮।	ডেছ্ডি	,,	...	মিয়ুং কাচেবা।
২৯।	গঙ্গাডি	,,	...	মাইরং কাচেবা।
৩০।	ডোহানি	,,	...	মাইরং।
৩১।	অঞ্জনা	,,	...	ভাঙ্গলাইমা কাচেবা।
৩২।	ওয়াই ছুনডি	,,	...	মাইরং কাচেবা।
৩৩।	মাইমনডি	,,	.	ছাইডিমা কাচেবা।
৩৪।	জালুডি	,,	...	মাইরেঙ্গ কাচেবা।
৩৫।	ঠাংজাডি	,,	...	মাইরেঙ্গ মা।
৩৬।	জালুডি	,,	...	মাইরেঙ্গ কাচেবা।
৩৭।	চন্দ্রাবলী	,,	...	ডীয়ুংমা।
৩৮।	জুলাইডি	,,	...	ছাইডিমা কাচেবা।
৩৯।	সামডি	,,	...	মাইরেঙ্গ।
৪০।	সুবাংডি	,,	...	মাইরেঙ্গ কাচেবা।
৪১।	কাঞ্চনডি,		...	কুম্বাসিং।
৪২।	যশোদা	,,	...	বাইরেংছা।

মেয়েরা মাতৃ গোত্র বা জুলুর নাম পায়। ছেলেরা মাতার যে জুলু সেই জুলুতে বিবাহ করিতে পারে না। এই জুলু ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক ক্রীতদাস বা দাসীর সন্তান।

সেং ফং ও জুলুর উৎপত্তি বিষয়ে কাছাড়ী জনশ্রুতি।—(প্রবাদ)

কলিযুগের প্রারম্ভ হইতে দেবগণ মনুষ্যের অদৃশ্য হইলেন; মেঘ বর্ণ হইতেই বর্ত্তমান মনুষ্যের সৃষ্টি:—"কলিযোগাণি পারাং মুঠাই গুংঠাই রুকা বাগ পারাং মাদাই জাং মুনিষ জাং নুলাইয়াকা ভিম্বানি বাছা ঘটোৎকস্থ বণিবাছা মেঘবর্ণ এবনি পাবাং মুনিষ জাজেন বা।"

রাজা সেতু সাহায্যে ব্রহ্মপুত্র উত্তীর্ণ হইয়া কামরূপে রাজত্ব করেন:—

"হাথানি কামরূপিলেশ্বর রাজাণি বুমু পর্ব্বধন বণি পারাং দাউবুকা জইয়াত্রি অরা গাউলাকা বণি পাবাং রাজা রাইসিং কাহি বাইগ বুকা।"

পূর্ব্বকালে সেংফং ও জুলুর শ্রেণী বিভাগ ছিল না, সর্ব্বপ্রথমে দিমাপুরে ৭টী সেংফং ও ৭টী জুলু গঠিত হয়:—"অদেহে দিমাপুরস্থা গ্রাই পাইকা রাজাণি বুমু পর্ব্বধন নাশ্বদাও আজ্ঞা কুনাং সেংফং ফংলংছা বহাদে সেংফংনি ও জুলুগ্নি জাজেন বা। আবডাও, মিথের, ডিপু, হাগজের ঠাউছেন, ফংলাউসা, চেংয়ুং। জুলু—সাইকুড়ি বাঙ্গলাইমা গেডেবা পাছাইড়ি, গেডেবা মাইবেং, কাচেবা মাইরেং, গেডেবা সাইডিমা, গেডেবা সাগাউসং, মাইবেং হামলাই গুমণড়ি।"

হরিরাম রাজার সময়ে, রাজিয়ুং, বাদের ভাগিয়া, ডাওলা,

গাজাও, ডাওলা গুফু এবং হজাই এই ৫ সেংফং এবং ৫টী জুলু গঠিত হয় ঃ—

"পারাইংঅদে হাফালাং পারসাকে রাজা চংবা বনি বুমু হরিরাম রাজা বণি সাউহা সেংফং জিগ্নি ও জুলু জিগ্নি জাবা অদে।"

বারবৎসব "বীবঢোল" নীবব ছিল—বাজ্যে কোন বাজা ছিল না ঃ—

"অদেহে কাবম্‌থা কারাম্‌চা মুটুঙ্কা।"

ময়ুরধ্বজ রাজার সময়ে কুমপ্রাই, জিগড়ুং, বাউগু, আখেব, এই ৪টী সেংফং ও ৪টী জুলু গঠিত হয় ঃ—

"অদেহে গাউসেন সাকে রাজা সংকা বুমু ময়ুবধ্বজ বাজা।"

ময়ুরধ্বজ রাজা গৃহপ্রতি ৪ কড়ি বাজস্ব গ্রহণ করিতেন ঃ— "অদেহে ময়ূবধ্বজ রাজাণি সাউহানুং প্রজাসিহা কাউদি গবং ব্রি নসংহালাকা বণিকারণ জাংরি গিছি গুপুন য়ারা।"

মকরধ্বজের মৃত্যুর পর তাম্রধ্বজ রাজা হইলেন। জয়ন্তিয়া-বাজ তাঁহাকে বন্দী কবেন। আহমরাজ কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া হায়ুংহাদাউনি নামক স্থান হইয়া মাইবংএ পুনঃ আগমন করেন ঃ—

"অদেহে ময়ুরধ্বজ থিহি মকরধ্বজ রাজা সংকা। যো, থিহি তাম্রধ্বজ রাজা জিবা দয়াং বা হাথানি হায়ুং হাদাউ বহালুং গাথাং রাজা রুমলাং বাবকে আস্থম রাজা রাহাউ বানি বাহিকা। অদেহে হায়ুংহাদাউনি পারাংমাইবাং মা পাইকা।"

"বড়ঢোল" 'ছোটঢোল' পুনঃ নীরব হইলে পর হাস্মু সা

বংশ রাজ্য লাভ করে। তৎপর খাসপুরে আগমন। হাম্মুসা সেংফংএর রাজা কাশীচন্দ্রের (কৃষ্ণচন্দ্র) সময় ৮০ সেংফং ও ৮০ জুলু গঠিত হয়ঃ—

"অদেহে কাবাম মা কারামছা মুটুঙ্গা বনি পাবাং হাম্মুসাকে রাজা সংবা। হাম্মুসাদে পুরুজু পুরুজালা সামাগ্নি হথাইছি বাগামাং যাকনি বাচা শ্রীহরিচন্দ্র রাজা বনি ইয়াউ হন্‌হা লক্ষীচন্দ্র রাজা বনি পবে কাশীচন্দ্র রাজা এব গাতাম্ব হাম্মুছা এবং হাম্মং সেংফং বিষাগ্নি জুলু বিষাগ্নি মাগ্নিজাবা।

অহেছে মাইবাং মনিযিং হাম্মুসানুং খাসপুবহা পাইবা বনি বাচানি বুমু কৃষ্ণচন্দ্র রাজা ও গোবিন্দচন্দ্র রাজা এবং সিনুং সিংহাসনহা ইয়াউ জেরফি রাজা জিবা॥"

দশম অধ্যায়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

কৃষ্ণচন্দ্র (রাজত্ব ১৭৮০—১৮১৩ খৃষ্টাব্দ)—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দেবদ্বিজে ভক্তি পরায়ণ এবং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। পাণ্ডিত্য পূর্ণ "রাস লীলামৃত" এবং প্রয়াগে রচিত "বসন্ত বিহার"

নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহার চিন্তাশক্তি ও রচনা কৌশলের পরিচয় দিতেছে।

১৭৯০ খৃঃ পূর্ব্বেও কাছাড়ী রাজগণের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের অভাব।

অনেকে এইরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে ১৭৯০ খৃঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এবং তৎপূর্ব্বে তিনি এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের মধ্যে কেহই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এরূপ ভাবিবার কোনও কারণ নাই। কাছাড়ী রাজগণ যে অতি প্রাচীনকাল হইতে তীর্থ ভ্রমণ করিতেন এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। দূরদেশে তীর্থ ভ্রমণ কালে নানা জাতীয় লোক, রাজাদিগের সঙ্গী হইত। তন্মধ্যে যাহারা তাঁহাদের সঙ্গে কাছাড় আসিত রাজগণ তাহাদের জীবিকা ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। ইহা তীর্থ পর্য্যটনের অঙ্গীভূত একটী ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজা বীরদর্প বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। দশাবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত * তাঁহার একটী শঙ্খ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। সুরদর্প ও তাঁহাব মাতা নিয়ত ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ ও তদালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। জনৈক সন্ন্যাসীর উপদেশানুসারে হিন্দুধর্ম্মোক্ত বিধানে লক্ষ্মীচন্দ্রের রীতিমত শিবোপাসনার ফলে কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের জন্ম হয়। লক্ষ্মীচন্দ্র নিয়ত ভক্তিপূর্ণ মনে কালীর উপাসনা করিতেন।

ইঁহাদের বংশধরগণ যে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা কোন

* এই শঙ্খ ১৬৭১ খৃঃ খোদিত হইয়াছিল।

প্রকারেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। রাজারা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও শ্রীহট্টাগত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের জল আচরণ করিতেন না। হিন্দু সমাজে জলাচরণীয় হইবার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্র প্রবল। এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হিরণ্যগর্ভ নামক প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করেন।

বিক্রমপুরের বড় মজুমদার তৎকালে হিন্দু সমাজের নেতা ছিলেন। জলআচরণ সম্বন্ধে ইঁহার মনোভাব অবগত হইবার নিমিত্ত একদা কৃষ্ণচন্দ্র আসনের উপর একপাত্র জল ও একখানা তরবারী রাখিয়া মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আসনস্থিত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে আপনি কোন্‌টী গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন? মজুমদার সগর্ব্বে তরবারী গ্রহণ করিয়া বলিলেন মহারাজ—

"একজন হইতে যদি জাতি রক্ষা পায়।
প্রাণ দিয়া জ্ঞানবন্ত সে কার্য্যে দাঁড়ায়॥"

অতঃপর কিছুকাল পর্য্যন্ত রাজা এই বিষয়ে নীরব রহিলেন। কিন্তু ভীমের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও তাহার সংস্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণ দিগের আচরণীয় নহে এই ভাবনায় তিনি মধ্যে মধ্যে সাতিশয় বিষণ্ণ হইতেন। একদিন সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের নিকট প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলেন "আপনারা আমাকে ভীমসেনের বংশোদ্ভব বলিয়া গৌরবান্বিত করেন, অথচ আমার জল আচরণ করেন না, ইহার কারণ উপলব্ধি করিতে না পারায় মনে বড় অশান্তি জন্মিয়াছে।" "মাতৃ দোষের উপশম হইলেই আপনি জলাচরণীয় হইবেন,, এই প্রবোধ বাক্য দ্বারা সমাগত ব্রাহ্মণগণ রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন।

তৎপর রাজা দ্বাদশ আদিত্যের পরামর্শে এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদনে মাতৃদোষের উপশমার্থ হিরণ্যগর্ভনামক প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করেন। ব্যবস্থানুসারে সোণার পাতে মণ্ডিত পিত্তলের বৃহৎ একটী গাভী প্রস্তুত হইল। রাজা ও তদীয় অমাত্যগণ এই গাভীর মধ্যে প্রবেশ ও বহিরাগমন করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। কথিত আছে কাছাড়ী জাতীয বহুলোক এইরূপে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বর্ম্মন উপাধি ধাবণ করে। প্রায়শ্চিত্তের অবসানে ব্রাহ্মণগণ তাহাদেব মধ্যে ঐ সোণার পাত বণ্টন করিয়া লইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ ভোজন আরম্ভ হইল। উধারবন্দের চিড়া গুড় এবং দধি তৎকালে প্রসিদ্ধ .ছিল। ব্রাহ্মণবর্গ আসন গ্রহণ করিলে বাজা তাঁহাদের পানীয় জল নিজ হস্তে পরিবেষণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রেব পূর্ব্ববর্ত্তী বাজগণ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইলেও হিন্দু সমাজে জলাচরণীয় কিম্বা সর্ব্বতোভাবে পিতৃধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না।

পীরের ভাগান—কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে আবোহণ করার পর কয়েক বৎসর মধ্যেই দুইবার দুইজন মুসলমান "পীর" কাছাড়ে মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করে প্রথমে ফেরুটুপি নামক একজন ফকীর বহু লোকজন সহ রাজ্যের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হয়। কাছাড়ী রাজা সৈন্যবলে বলীয়ান্ ছিলেন না। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া, উত্তর কাছাড়ে পলায়ন করেন। বহু হিন্দু প্রজা ধর্ম্মলোপ ভয়ে শ্রীহট্টে ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। কথিত আছে দূরবর্ত্তী স্থানের মুসলমান প্রজাবৃন্দও ফকীরের উদ্দেশ্য সম্যক জানিতে

না পারিয়া হিন্দুদের ন্যায় আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে।

এই সময়ে অনেক মুসলমান এদেশে আইসে এবং বহুলোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কৃষ্ণচন্দ্র বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শরণাগত হইলে কল্যাণ সিংহ নামক একজন সৈনিক পুরুষ সৈন্যসহ ফকীরকে দমন করিবার জন্য শ্রীহট্ট হইতে প্রেরিত হয়। ফকীরকে বিতাড়িত করার পর কল্যাণ সিংহ স্বয়ং কাছাড় দখল করিতে সঙ্কল্প করায় শ্রীহট্টের কালেক্টর-সাহেব বদরপুরের পুরাতন কাছাড়ী দুর্গ * সংস্কার করিয়া কল্যাণ সিংহকে পরাস্ত করেন। এই ঘটনা ১৭৯৯—১৮০০ খৃঃ সঙ্ঘটিত হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র ফেরুচুপীর ভয়ে উত্তর কাছাড়ে পলাতক ভাবে অবস্থান কালে যে সকল গীত রচনা করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত হইল। এই গীতাবলী হইতেই কৃষ্ণচন্দ্রের ধর্ম্মনিষ্ঠার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজ্যভ্রষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের গীতাবলী।

(১)

নাম তোমার রণচণ্ডী মাও রণের জান ছন্ধি।
রাখিয়াছ হেড়ম্বেশ্বর মাও করি নানা সন্ধি ॥

* বদরপুর দুর্গের প্রস্তর লিপিতে '১২০৭সাল' 'কেপ্টেন' প্রভৃতি কয়েকটী শব্দ পাঠ করা যায়।

জন্মস্থান এড়ি আইলাম মাও তোমার নামটি শুনি।
স্থান মান দিয়া রাজ্য তোমার নামের ধ্বনি॥
মেড়া হংস মহিষ বলি মাও তাহে নাহি গণি।
আনন্দে মগন হইয়া দিমু নানা বলি॥
চৌদিকে অবণ্য মধ্যে মাও তোমার নামটি জাগে।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজে তোমার চরণ মাগে॥

(২)

মাগো আর কতদিনে কমল পদ মাও দেখিমু নয়নে।
মনের মরম দুঃখে মাও ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি—
না দিলাম চরণে জবা মাও অঞ্জলি ভরি ভরি। ধু॥
শিশুকালে মৈলা পিতা মাও রাজ্য নিলা পরে।
আমরা দুভাই অল্পমতি মাও ভাসাইলায় সায়রে॥
কৃষ্ণ মাণিক চান্দ বলে মাও তারা হইলা রাজা।
রঘুরামকে দেশে নেও মাও করিব তোমার পূজা॥

(৩)

মরে বলিয়া দেও মা কাতর সেবকেব কি হইবে উপায
আমি ডাকি মাও মাও মাও মায়ে বাচ ভিন।
মায়ের কি দোষ দিমু আপনার কুদিন॥
মেড়া হংস মহিষ বলি মাও তাহে নাহি দায়।
তবে যদি কর দয়া ভজি—রাঙ্গা পায়॥
আমি তোমার তুমি আমার মাও সর্ব্বলোকে জানে।
গলার পলিতা যেন না ছাড়ে ব্রাহ্মণে॥

চৌদিকে অরণ্যের মধ্যে মাও তোমার নামটী জাগে।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজে তোমার চরণ মাগে ॥

দ্বিতীয়বার আরও একজন পীর "ভুবন পাহাড়" হইতে অবতরণ করিয়া আলি! আলি! এই রণ শব্দে সমস্ত দেশকে চমকিত করিয়া তোলেন। অনেক মুসলমান তাহার সঙ্গে যোগদান করিয়া বিবিধ উপায়ে অত্যাচার করে। হিন্দুগণ পূর্ব্ববৎ এই বারেও জঙ্গলে ও শ্রীহট্টে পলায়ন করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করে। ফকীর হাইলাকান্দি হইয়া ত্রিপুরা চলিয়া যাওয়ায় পুনঃ দেশে শান্তি ফিরিয়া আইসে।

বিবাহ—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মণিপুর-রাজ মধুচন্দ্রের কন্যা মহাদেবী ইন্দুপ্রভার পাণিগ্রহণ করেন। সেই সূত্রে উভয় রাজবংশে ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং এই ঘনিষ্ঠতাই কাছাড়ী রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ।

কৃষ্ণচন্দ্রের ১২।১৩টি রাণীর মধ্যে তাঁহার মৃত্যুকালে এক রাণী গর্ভবতী ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি গোবিন্দ-চন্দ্রের ভয়ে উত্তর কাছাড়ে পলাইয়া যান। কালক্রমে ঐ রাণীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মে। নানা কারণে কাছাড়ের প্রধান ব্যক্তিবর্গ গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই কুমারের প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করান নাই।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থযাত্রা—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপ, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করেন। একবার তীর্থগমনকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-

বর্গকে সঙ্গে না লইয়া রঘুনাথ ভাণ্ডারী নামক এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়াছিলেন। রঘুনাথ রসিক পুরুষ ছিলেন এবং বহুবিধ উপায়ে রাজার মনোরঞ্জন সাধনার্থ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। কিম্বদন্তী আছে রঘুনাথ সংস্কৃত পদ্য রচনা কবিতে পারিতেন এবং সংস্কৃত দান পত্রাদি অধিকাংশই তিনি রচনা করিতেন। কোনও পর্ব্বোপলক্ষে নানাদেশীয় নৃপতিবর্গ সমবেত হইলে, একটী মহাসভার অধিবেশন হয়। রঘুনাথ সহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও তথায় উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত রাজসভায় সমবেত প্রত্যেক রাজার পরিচয় ও রাজ্য-বিস্তৃতি জিজ্ঞাসিত হইলে রাজন্য-বৃন্দের সমক্ষে অপরিণামদর্শী রঘুনাথ সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন যে, কাছাড়-রাজ একজন প্রতাপশালী নৃপতি; তাঁহার ন্যায় অতুল সম্পত্তিশালী নৃপতি ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। তাঁহাব সভাসদ্‌বর্গ সকলেই অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন; এমন কি, তাঁহার একজন সামান্য পণ্ডিতেব সঙ্গেও সমবেত নৃপতিবর্গের প্রগাঢ়-বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন পণ্ডিতগণ জয়ী হইতে পারিবেন না। তিনি ভারতের পূর্ব্বাংশে বিস্তৃত হেড়ম্ব রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর; এবং চন্দ্রবংশোদ্ভব ভীম ও হিড়িম্বা হইতে উদ্ভূত। এবম্বিধ গর্ব্বিত বচনে নৃপতিবৃন্দ বিরক্ত হইয়া সপ্তাহ মধ্যে ভাণ্ডারীর বাক্য সপ্রমাণ করিতে কাছাড়রাজকে আদেশ করিলেন। কাছাড়রাজ নিজকে বিপন্ন বোধ করিয়া ভাণ্ডারীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোমাকে সঙ্গে আনিয়াই আমাকে অযথা অপমানিত হইতে হইল।" রঘুনাথ প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন বিষম বিপদ্। ক্ষণকাল চিন্তার পর বলিলেন মহারাজ—"তাবদ্

ভয়স্তু ভেতব্যং যাবদ্‌ভয়মনাগতম্‌।" আমি ভীমের অঙ্গুরীয় এবং একটী শ্লোক রাজসভায় উপস্থিত করিব দেখি, কি হয়। এই সিদ্ধান্ত করিয়া যথাসময়ে নিম্নলিখিত শ্লোক সহ অঙ্গুরীয়টী রাজন্যবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন—

"পঞ্চ পাদঃ কথং সিংহো ঘ্রম্বিঃস্যাৎ কেন ভাস্কবং।
নৃপতিঃ কেনতুল্যোঽসৌ দীয়তামেকমুত্তরম॥"

সমাগত পণ্ডিতগণ এই শ্লোকের উত্তরদানে অকৃতকার্য্য হইলেন, এবং ভূপতি বর্গও, আঙ্গুরীয়-মূল্য নির্দ্ধারণ করা দূরে থাকুক উহা কোন্‌ ধাতু দ্বারা গঠিত, তাহাই স্থির করিতে পারিলেন না। তৎপর রাজন্যবর্গ ভগ্নহৃদয়ে ভাণ্ডারীকে শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করিলেন।

রঘুনাথ তখন "যে আজ্ঞা" বলিয়া শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

এই শ্লোকে তিনটী প্রশ্ন করা হইয়াছে এবং তাহার উত্তর একটী মাত্র শব্দে প্রদান করিতে হইবে।

প্রথম প্রশ্ন—সিংহের পাঁচ পা হইতে পারে কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—কি কৌশলে ঘ্রম্বি শব্দে ভাস্কর বোধক হইতে পারে?

তৃতীয় প্রশ্ন—এই রাজার তুলনা কাহার সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে?

১ম—"সিংহো মঘা পূর্ব্বফল্গুন্যুত্তরা—পাদ একক ঃ"। মঘা নক্ষত্র এবং পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তর-ফল্গুনীর একপাদ, এই নয় পাদ নক্ষত্রে সিংহ রাশি হয়। মঘা নক্ষত্রের ৪ পাদ বর্জ্জন

করিলে, সিংহ রাশির ৫ পাদই থাকে ; সুতরাং "মঘোনঃ" এই পদ দ্বারা প্রথম প্রশ্নের উত্তর হয়।

২য়—"মঘোনঃ" এই পদে দ্বিতীয় প্রশ্নেরও উত্তর হইবে। এই বাক্য হইতে ম এবং ঘ বাদ দিলে রবি শব্দই থাকে, এবং তাহা ভাস্করার্থ বোধক।

৩য়—মঘোনঃ শব্দে তৃতীয় প্রশ্নেরও উত্তর হইতে পারে। মঘবন শব্দে ইন্দ্রকে বুঝায়। রাজা মহেন্দ্রকল্প। ১ম এবং ২য় প্রশ্নোত্তরে "মঘোনঃ" এই পদটী প্রথমান্ত ; ৩য় প্রশ্নোত্তরে উক্ত পদটী ষষ্ঠ্যন্ত। শ্লোকের এই প্রকার ব্যাখ্যায় সভাস্থ সকলেই রঘুনাথের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিলেন। রঘুনাথ এই প্রকারে পুরস্কৃত হইয়া তীর্থক্ষেত্রে নিজ প্রভুর সম্মান রক্ষা করিলেন।

ঋণ ও অন্যান্য উপায়ে ৮০,০০০ আশী হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্য করেন যে, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে চৌধুরী মজুমদার প্রভৃতি উপাধি ভূষিত লোক প্রত্যেক পরগণায় বাস করিতেছে। তিনি নিজ রাজ্যস্থ বিশিষ্ট লোকদিগকে এরূপ উপাধি প্রদান করিতে সংকল্প করিলেন। ঋণ-পরিশোধ চিন্তায় বিব্রত হইয়া রাজা তৎপরিশোধের এক অভিনব উপায় স্থির করিলেন। অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক উপযুক্ত হিন্দু এবং মুসলমান প্রজাদিগকে নূতন নূতন উপাধি প্রদান করিলে রাজকোষ যথেষ্ট ধনপরিপূর্ণ হইবে ভাবিয়া, প্রজাদিগকে কয়েকবার আহ্বানও করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮১৩ খৃঃ উপাধিদানের পূর্ব্বেই রাজা পর-

লোক গমন করেন। ইহার পূর্ব্বে সময় সময় কাছাড়ে উপাধি দান হইত বটে, কিন্তু কেহই উপাধিদান ব্যাপার এমন লাভজনক করিতে পারেন নাই। একখানা দান পত্রে কয়েক জন হিন্দু ও মুসলমানের নামোল্লেখ আছে। দান পত্র খানির সন, তারিখ এবং বার নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে -

"রূপেন্দু মুনীন্দু শাকে মিথুন ভুক্তে বরৌ।
এতেচ লিখ্যন্তে . ... ইন্দু বাসবে" ইতি ॥

অর্থাৎ ১৭০৩ শকাব্দ ১১ই আষাঢ় সোমবার উপাধি-প্রদান করা হয়।

চরিত্র—

কৃষ্ণচন্দ্রের সময় রণচণ্ডী, শ্যামা, কাঁচাকান্তি, মদন মোহন, ঘোরচণ্ডী, শিব, লক্ষ্মী-নারায়ণাদি দ্বাদশ চক্র প্রভৃতি দেব দেবী অতি সমারোহে পূজিত হইতেন। হিন্দুধর্ম্মে কৃষ্ণচন্দ্রের অচলা ভক্তি ছিল। তিনি নানা স্থানে দেবাদিপ্রতিষ্ঠা, পূজকনিয়োগ এবং দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদি দানে আর্য্যধর্ম্মের এক নবযুগ কাছাড়ে আনয়ন করিয়াছিলেন। দেবপ্রধানস্থান উধারবন্দে কাঁচাকান্তি দেবী, থালীগ্রামে, শ্যামাঠাকুরাণী, এবং জয়পুরে শিব পূজার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। প্রথমতঃ তিনি শাক্তধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু ইন্দ্রপ্রভাকে বিবাহ করার পর হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মে আকৃষ্ট হন।

শীতলা বিবরণ—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তীর্থপর্য্যটন কালে শীতলক্ষা নদীর তীর হইতে কয়েকটী লোক আনিয়া নিজ রাজ্যে স্থাপিত করেন। রাজা ইহাদিগকে 'শীত্‌লা' বলিয়া ডাকিতেন। এই শীত্‌লা শব্দ হইতে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত, অপভ্রংশ হাঁদ্‌লা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবদেবীর সেবায়ত (দেউরী) এবং পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে কামরূপ হইতে কলিতা এবং কারী জাতীয় জল আচরণীয় কতক লোকও কাছাড়ে স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে দেবাদি পূজার আয়োজন ও জল মসলা সংগ্রহ করিবার জন্য জলাচরণীয় লোকের অভাব ছিল। ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থবর্গ রাজার সহিত দেখা করিতে আসিলে পরিচর্য্যার নিমিত্ত রাজা উপরোক্ত লোকদিগকে বার্ষিক বৃত্তি দিয়া রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বে স্থাপিত করেন। শীত্‌লাগণ বড়ই শৌচ ও আচমনশীল ছিল। কাছাড়ীগণ তাহাদের গৃহে আগমন করিলে উপবেশনার্থ যে আসন প্রদান করিত তাহা পরে ধৌত করিয়া এবং সেই স্থানে গোময় ছড়াইয়া তাহারা স্থান শুদ্ধ করিত। একদা এইরূপ আচরণ লক্ষ্য করিয়া জনৈক কাছাড়ী রাজকর্ম্মচারী রাজদ্বারে অভিযোগ করেন। রাজাদেশে শীতলাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কাছাড়ীদিগের প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। রাজভয়ে কাছাড়ের ব্রাহ্মণবর্গ ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকৃত হইলে ইহারা নিজ দেশে গমন পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করে। যাহা হউক উক্ত অপবাদের ফলে ইহাদিগের সম্মানের

কিঞ্চিৎ লাঘব ঘটিয়াছে। লোকপরম্পরায় ইহাও অবগত হওয়া যায় যে আসাম হইতে আগত কলিতা ও বারীদিগের সহিত ইহাদিগের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

এই নিমিত্ত কেহ কেহ ইহাদিগকে আসামের কোনও জাতি হইতে উৎপন্ন মনে করেন। এই অত্যল্প সংখ্যক লোকদিগের ভাষা বাঙ্গলা এবং রীতিনীতিও বাঙ্গালার অনুরূপ। এমত অবস্থায় তাহারা বাঙ্গালী নহে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

তাহাদের বংশের নাম যথা—

বড় দলই গোষ্ঠী
বড় কাতির ,,
পাঞ্জিকাতির ,,
মজুমদার ,,
দেউরী ,,
সবলম্বর ,,
বড় ভূইয়া ,,
কারী ভূইয়া ,,

ইত্যাদি।

দেশের অবস্থা—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কাছাড়ের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা ছিল। প্রতি কেদারে ২০/ মণ হইতে ২৫/ মণ পর্য্যন্ত ধান্য উৎপন্ন হইত। দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে, লোকে জানিত না। প্রাচুর্য বশতঃ ধান্য, তণ্ডুল, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কথিত আছে যে এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিলে জন সমাজে নিন্দনীয় ও

লজ্জিত হইতে হইত। ইহাও কথিত আছে যে মগদিগের আক্রমণের সময়ে এই জিলার নিম্নশ্রেণীর লোকগণ সৈন্য শিবিরে যুদ্ধের রসদের জন্য এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে শিক্ষালাভ করে। এই ভাবে এই সকল দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়প্রথা এতদ্দেশে প্রচলিত হয়। তৎকালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় হাট, বাজার, রাস্তা, ঘাট প্রভৃতি কিছুই ছিল না। প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইলেও জন সাধারণের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। টাকা পয়সা এক প্রকার দুর্লভ বস্তু ছিল। একটী টাকা সংগৃহীত হইলে তাহা তূলা দ্বারা আবৃত করিয়া মৃৎপাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিত এবং সময় সময় রজতখণ্ড দর্শনে কৃতার্থ মনে করিত।

তৎকালে মজুরের বেতন দৈনিক এক আনার অধিক ছিল না। এই সামান্য উপার্জ্জনে স্বচ্ছন্দে তাহাদের ব্যয়ের সঙ্কুলন হইত। ইংরেজ রাজত্ব হইতেই দ্রব্যজাতের মূল্য বৃদ্ধি ও জন সাধারণের গৃহে অর্থের সমাগম হইতে থাকে।

১৮৩৯—৪০ খৃষ্টাব্দে কাছাড় জিলার মোট আমদানী দ্রব্যের মূল্য ৩৬,৮০০৲ ও রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ১৯,৮৫০৲ হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে কাছাড়ী রাজত্বে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ আরও অনেক কম ছিল।

নিম্নে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের কয়েকটী আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের মূল্যের যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহার তুলনায় কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য আরও কত অল্প ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে।

রপ্তানী দ্রব্য ঃ—	আমদানী দ্রব্য ঃ—
ধান্য—৵১০ প্রতি মণ।	ঘৃত ১৬৲ প্রতি মণ
চাউল—৷৷৴০ ঐ।	তৈল ১০৲ ঐ
ছন—৶০ প্রতি সহস্র গল্লা।	লবণ ৪৲ ঐ
বাঁশ—৲৷৷০ প্রতি সহস্র।	গাঁজা ৫০৲ ঐ
গাভী—৬৲ প্রত্যেকটী।	আফিং ১২৲ ঐ
হস্তী—৩০০৲ ঐ।	লৌহ ১০৲ ঐ

ভূমির বন্দোবস্ত—

কাছাড়ী রাজত্বে প্রজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক্ রূপে বন্দোবস্ত হইত না।

সম্মিলিত একদল লোক এক যোগে রাজার নিকট হইতে ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইত। এইরূপ প্রত্যেক বন্দোবস্ত 'রাজ' নামে অভিহিত হইত। প্রত্যেক রাজ বিভিন্ন 'খেলে' বিভক্ত ছিল। খেলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের কর্ষিত ভূমির রাজস্বের জন্য এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সেই খেলের সমুদয় রাজস্বের জন্য দায়ী হইতে হইত। এক রাজের মধ্যে যতগুলি খেল থাকিত, তাহাদের প্রত্যেকে ঐ রাজের অন্তর্গত অন্যান্য খেলের রাজস্বের জন্যও দায়ী হইতে হইত। ইংরেজ অধিকারের পর হইতে প্রজার সহিত পৃথক বন্দোবস্তের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শাসন প্রণালী—

মাইবং পরিত্যাগের পর কাছাড়ী রাজগণের রাজ্য শাসন-

প্রণালী অনেকটা প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রণালীর অনুরূপ ছিল। মাইবং হইতে খাসপুরে রাজধানী পরিবর্ত্তন কালে অধিকাংশ কাছাড়ীই উত্তর কাছাড়ে রহিয়া যায়। কাছাড়বাসী বাঙ্গালী প্রজাগণের উপর এই নিমিত্ত কাছাড়ী রাজগণ বহু বিষয়ে নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেন। বাঙ্গালী প্রজাগণ তাহাদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সহিত যে নানা বিষয়ে সুবিধা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই।

রাজ্য সম্বন্ধে কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলেই রাজসভা আহূত হইত। এই সভায় প্রত্যেক পরগণা হইতে অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতেন। প্রতি পরগণার প্রতিনিধিগণ বৎসরের প্রারম্ভেই নিযুক্ত হইতেন। তাহাদিগকে এক বৎসর কাল রাজধানীতেই অবস্থান করিতে হইত। রাজধানীতে এরূপ অবস্থান, 'উলে থাকা' বা "উলকাটা" বলিয়া কথিত হইত। রাজ সভায় উত্থাপিত বিষয়, প্রতিনিধিগণের মতামতের উপর অনেকটা নির্ভর করিলেও রাজার আদেশেই মীমাংসিত হইত।

রাজ্য বিভাগ—

সমগ্র রাজ্য কয়েকটী বিভাগে বিভক্ত ছিল। এই বিভাগ গুলি ভৌগলিক নিয়মে পর পর বিভক্ত ছিল না। প্রতি পরগণায় এবং গ্রামে এই সকল বিভাগ দেখিতে পাওয়া যাইত।

সাধারণতঃ বিভাগগুলি রাজা, রাণী প্রভৃতির নামে উৎসর্গীকৃত হইত।

যথা—

বিভাগের নাম	যাহার নামে উৎসর্গীকৃত
খেলমা—	মহারাজ
মহাদেবী—	রাণী
ভিচিংচা—	দেবতা
ডেকাজুবাই—	যুবরাজ
সাংজুবাই—	রাজকন্যা
পাত্রযালা—	পাত্রমিত্র
ব্রহ্মোদ্ভব—	ব্রাহ্মণ
শিবোদ্ভব—	শিব
	ইত্যাদি।

রাজস্ব—

রাজস্ব সংগ্রহের ২২টি উপায় ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করা হইল। যথা—

১। বনকর—রাজ্য হইতে অন্যত্র রপ্তানীকালে গ্রহণ করা হইত।

২। জলকর—

৩। গো, মহিষ ব্যবসায়ের কর—

৪। লবণের খনি—তিলাইন পাহাড়ে, কয়েকটী লবণের খনি বা "খুলী" হইতে লবণাক্ত জল ইক্ষুরসের ন্যায় জ্বাল দিয়া

লবণ প্রস্তুত করা হইত। সময় সময় এই জল রন্ধনেও ব্যবহৃত হইত এবং কলসীপূর্ণ লবণাক্ত জল বিক্রয় হইত। বন্য জন্তুর উপদ্রবে জল প্রায়ই অপরিষ্কৃত হইয়া পড়িত। এই অপরিষ্কৃত ও দুষ্প্রাপ্য লবণের পরিবর্ত্তে বিলাতি লবণ ব্যবহারে জনসাধারণ অভ্যস্ত হইলে পর এই সকল খুলী বন্ধ করা হয়।

৫। ভূমির রাজস্ব—প্রতি 'কুলবায়' বা 'হালে' ১২ কাহন কড়ি রাজস্ব স্বরূপ প্রদান করিতে হইত। প্রতি টাকায় ৫ হইতে ৭ কাহন পর্য্যন্ত কড়ি পাওয়া যাইত।

একটী গরু দিয়া যে পরিমাণ ভূমি চাষ হয় তাহা হাল বা কুলবা নামে নির্দ্দিষ্ট হইত। এক হাল ভূমি ১৪ বিঘা অথবা ৪·৮২ একরের সমান। সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী ১ কেদার ও ক্ষেত্র ১০½ কেদার ভূমিতে অবস্থিত।

বন্ধান—

রাজস্ব ব্যতীত পূজা ও উৎসব উপলক্ষে প্রজাবর্গ রাজবাটীতে নানাবিধ দ্রব্য সরবরাহ করিতে আদিষ্ট হইত। বিনামূল্যে এই প্রকার দ্রব্যজাত সরবরাহ করাকে "বন্ধান দেওয়া" বলে। রাজা হয়ত কোনও উলের প্রতিনিধিকে তাহার রাজ হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাউল, দুগ্ধ, পাঁঠা হাঁস, চড়ুইপাখী কোনও নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। সেই উলের প্রতিনিধি আবার রাজের প্রধান লোকদিগের নিকট পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া

আদেশ পাঠাইতেন। সেই প্রধানগণ আবার নিজের লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রতি খেলে আদেশ পাঠাইতেন। বস্থান দিতে অসমর্থ প্রজাদিগকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করা হইত। উৎপীড়ন অসহ্য হইলে সময় সময় তাহারা বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিত।

চন্দ্রমোহনের কবিতা—

কাছাড়ী জাতীয় কবি চন্দ্রমোহন বর্ম্মণ, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্ব কালে নানাবিধ কবিতা রচনা করেন। কাছাড়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনা হইতে কিঞ্চিৎ হীন হইলেও চন্দ্রমোহনের কবিতা উল্লেখযোগ্য। কাছাড়ী দিগের মাতৃভাষা কাছাড়ী। ইহা বাঙ্গালা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষা। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষা আয়ত্ত করিয়া বাঙ্গালা পদ্য রচনা করা সহজ নহে।

পদ্য মিল করিতে গিয়া 'তুমি ও কাহিনী,' 'রাজা ও মহাতেজা,' 'সভায় ও কাজ নাই,' প্রভৃতি অশুদ্ধ মিল করা হইয়াছে বটে কিন্তু তাৎকালিক অনেক কবির রচনায় এরূপ পদ মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। 'তোমার' স্থানে 'তুমার,' 'লোক' স্থানে 'লুক' 'যুগ' স্থানে 'যোগ,' 'তাহার' স্থানে 'তান' প্রয়োগ দ্বারাও তাহাকে এতদ্দেশীয় কবি বলিয়া বেশ চিনিতে পারা যায়। প্রাচীন রীতিনীতি, আচারব্যবহার প্রভৃতি জানিতে হইলে প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থ আলোচনা

করা আবশ্যক। উদ্ধৃত কবিতায় নরবলির আভাস পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত চন্দ্র মোহন বর্ম্মন রচিত কবিতার কিয়দংশ :—

"হেড়ম্ব রাজার কথা জিজ্ঞাসিলা তুমি।
মন দিয়া শুন কহি অপূর্ব্ব কাহিনী॥
কৃষ্ণ চন্দ্র নামে রাজা হৈড়ম্ব ঈশ্বর।
তার ভ্রাতা গোবিন্দ চন্দ্র এক সহোদর॥
কৃষ্ণ চন্দ্র সম নাহি রাজা পুন্যবান্।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মে মতিমান্॥
না করে প্রজার পীড়া পরহিতকারী।
গো ব্রাহ্মণ পালনকারী দাতা সদাচারী॥
বিক্রমে বিশাল রাজা মহাতেজবান।
বলে মহাবলী হন্ ভীমের সমান॥
চন্দ্র বংশী হন্ রাজা ভীম বংশ জাত।
যুদ্ধে মহা যোদ্ধা রাজা জগতে বিখ্যাত॥
রামচন্দ্র পুত্র যেই কৃষ্ণ চন্দ্র রায়।
পিতামহ (১) সুর দর্প বিদিত সবায়॥
বৃদ্ধ প্রপিতা তান তাম্রধ্বজ রাজা।
মদন জিনিয়া রূপে বলে মহাতেজা॥

(১) কবির প্রদত্ত বংশাবলীর সহিত ঐতিহাসিক সত্যের ঐক্য নাই।

বৃদ্ধ প্রপিতামহী চন্দ্রপ্রভা রাণী।
তাহার রূপের কথা অকথ্য কাহিনী॥
রাজার মরণে রাণী পুত্রে করি রাজা।
পুত্র সম পালিলেন রাজ্যে যত প্রজা॥
চন্দ্রিমা জিনিয়া রূপে জাতিতে পদ্মিনী।
লক্ষ্মী সরস্বতী সমা জগত মোহিনী॥
নারদী পুরাণ যেই ভাষা করাইলা।
বিরচিতে বাচস্পতি ভট্টে আজ্ঞা দিলা॥
বিরচিয়া ধর্ম্মকথা নারদী পুরাণ।
পুরস্কার (২) পাইল ভট্ট হইল ধনবান॥
বাচস্পতির রাজ সম্মান দেখি রাজগুরু।
অন্তরে হইল ক্ষুণ্ণ কমোবক্ষ (?) গুরু॥
বাচস্পতির জন্য আমি হইলাম অপমান।
আমা হইতে হইল ইহার অধিক সম্মান॥
বাচস্পতি থাকে যদি রাজার সভায়।
তবে আমি জিয়ন্তে থাকিয়া কাজ নাই॥
রাজগুরু ধামাদির বাক্য শুনিয়া রাজন।
বাচস্পতি ভট্টে দূর করি দিল ততক্ষণ॥

(২) কথিত আছে গ্রন্থ সমাপ্তি হইলে বাচস্পতি দক্ষিণা স্বরূপ একটি হস্তী প্রার্থনা করেন। হস্তী আরোহণে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহার কীর্ত্তি ব্যাপ্ত হইবে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের এরূপ প্রার্থনা পূরণ করিতে হইলে হস্তিশালা শূন্য হইয়া যাইবে, ধামাদিগুরু এই সূত্রে আপত্তি উত্থাপন করিয়া হস্তীর মূল্য স্বরূপ ১০০৲ একশত টাকা দান করিতে রাজাকে পরামর্শ দেন। বাচস্পতি ইহাতে বিরক্ত হইয়া রিক্ত হস্তে নিজ দেশ ইটায় চলিয়া যান।

ক্রোধ করি বাচস্পতি ব্রহ্মসাপ দিল।
সেই সাপে রাজগুরুর বংশ নাশ হইল॥

* * *

এথায় (৩) হেড়ম্ব দেশে সুরদর্প রাজা।
আশ্বিনে প্রতিমা গড়ি করে দুর্গাপূজা॥
সেই কালে রণচণ্ডী পূজে নৃপবর।
মেষ মহিষ বলি দেয় নিরন্তর॥
পূর্ব্বপর কৌলিক রাজ্য ব্যবহার আছে।
অষ্টমীতে নরবলি দেয় দেবী কাছে॥
এই হেতু রাখে লোক নিযুক্ত করিয়া।
সামান্য প্রজাকে আনে তাহারা ধরিয়া॥
সেই সে সময় আসি হইল উপস্থিত।
নরধৃত (৪) লোক সব বাহিরয় ত্বরিত॥
নরতল্লসিয়া তারা বহুদূর যায়।
নরধৃত করিবারে ছিদ্র নাহি পায়॥
পূজার সময় আর অল্প দিন আছে।
নর বলি না পাইলে রাজা কাটে পাছে॥
এই ভয়ে ধৃতকগণ চিন্তিত অন্তরে।
হেন কালে ব্রাহ্মণকে দেখিলেক দূরে॥
সবে যাইয়া বেড়িয়া ধরিল ব্রাহ্মণেরে।
মুখে বস্ত্র আচ্ছাদিয়া বান্ধিলেক পরে॥

(৩) উত্তর কাছাড়ে, কাছাড়ী রাজধানী মাইবং।

(৪) সাধারণ লোকে ইহাদিগকে "খুচি ধরা" বলিত।

হস্ত পদ আটিয়া বান্ধিল দৃঢ় করি।
নগুণ ফেলায় ছিড়ি দুষ্ট সবে ধরি॥
ধরিয়া লইয়া গেল দুষ্ট পাপিগণ।
নির্জ্জন ঘরেতে রাখে করিয়া বন্ধন॥
মেল মণ্ডবের কাছে চণ্ডী মণ্ডপ ঘর।
তাব সন্নিধানে আছে ছোট এক ঘর॥
সেই ঘরে বন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণেবে।
প্রহরি সকলে রাখে সযতণ করে॥
সুরদর্প মহারাজা মহাপুণ্যবান্।
প্রতিদিন শুনে রাজা ভাগবত পুবাণ॥
পুবাণ পঠন করে গুরু মহাশয়।
পাত্র মিত্র সহ রাজা শ্রবন করয়॥
একদিন বসি রাজা মেলমণ্ডপ ঘবে।
ভাগবত মহাপুবাণ গুরু পাঠ করে॥
ব্রাহ্মণ দুঃখিত অতি থাকিয়া বন্ধনে।
দুনয়নে বহে নীর দুঃখ পাইয়া মনে॥
সংস্কৃত পড়িয়া শ্লোক ভাষিত কবিতে। (৫)
শুদ্ধ কি অশুদ্ধ ভট্ট বিচারেন চিত্তে।
যখন ধামাদিগুরু বিশুদ্ধ পাঠ করে।
হুহু শব্দ উচ্চারণ করে লঘুস্বরে॥
অশুদ্ধ হইলে পাঠ হা হা করি কয়।
এইরূপে বারম্বার শব্দ প্রকাশয়॥

(৫) কথিত আছে উৎসর্গমন্ত্রের উচ্চারণ শুদ্ধ হইতেছিল না।

শুনি সুরদর্প রাজা হইল বিস্ময়।
বল এই ঘরে কেবা প্রহরিয়ে কয়॥
আনহ তরিতে তারে আমার নিকটে।
রাজ আজ্ঞা পাইয়া দূত আনে দ্রুত গতে।
দেখি বিস্ময়াপন্ন হইল রাজন॥
শীঘ্র করি করাইল বন্ধন মোচন।
মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণে নাহি কহে বাণী।
নগুণ নাহিক অঙ্গে দেখায় আপনি॥
প্রকাব করিয়া হাতে সকল জানায়।
পূজিয়া ধামাদি গুরু নগুণ যোগায়॥
পবিত্র ধারণ করি অঙ্গে আপনার।
রাজ গুরু ধামাদিয়ে করে নমস্কার॥
সুরদর্প মহারাজে আশীর্ব্বাদ করে।
সেইকালে বাচস্পতি শ্লোক এক পড়ে॥

একাদশ অধ্যায়।

রাজা গোবিন্দচন্দ্র (ইরাকৃডাও)।

(১৮১৩-৩০ খৃঃ)

রাজ্য লাভ—

গোবিন্দচন্দ্রের বাল্যাবস্থায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা লক্ষ্মীচন্দ্র মানব লীলা সম্বরণ করেন। আনুমানিক ৩৫ বৎসর

বয়সে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৭ বৎসর রাজত্বের পর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি আততায়ী হস্তে নিহত হন। এই ১৭ বৎসরের ইতিহাস বড়ই বিষাদজড়িত। গোবিন্দচন্দ্রের পুনঃ পুনঃ পলায়ন, মণিপুরী ও মগের আক্রমণ এবং অরাজকতায় কাছাড় রাজ্য প্রায় জনমানব শূন্য হইয়া পড়ে। রাজত্বের প্রথম ৫ বৎসর একপ্রকার নিরুপদ্রবেই কাটিয়া যায়। তৎপর মণিপুরি ও মগের আক্রমণে প্রায় ৬ বৎসর কাল তিনি রাজ্যভ্রষ্ট থাকেন। অবশেষে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, সন্ধির সর্ত্তানুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজ্যে স্থাপিত হইয়া তিনি জীবনের অবশিষ্ট কাল হরটিকরে রাজত্ব করেন। এই স্থানেই ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তঘাতক হস্তে তাঁহার জীবনলীলা সমাপ্ত হইয়াছিল।

বিবাহ—

এরূপ প্রবাদ আছে যে কৃষ্ণচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই রাণী ইন্দুপ্রভার সহিত গোবিন্দচন্দ্রের অবৈধ প্রণয় ছিল। রাজ্য লাভ করিয়াই তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা পত্নী ইন্দুপ্রভাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রকলা, টুবাং ডি, লক্ষ্মী ডি, তইন ডি, প্রভৃতি কাছাড়ী জাতীয় রাণীগণ বর্ত্তমান থাকিতেও ইন্দুপ্রভাই প্রধানা মহিষী রূপে গৃহীতা হইয়াছিলেন।

চরিত্র—

মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে কালাইন পরগণার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবককে

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দান করিয়া তিনি উক্ত ব্রাহ্মণকে ''বিদ্যা-লঙ্কার'' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার রচিত "গোবিন্দ কীর্ত্তন" এবং "মহা রাসোৎসব-লীলামৃত" গ্রন্থদ্বয় তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং লিপি কৌশলের সাক্ষ্য দিতেছে। পণ্ডিতবর্গের তর্কযুদ্ধ তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। সময় সময় নিজেই মধ্যস্থ হইতেন। তর্কযুদ্ধে যাঁহাবা পবাভূত হইতেন বিজয়ীপক্ষ তাঁহাদের উপর নিজ নিজ আসন ঝাখিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন।

বাজার আদেশ পত্রাদি হইতেও তাঁহাব সংস্কৃত ভাষানুবাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ঃ—

"৺ সুধাকরকুলোদ্ভব পাণ্ডুবংশপ্রভূষিত প্রথিতকীর্ত্তিমণ্ডল ভূপালবৃন্দবন্দ্য শ্রীশ্রীযুক্ত হৈড়ম্বাধীশ্বব শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ মহা বাজাধিরাজ বাজেন্দ্র নৃপকুলচুডামণি-বাহাদুরস্যাজ্ঞাপ্রমাণপত্রমিদং" ইত্যাদি।

বাজা গো এবং দেবদ্বিজে ভক্তিমান ছিলেন। যাহাতে তাঁহার রাজ্যে ব্রাহ্মণ ও গো জাতির প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না হয় তৎপ্রতি তিনি যত্নশীল ছিলেন। এমন কি এ বিষয়ে তত্ত্বাবধানের জন্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গো প্রাসে কৃষি করিলে কিম্বা গাভী দ্বারা হল কর্ষণ করিলে বিশেষ শাস্তি প্রদান কবা হইত।

মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের চরিত্রদোষ ছিল। কথিত আছে সুন্দরী পুরনারীগণ তাঁহার ভয়ে গায়ে ভস্ম মাখিয়া ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া নিজ নিজ সৌন্দর্য্য সযত্নে ঢাকিয়া রাখি-

তেন। কাহারও সৌন্দর্য্যের বর্ণনা মহারাজের কর্ণে পৌঁছিলে তাহার আশঙ্কার অনেক কারণ হইত।

গোবিন্দচন্দ্রের উপাধি বিতরণ—

গোবিন্দচন্দ্র জ্যেষ্ঠের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজধানী খাশপুব হইতে দুধপাতলী গ্রামে পরিবর্ত্তিত করেন। তৎপর তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাবিত উপাধিপ্রদানব্যাপার সম্পন্ন করেন। ২১ শে শ্রাবণ ১৭৩৯ শকাব্দ (১৮১৭ খৃঃ) উপাধিদান কায্য আরব্ধ হয়। এই অভিনব উপায়ে রাজকোষে বিস্তর অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, হীদ্‌লা, পাটুনী, নাথ প্রভৃতি হিন্দু এবং মুসলমান প্রজাবর্গ, চৌধুরী, মজমদাব,লস্কব,এবং ভূইযা এই চাবি প্রকার উপাধি লাভ করে।

উপাধি গুলির মূল্য যথা ক্রমে ১০০৲, ৫০৲, ২৫৲, ও ১৫৲ টাকা ধায্য হয়। প্রত্যেক বিভাগের উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করিযা রাজা এক একটী 'ফরমান' দেন। এই ফবমান ১৫ × ২৫ ইঞ্চি আকারেব ভূটিয়া কাগজে লিখিত হয়।

তৎপব দুই বৎসর পয্যন্ত আরও বহু লোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক এক খণ্ড ভূটিয়া কাগজে লিখিত উপাধি লাভ করে। শেষোক্ত আদেশ পত্র 'অভয়' নামে কথিত হইত। খেলমা, মহাদেবী প্রভৃতি বিভাগের যে বিভাগে উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাস করিতেন তাহাকে সেই বিভাগের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক নিজ উপাধি পরিচয় প্রদান করিতে হইত। যথা ঃ—খেলমা চৌধুরী, খেলমা লস্বর ; ডেকা ভূইয়া, ডেকা লস্কর, বড় জুরাই, বড় লস্কর ইত্যাদি।

বিভিন্ন বিভাগে প্রদত্ত উপাধির বিবরণ—

১। বড় খেলমা—মজুমদার, লস্কর ও বড় ভূইয়া।

২। ছোট খেলমা—নাদের মজুমদার, লস্কর ও ভূইয়া। উপরোক্ত দুই খেলের উপাধি রাজার নামে উৎসর্গীকৃত তালুকের উপর প্রদত্ত হইত।

৩। মহাদেবী—মজুমদার লস্কর, মহাদেবী ও বড় ভূইযা। এই খেলের উপাধি রাণীর বক্‌সা তালুকে।

৪। ধূমকরি—মজুমদার।
এই খেলের উপাধি রাজমাতার বক্‌সা তালুকে।

৫। ডেকা জুরাই—ডেকামজুমদার, লস্কব ও ভূইযা।
যুবরাজের বক্‌সা তালুকে।

৬। ভিচিং চা—বিশুঘরি মজুমদার, লস্কর ও বড় ভূইয়া।
দেবতার বক্‌সা তালুকে।

৭। বড় জুবাই—রাজার জ্যেষ্ঠা কন্যার বক্‌সা তালুক।

৮। ডেকা জুরাই—রাজার মধ্যমা কন্যার বক্‌সা তালুকে।

৯। ছোট জুরাই—রাজার কনিষ্ঠা কন্যাব বক্‌সা তালুকে।

১০। মহাপাত্র—ধামান্দি মজুমদাব।
রাজার গুরুর বক্‌সা তালুকে।

১১। ঘনিয়ালা—ঘনি মজুমদার, লস্কর, ভূইয়া।
ছোট রাণীর বক্‌সা তালুকে।

১২। পাত্রয়ালা—পাত্র ভূইয়া, নওয়ার ভূইয়া।
পাত্র মিত্রগণের বক্‌সা তালুকে।

১৫। পাটওয়ারী—পাটকুরিমজুমদার, লস্কর, ভূইয়া।

মহারাজার পাটওয়ারীর বক্সা তালুকে।

উপাধি ভূষিত ব্যক্তিগণ নিজ মর্য্যাদা অনুসারে উত্তম "খেস-কম্বল" প্রভৃতি পোষাক পরিচ্ছদ; সোনা রূপার খাড়ু এবং ধবলছত্র ব্যবহার করিতে পারিতেন। তাঁহারা অশ্ব প্রভৃতিবও ব্যবহার করিতে পারিতেন। রাজ-পরিবার ভিন্ন অপরের দোলা আরোহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। উপাধিশূন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ রাজাজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সময় সময় উপরিউক্ত অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইতেন। এই বিষয়ে অনধিকাব চর্চ্চা করিলে নানারূপ লাঞ্ছনা * ভোগ করিতে হইত।

তুলারাম সেনাপতি (তুলসী)—

সেনাপতি তুলারাম বীরপুরুষ ছিলেন—কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে মধুচন্দ্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধে, তিনি যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেন। বাজপাত্রগণ সকলেই তুলারামকে ভয় করিতেন এবং তাঁহাব সম্মানে ঈর্ষান্বিত থাকিতেন। রাণী ইন্দুপ্রভা সর্ব্বদা গম্ভীর সিংহের প্রশংসা কবিতেন। কথিত আছে পূর্ব্বে তুলারাম যে সময়ে উত্তব কাছাড়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তৎসময়ে মৃগয়া-

* একদা একব্যক্তি আপনার নব পরিণীতা স্ত্রীকে লইয়া কোন গ্রামের মধ্য দিযা যাইতেছিল। স্ত্রীর নাকে সোনার নৎ আছে এই সংবাদ অবগত হইয়া স্থানীয় চৌধুরী অনধিকার চর্চ্চার জন্য নৎ খুলিয়া নেন। অনধিকারী জুতা পাযে দিলে, জুতা গলায় পরাইয়া দেওযা হইত, অশ্বারোহণ কবিলে, উল্টা ভাবে ঘোড়ায় চড়াইয়া দেওযা হইত।

কালে এক বন্যহস্তী শুণ্ড তুলিয়া তাহাকে অভিবাদন করে, এই জনশ্রুতি গোবিন্দচন্দ্রের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করিল। তুলারামকে সেনাপতি পদ হইতে অপসারিত করা স্থির হইলে পর গোবিন্দচন্দ্র একদিন গড়ে বেষ্টিত একটী বন্য বরাহ দেখাইয়া তাহাকে বলিলেন—"সেনাপতি! সকলেই আপনার বীরত্বের প্রশংসা করে। নিরস্ত্র হইয়া এই বরাহটী আমার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিলে প্রজাবর্গ আপনার বীরত্ব দেখিয়া উৎসাহিত হইবে।"

তুলারাম তরবারি অথবা রজ্জু সহ গড়ের ভিতর প্রবেশ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, রাজা বলিয়া উঠিলেন—"সেনাপতি! এই ভাবে এ কার্য্য অনেকেই পারিবে। আমরা আপনার বীরত্ব দেখিতে ইচ্ছা করি।" রাজার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াও তিনি গড়ের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ দ্বারা দাঁতাল বরাহটী বন্ধন করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিলেন। রাজ সমীপে থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া তুলারাম উত্তর কাছাড়ে গমন করিলেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে তথায় একটী রাজ্য স্থাপন করিলেন। উপরোক্ত সেনাপতি অভাবে গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যের মহা অনিষ্ট ঘটিল।

সৈনিক বিভাগ—

গোবিন্দচন্দ্রের সৈনিক বিভাগ বড়ই দুর্ব্বল ছিল। তুলারামের অভাবে সৈনিক বিভাগের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে। কাছাড়ী রাজধানী খাসপুরে পরিবর্ত্তনকালে

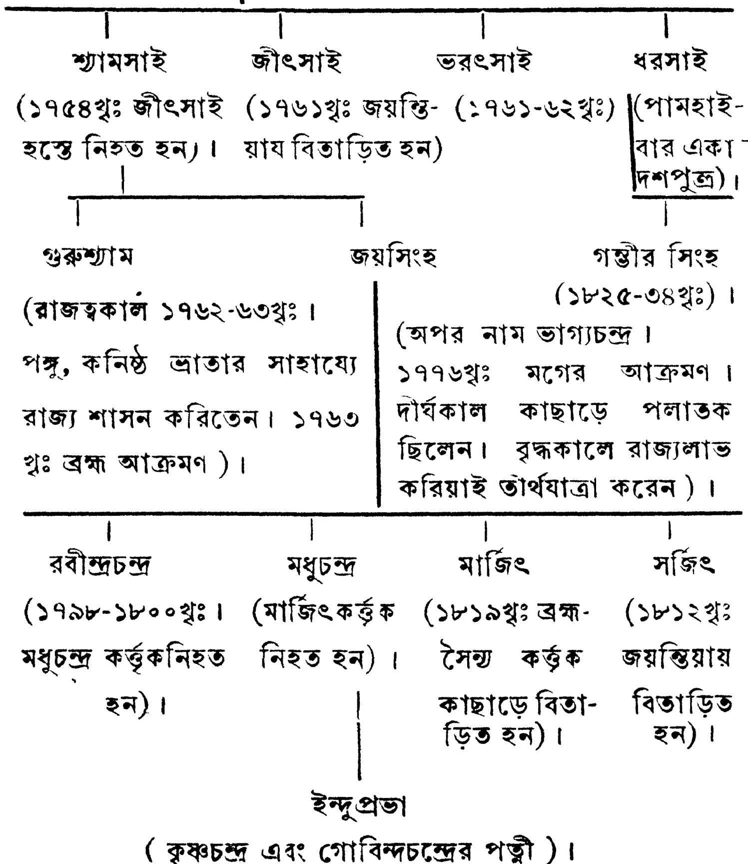
কাছাড়ী জনসাধারণ উত্তর কাছাড়েই রহিয়া যায়। এমতাবস্থায় প্রত্যেক "রাজ" হইতে সংগৃহীত অনিচ্ছুক কৃষিজীবি সৈন্য দ্বারা রাজ্য সংরক্ষণ করা দুরূহ ব্যাপার। শত্রুর আগমনসংবাদ প্রচার হইবা মাত্রই প্রজাগণ যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইত। এই প্রকার বিপদের সময় নিরীহ প্রজাবৃন্দকে শত্রুমুখে রাখিযা রাজাও পলায়ন করিতেন। এইরূপ পলায়নকে এ দেশে "ভাগান" বলা হয়। ভাগানের সময় শস্যক্ষেত্র, আবাসভূমি এমন কি মাতাপিতা শিশু সন্তান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কবিয়া কঠিন হৃদয়ে যে যেদিকে পারিত পলায়ন করিত। মণিপুবী ভাগান, পীড়ের ভাগান, মগের ভাগান সম্বন্ধে বৃদ্ধদিগের নিকট যে সকল হৃদয় বিদারক কাহিনী শুনা যায় তাহাতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কাছাড়ে মনিপুরী রাজত্ব।

মনিপুরে অরাজকতা—

মনিপুর-রাজ পামহাইবার মৃত্যুর পর মণিপুর রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। নিম্নে প্রদত্ত বংশাবলী ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে তৎকালীন অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে:



পাম হাইবা (অপর নাম গরীব নওয়াজ। রাজত্বকাল ১৭১৪-৫৪ খৃঃ। ইনি পিতৃহত্যা করিয়া রাজ্যলাভ করেন এবং স্বয়ং পুত্র জীৎ-সাই হস্তে নিহত হন।)
শ্যামসাই (১৭৫৪খৃঃ জীৎসাই হস্তে নিহত হন)।
জীৎসাই (১৭৬১খৃঃ জয়ন্তি-য়ায বিতাড়িত হন)
ভরৎসাই (১৭৬১-৬২খৃঃ)
ধরসাই (পামহাই-বার একা-দশপুত্র)।
গুরুশ্যাম (রাজত্বকাল ১৭৬২-৬৩খৃঃ। পঙ্গু, কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে রাজ্য শাসন করিতেন। ১৭৬৩ খৃঃ ব্রহ্ম আক্রমণ)।
জয়সিংহ (অপর নাম ভাগ্যচন্দ্র। ১৭৭৬খৃঃ মগের আক্রমণ। দীর্ঘকাল কাছাড়ে পলাতক ছিলেন। বৃদ্ধকালে রাজ্যলাভ করিয়াই তীর্থযাত্রা করেন)।
গম্ভীর সিংহ (১৮২৫-৩৪খৃঃ)।
রবীন্দ্রচন্দ্র (১৭৯৮-১৮০০খৃঃ। মধুচন্দ্র কর্ত্তৃকনিহত হন)।
মধুচন্দ্র (মার্জিৎকর্ত্তৃক নিহত হন)।
মার্জিৎ (১৮১৯খৃঃ ব্রহ্ম-সৈন্য কর্ত্তৃক কাছাড়ে বিতা-ড়িত হন)।
সর্জিৎ (১৮১২খৃঃ জয়ন্তিয়ায় বিতাড়িত হন)।
ইন্দুপ্রভা
(কৃষ্ণচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী)।

মণিপুরের রাজবংশীয়েরা রাজ্যলাভ বাসনায় পুত্র পিতৃ শোণিতে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ সহোদরের রক্তে হস্ত কলুষিত করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন বীভৎস ঘটনা জগতের ইতিহাসে অতি বিরল হইলেও মণিপুরে এই সকল দুর্ঘটনা বহুবার সংঘটিত হইয়াছিল।

রাজ্যে এবম্বিধ অরাজকতা, তদুপরি মগের আক্রমণ ও অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রজাগণ দলে দলে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, এমন কি সুদূর ঢাকা নগরী পর্য্যন্ত যে যেখানে পারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তৎকালে কাছাড়ের পূর্ব্বাংশ একটী মণিপুরী উপনিবেশে পরিণত হয়। বর্ত্তমান সময়েও কাছাড় জিলায় প্রায় ৩০ সহস্র মণিপুরী বাস করিতেছে।

কাছাড়ে মণিপুরী প্রাধান্য—

মণিপুররাজ মধুচন্দ্র, সজিৎসিংহ ও মার্জ্জিৎসিংহ এই দুই ভ্রাতার চক্রান্তে নিজ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া কাছাড়ে আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র মণিপুর রাজপরিবারের এই বিরোধে হস্তক্ষেপ এবং তৎপর মধুচন্দ্রের কন্যা ইন্দুপ্রভাকে বিবাহ করায় মহা অনর্থের সূত্রপাত হইল। পরে গোবিন্দনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাণী ইন্দুপ্রভাকে স্বয়ং পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। *

* কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থ পর্য্যটনকালে যুবরাজ গোবিন্দনারায়ণের সহিত ইন্দুপ্রভার অবৈধ প্রণয় জন্মে। কৃষ্ণচন্দ্র তীর্থ হইতে আসিয়া রাণীকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই।

ইন্দু প্রভার মাতা ও দুই ভ্রাতা এবং অন্য আর ও অনেক মণিপুরী কাছাড় রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কাছাড়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে রাজ্য মধ্যে মণিপুরীদিগের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

মার্জিতের সহিত কাছাড় রাজপরিবারের বিরোধ—

মধুচন্দ্রের মৃত্যুর পর মার্জিৎসিংহ মণিপুরসিংহাসন লাভ করেন, কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল নিরুপদ্রবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন না। অল্পকাল মধ্যে সর্জিৎসিংহ তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। তখন তিনি সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি কবিয়া তীর্থ পর্য্যটন সঙ্কল্পে মণিপুর পরিত্যাগ করেন। একদা পথি-মধ্যে কাছাড়রাজ্যে তাঁহাব প্রিয় মণিপুরী অশ্ব মুক্ত কবিয়া মধ্যাহ্নকালে তিনি বিশ্রাম করিতে ছিলেন। ইতি মধ্যে অশ্বটী বিচরণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমন করিলে পব. যুবরাজ গোবিন্দনারায়ণের আদেশে কাছাড়ী কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক অশ্বটী ধৃত হয়। অনুসন্ধানে মার্জিৎ সিংহ অবগত হইলেন যে কাছাড় রাজের বিনা অনুমতিতে অশ্বারোহণে রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করায় যুবরাজের আদেশে অশ্ব ধৃত হইয়াছে। এই অপমানের প্রতিশোধকামনায় তিনি তীর্থ যাত্রার সঙ্কল্প পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মরাজের শরণাপন্ন হইলেন। ১৮১২খৃঃ ব্রহ্ম-রাজের সাহায্যে তিনিনিজ রাজ্যে পুনঃ স্থাপিত হইলে পর সর্জিৎ সিংহ জয়ন্তিয়ায় এবং গম্ভীর সিংহ কাছাড়ে গোবিন্দ নারায়ণেব আশ্রয়ে কালাইন পরগণায় অবস্থান করিতে থাকেন। তৎ-

কালে কাছাড়রাজ গোবিন্দনারায়ণ স্বীয় সেনাপতি তুলারামের প্রাধান্যে বিপদ আশঙ্কা করিতে ছিলেন। অনতিবিলম্বে গম্ভীর সিংহকে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতনে সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল। এদিকে মার্জিৎসিংহ পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ মানসে কাছাড় আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি সেনাপতি গম্ভীর সিংহের এবং জয়ন্তিয়া হইতে আগত সর্জিৎ সিংহের বীরত্বে পরাজিত হইয়া মণিপুরে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

গোবিন্দ নারায়ণের সৈন্যবল ছিল না। তাঁহার চরিত্রবল ও অতি অল্পই ছিল। যুদ্ধাবসানে মণিপুরী ভ্রাতৃদ্বয় সহজেই প্রভূত ক্ষমতা লাভে সমর্থ হইলেন। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত গোবিন্দনারায়ণ, এই সময় হইতে নামমাত্র রাজা ছিলেন। মণিপুরী ও পার্ব্বত্য জাতি সমূহের ঘন ঘন আক্রমণ, লুণ্ঠন ও অত্যাচারে নিরীহ প্রজাবর্গ এক প্রকার ঘোর অশান্তিতে পতিত হইল। সুনিয়ন্ত্রিত প্রবল রাজশক্তির প্রভাবে বাস করার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্রই প্রবল। কাছাড়ী রাজার নিকট প্রতীকার পাইবার কোন আশাই ছিল না। বিপদের সময় তিনিই সর্ব্বাগ্রে পলায়ন পর হইতেন। শান্তির ভিত্তি দৃঢ় না হইলে পরিবার, পরিজন ধন সম্পত্তি কিছুই নিরাপদ নহে ভাবিয়া কাছাড়ের প্রজাবর্গ অবশেষে নির্দ্ধারণ করিলেন যে শত্রু দমনে অপেক্ষাকৃত সুদক্ষ মণিপুরী ভ্রাতৃদ্বয়কে কাছাড়ের সিংহাসনে স্থাপিত করিলে কাছাড়ের শান্তি ও উন্নতি সংঘটিত হইবে। গুলুমিঞা, বর্জ্জুরাম প্রভৃতি কাছাড়ের নেতৃবর্গ গম্ভীর সিংহের সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। গম্ভীর সিংহ

হঠাৎ রাজপাট (রাজপুরী) আক্রমণ করিলেন। গোবিন্দ নারায়ণ উত্তর কাছাড়ে পলায়ন করায় বিনা যুদ্ধে কাছাড়ের সমতলভাগ মণিপুরীদিগের হস্তগত হইল। ইহার অল্প পরে ১৮১৯খৃঃ ব্রহ্মরাজের আনুগত্য অস্বীকার করায়, মার্জিৎসিংহ ব্রহ্মরাজ কর্তৃক বিতারিত হইয়া সর্জিৎ ও গম্ভীর সিংহের সহিত কাছাড়ে মিলিত হইলেন।

কাছাড়রাজ্য ইতিপূর্ব্বেই দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তিন অংশে বিভক্ত হইল। এই সময় হইতে ১৮২৩খৃঃ পর্য্যন্ত কাছাড়ের সমতল ভাগ ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে বিভক্ত ছিল। তাঁহারা পৃথক পৃথক রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। গম্ভীর সিংহ তিলাইন পাহাড়ের পশ্চিমদিক প্রাপ্ত হইয়া গুম্‌রাতে, মার্জিৎ সিংহ হাইলাকন্দি প্রাপ্ত হইয়া ঝাপিরবন্দ নামক স্থানে এবং সর্জিৎ সিংহ তিলাইন পাহাড়ের পূর্ব্বাংশ প্রাপ্ত হইয়া সোনাইমুখের নিকটবর্ত্তী ডুঙ্গুরীরপাঁর নামক স্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

মণিপুরী রাজত্বে পলাতক গোবিন্দ নারায়ণ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সহায়তা লাভ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অপর রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হওয়ায় মণিপুরীদিগকে তাড়াইবার জন্য তাঁহাকে অগত্যা ব্রহ্মরাজের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। ১৮২৩খৃঃ ব্রহ্মরাজ গোবিন্দ নারায়ণকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়া আসাম উপত্যকার ব্রহ্মদেশীয় শাসন কর্ত্তাকে কাছাড় আক্রমণের আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

ব্রিটিশ রাজ্যের সন্নিকটে প্রবল শত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনায় গভর্ণমেণ্ট আর নিরপেক্ষ থাকিতে পারিলেন না। গম্ভীর সিংহের সহিত সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। কিন্তু তিনি গবর্ণ-মেণ্টের সর্ত্তগুলি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। অতঃপর গোবিন্দ নারায়ণের সহিত পরামর্শ আরম্ভ হইল। গবর্ণমেণ্ট গোবিন্দ নারায়ণকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হওয়ায় তিনি শ্রীহট্টে আশ্রয় লাভ করেন। অত্যল্পকাল মধ্যে মণিপুরী ভ্রাতৃত্রয়ও ব্রহ্ম সৈন্যের ভয়ে কাছাড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহট্টে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। এইরূপে কাছাড়ে মণি-পুরী রাজত্বের অবসান ও গোবিন্দ নারায়ণের রাজ্যে পুনঃ স্থাপিত হইবার সূত্রপাত হইল।

গুলু মিঞা—

মণিপুরী রাজত্বে গুলু মিঞা নামক জনৈক মুসলমান কাছাড়ে প্রভূত ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁহার পিতামহ জুমাই খাঁ, লক্ষ্মীচন্দ্রের রাজত্ব কালে অগুরু ব্যবসায়ে ঘাগরা ও রাঙ্গির খারি হইয়া মৈষাবিলের চতুষ্পার্শে মূল্যবান অগুরুকাষ্ঠ প্রাপ্ত হন। তৎকালে উহার পশ্চিমে রাঙ্গির খারি ও অপর তিন দিকে বরাক নদী প্রবাহিত ছিল। রাজাদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি শ্রীহট্ট হইতে বহু লোকজন সহ এইস্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। স্থানটী চতুর্দ্দিকে জল প্রণালী বেষ্টিত সুতরাং বেরেঙ্গা নামে পরি-চিত হইল। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে গুলুমিঞা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শৈশব হইতেই অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্ন ও আত্মাভিমানী

ছিলেন। মণিপুরী রাজত্বের প্রারম্ভে গম্ভীর সিংহ গুলুমিঞা হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ তিনি কাছাড়ের নবাব এই উপাধি এবং অপরাধিগণের বেত্রাঘাত ও অর্থদণ্ডের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি পর্য্যায়ক্রমে গুমরা, ঝাপির বন্দ, ও ডুঙ্গুরীপার বিভাগত্রযে প্রতি রাজেব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পরামর্শানুসারে বিরোধ নিষ্পত্তি করিতেন। অর্থ দণ্ড করিয়া যাহা সংগৃহীত হইত তাহা রাজবংশীয় আর্থিক হীনাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হইতেন। রাজস্বের প্রতি কাহনে ৫১০ গণ্ডা তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপ নির্দ্ধারিত ছিল। আরি মামুদের পুত্র নকি মিঞা নামক জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাহার কন্যার বিবাহ হয়। গুলু মিঞা বৈবাহিকার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কৌশলে সর্জ্জিৎ সিংহের সাহায্যে লক্ষীপুরের নিকটস্থ "গাধা গাধী" পাথরে বৈবাহিকের শিরশ্ছেদ করাইয়া বৈবাহিকাকে স্বয়ং বিবাহ করেন। এই দুঃসাহসে কাছাড়বাসী স্তম্ভিত হইয়াছিল।

মণিপুরী জাতীর বিবরণ—

মণিপুররাজ্য কাছাড় ও ব্রহ্ম দেশের মধ্যভাগে অবস্থিত। উপত্যকা ভূমি ও চতুর্দ্দিকবর্ত্তী পর্ব্বতমালা এই দুই অংশে মণিপুর রাজ্য গঠিত। উপত্যকায় মণিপুরী জাতি ও পার্ব্বত্য ভূভাগে নাগা, কুকী প্রভৃতির বাস। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফাল নগরী. কালানাগা পথে শিলচর হইতে ১০৩ মাইল দূরবর্ত্তী।

মণিপুরী জাতি অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার সন্তানরূপে এতদ্দেশে

পরিচিত। এ সম্বন্ধে সংস্কৃত মূল মহাভারতের বঙ্গানুবাদ এবং ধরণী সংহিতা নামক মণিপুরীদিগের মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

১। "বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর ইন্দ্রাত্মজ অর্জ্জুন...হিমাচলের পার্শ্বদেশে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অগস্ত্যবট বশিষ্টপর্ব্বত ও ভৃগু তুঙ্গে গমন করিয়া পরম পবিত্রতা লাভ করিলেন। ...হিরণ্যবিন্দুর তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক অনেকানেক পুণ্যস্থান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে বিপ্র সমভিব্যাহারে হিমগিরি হইতে অবতীর্ণ হইয়া উৎসুক-মনে পূর্ব্বদিক্ দর্শনে যাত্রা করিলেন। এইরূপে নন্দা, অপর নন্দা, কৌশিকী গঙ্গা প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ পর্য্যটন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, ও কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদে যে সকল তীর্থ, দেবালয় ও সিদ্ধস্থান আছে অর্জ্জুন সর্ব্বত্র গমন দর্শন ও ধনদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরা কলিঙ্গ রাজ্যের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অত্যল্পমাত্র সহায়সম্পন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি কলিঙ্গদেশ ও তত্রত্য পুণ্যতীর্থ সকল অতিক্রম করিয়া সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী অবলোকন করিতে করিতে চলিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুন তাপসগণপরিশোভিত মহেন্দ্র পর্ব্বত নিরীক্ষণ করিয়া মহাসাগরের উপকূলমার্গে মণিপুর গমন করিলেন।"—আদিপর্ব্ব। পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।"

২। "মধ্যদেশ মহারম্যমনন্তেন বিনির্ম্মিতং
অপারমহিমাযুক্তম্পুণ্যপুঞ্জসমাশ্রয়ং
তত্র রম্যে সমাসীনৌ পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ
বিভ্রমন্তৌ তদা তস্মিন্ ক্রীড়ন্তৌ কাননেঽনিশং
অবণ্যশোভনং দৃস্ট্বা বিবিধ কুসুমৈর্যুতং
শঙ্করকল্পিত স্তস্মাদরণ্যনগরস্ততং
পার্ব্বতী মেখলা তত্র বিভ্রাজন্তি সমন্ততঃ
তস্মাত্তদ্দেশতঃ সংজ্ঞা মেখলী পরিকীর্ত্তিতা
তয়োঃ ক্রীড়াং সমালোক্য সর্ব্বদেবাধিমূর্চ্ছিতাঃ
তত্রাবণ্যে মহারম্যে পুষ্পবৃষ্টি মুহুর্মুহুঃ
অনন্তবদন স্তত্র সমাগত্য তদগ্রতঃ
প্রকটযন্ ফণীন্তত্র ননর্ত্ত স যথাসুখং
মণিমালা সমাযুক্তাৎ মণিনাম্পরিভ্রাজনাৎ
মণিপুরং ততঃ খ্যাতং ততোনান্যদ্ধি ভাবত
পুণ্য তীর্থ মহালীঢ়ং নানা রত্ন বিরাজিতং
গন্ধর্ব্বৈঃ পরিব্যাপ্তন্তৎ গাননৃত্য কোলাহলং
তবাস্থ পুরুষঃ পার্থস্তীর্থ সম্ভ্রমনে নৃপ।
মণিপুরেশ্বরম্ ভূপম সন্দর্শনো ভবৎ পুরা।
—ধরণী সংহিতায়াং নারদ জন্মেজয় সম্বাদে
চতুর্থ পল্লবঃ সমাপ্তঃ"॥

মহাভারতে মণিপুররাজ্য মহেন্দ্রপর্ব্বতের দক্ষিণে এবং মহাসাগরেব উপকূলে বর্ণিত হইয়াছে। মণিপুররাজবংশাবলীতে ও নাগরাজ পাখাংবা মণিপুর রাজবংশের স্থাপয়িতা।

ইহাতে অর্জ্জুনপুত্র বভ্রুবাহনের নাম উল্লেখ নাই। ধরণী সংহিতা পক্ষান্তরে মণিপুরী জাতি সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি সমর্থন করিতেছে।

মণিপুর উপত্যকায় প্রাচীন কালে একটী বিস্তীর্ণ জলাভূমি ছিল। পার্ব্বত্য নদীসমূহের আনীত পলিমাটী দ্বারা ক্রমে জলাভূমি ভরাট হইতে থাকে। কালক্রমে এই ভূভাগে ৪টী দ্বীপের উৎপত্তি হয়। কথিত আছে প্রাচীন কামরূপের রাজগণ এই সকল দ্বীপে উৎকট অপরাধিগণকে নির্ব্বাসন দিতেন।

অতি প্রাচীন যুগে কামরূপ, কাছাড় ও ত্রিপুরা হইতে মণিপুর এবং ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত একটী বিশাল আর্য্যোপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল। মণিপুরী ও নাগাদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত সুন্দর ও সুগঠিত আকৃতি বিশিষ্ট লোক এখন ও সময় সময় দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন আর্য্যোপনিবেশের বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

মণিপুরে পরবর্ত্তী সময়ে উপরোক্ত ৪টী দ্বীপে চতুর্দ্দিকের পর্ব্বত হইতে মৈরাং, খুমল, আঙ্গম ও লোয়াং নামে ৪টী জাতি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত করে। অতঃপর মিতেই জাতি সমস্ত মণিপুরে প্রাধান্য লাভ করিয়া বিভিন্ন জাতি সমূহকে এক জাতিতে পরিণত করে।

মণিপুরের প্রাচীন নাম মেখলী। মেখলী হইতেই এতদ্দেশীয় মগলাই শব্দের উৎপত্তি। শান ও ব্রাহ্মবাসীদিগের নিকট মণিপুর উপত্যকা যথাক্রমে "কা–ছে" ও "কা-থে" নামে পরিচিত।

মণিপুরের অপর নাম মিতেই লাইপাক্—(মিতেই = মিশ্রিত জাতি, লাইপাক্ = ভূমি)। আর্য্য ও অনার্য্য বহু জাতির সংমিশ্রণে মণিপুরীজাতি গঠিত হইয়াছে। শারীরিক গঠন হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মণিপুরীদিগের মধ্যে ৭টী শাখা বা শেলেই বিদ্যমান আছে, যথা—নিংথাজা, খুমলা, লোয়াং আঙ্গম, মৈরাং, থাবানাংবা, চেঙ্গলৈ। উপশাখা সকল ইয়ুম্‌নাক্ নামে অভিহিত হয়।

পূর্ব্বকালে মণিপুরীগণ "লাই" অথবা বন্য দেবতার পূজা করিত। এখনও মধ্যে মধ্যে প্রাচীন প্রথানুসারে 'লাই' হাবাও-বা নামক পূজা সম্পন্ন করিয়া থাকে।

ঘীলা এবং পাতিখেলা মণিপুরীদিগের নিজস্ব। যুবক-যুবতীরা মণ্ডপ ঘরে ঘীলা খেলিয়া থাকে। ঘীলা খেলা লন-টেনিসের প্রথম সংস্করণ বলিয়া মনে হয়। পাতি খেলা মণিপুর হইতে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন নৌকা দৌড় ও বাৎসরিক আমোদ প্রমোদও পূর্ব্বকালে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। বাৎসরিক আমোদ প্রমোদে চতুর্দ্দিগস্থ পর্ব্বত হইতে নাগাগণ উপহারসহ যোগদান করিত। বৎসরের যাবতীয় মৃত প্রাণীর শুষ্ক মাংস ও মদ্য তাহাদিগকে প্রদান করা হইত।

মণিপুরী জাতি নৃত্যগীতে একান্ত অনুরক্ত। খম্বা ও থৈবীর অপূর্ব্ব প্রেমগীতি শ্রবণ করিতে মণিপুরীগণ অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। খম্বা, খুমল বংশীয় পিতৃমাতৃ-হীন এক আদর্শ বীর যুবক এবং থৈবী মৈরাং রাজপরিবারের

পরমা সুন্দরী একমাত্র কন্যা সন্তান। * প্রথম দর্শনেই উভয়ের মনোমিলন এবং নানা পরীক্ষা ও বাধা বিপত্তিতেও ইহাদের প্রেম অটল। অবশেষে যুবকযুবতীর মনোবাসনা পূর্ণকারী দেবতা "থাংজীং"এর আশীর্ব্বাদে উভয়ের ক্ষণস্থায়ী মিলন। এ প্রণয়-কাহিনী রোমিও জুলিয়েট উপাখ্যানের ন্যায় বড়ই মনোজ্ঞ। এতদ্ভিন্ন মণিপুরীগণ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গীতি শৈশব হইতেই অভ্যাস করে। নৃত্যগীত ও ধর্ম্ম আলোচনার জন্য প্রত্যেক গ্রামে বৃহৎ চৌচালা "মণ্ডপঘর" দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রায় ২০০ বৎসর হইল মণিপুরে হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। কথিত আছে একজন সন্ন্যাসী, মণিপুরীদিগকে অনার্য্যভাবাপন্ন আর্য্যসন্তানজ্ঞানে কৃপাপরবশ হইয়া হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, (১) তাহার ফলে রাজ্য মধ্যে রামসীতার পূজা

* খুমল পুরাণ হইতে মণিপুরের কয়েকটী প্রাচীন কালের রাজার নাম প্রদত্ত হইল নাত্তেমণি, লিকলাইখম্বা কর্ত্তৃক কনশিল বা পাখাংবা, খুমলরাজা, মধুদেব (ইহার ২য় পুত্র হাউরম আইমা-খম্বা'র প্রপিতামহ), হাউর মতন. তন্দুলাখাবা. লোইড়াই. চিংখুংবা, হংচম্বা ইয়েনখিংবা সামুরাবাবা, লংপাম্বা বাঙ্কা লেচংবা. লাইসাম্বা কাখেলাম্বা, থোং পুহালবাবা, অমুরা, চোবাংবা খুমল (১২৩৬ শকাব্দা)। শেষোক্ত রাজার রাজত্বকালে মিতেই জাতি মণিপুরে প্রভুত্ব লাভ করে।

১) "অতঃপর গোসাই কহিলেন, "খুমলরাজ ! আমি রাম উপাসক রামায়েত। আমার নিকট হইতে রামায়েত ধর্ম্ম গ্রহণ কর।' খুমল রাজা বলিলেন "আমার পূর্ব্বপুরুষগণ বিষ্ণু উপাসনা করিতেন আমাকে বিষ্ণু প্রদান করুন।" রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া গোসাই বিষ্ণু উপাসনাকারী খুমলেরগণ সমূহকে 'বিষ্ণুপ্রিয়া জাতি বলা হউক আদেশ করিলেন'।—খুমল রাজপণ্ডিত নবখেন্দ্র প্রণীত খুমল পুরাণের ২৯ পৃষ্ঠা হইতে অনুদিত, (১২৩৬ শকাব্দা)।'

প্রচলিত হইয়াছিল। মহাবলী নামে ৺ হনুমানজীউর একটি প্রাচীন মন্দির এখনও মণিপুরে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অতঃপর গরীব নওয়াজের (২) রাজত্বকালে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা শান্তদাস গোস্বামীর চেষ্টায় মণিপুরে বৈষ্ণব (গৌরাঙ্গ) ধর্ম্ম প্রচলিত হয়। এইরূপে মণিপুরীজাতির ধর্ম্মভাব ও আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইল। মণিপুরে হিন্দুধর্ম্ম একপ্রকার আধুনিক। হিন্দুধর্ম্মের গভীর তত্বগুলি এখনও ইহাদের মধ্যে সম্যক পরিস্ফুট হয় নাই। রাস, দোল, ঝুলন, কীর্ত্তন এবং ধর্ম্মের অন্যান্য বাহ্যিক আভরণ নিয়াই ইহারা একান্ত ব্যস্ত। পূর্ব্বকালে ইহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অসমসাহসী ছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদর্শে বর্ত্তমানে ইহাদের প্রকৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা কোমলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাজা জয়সিংহের (ভাগ্যচন্দ্রের) রাজত্বকালে কৈরেং খোলাক্পা নামে বাঙ্গামাটীর এক রাজপুত্র বহু লোকজন সমভিব্যাহারে মণিপুরে আগমন করেন। ইনি মণিপুরীদিগকে তাম্বুল ও চন্দনের ব্যবহার শিক্ষা দেন। তৎকালে মণিপুরীগণ জুম করিত। বাঙ্গালীর ন্যায় কাছা দিয়া কাপড় পরিধান এবং ধান্য রোপণের প্রথা ইনিই প্রথমে মণিপুরে প্রচলন করেন। রোপিত ধান্যের চারা গুলি প্রথমে কিছু শুষ্ক এবং মৃত প্রায় হইতেছে দেখিতে পাইয়া মণিপুরীগণ আশঙ্কান্বিত

(২) পূর্ব্বকালে মণিপুররাজের প্রধানা মহিষীর সন্তান ব্যতীত রাজার ঔরস জাত অন্যান্য সন্তান বিনষ্ট করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই নিমিত্ত তিনি শৈশবে নাগাগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা নাগা জাতীয়াছিলেন এমত জনশ্রুতি ও প্রচলিত আছে।

ও ভীত হয় এবং রাজপুত্রকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কিছুদিন পরে ধান্যের চারা গুলি ক্রমে সতেজ হইয়া সবুজ বর্ণ ধারণ করিলে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করেন। তিনি যে স্থানে বাস করিতেন তাহার নাম মইয়াং ইম্ফাল।

মণিপুরী স্ত্রীলোকেরা বড়ই সুশ্রী ও শ্রম নিপুণা। হলকর্ষণ ব্যতীত হাট বাজার এবং সংসারের যাবতীয় কার্য্য স্ত্রীলোকেরাই সম্পন্ন করিয়া থাকে। মণিপুরীজাতি নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জাতি অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট গৃহে বাস করে। ইহাদিগকে শিল্পকার্য্যে যথেষ্ট নিপুণতা প্রদর্শন করিতে দেখা যায়।

বর্ত্তমানে মণিপুরী জাতি দুইটী বৃহৎ শাখায় বিভক্ত :-

১। মিতেই।

। বিষ্ণুপ্রিয়া।

কামরূপ ও পূর্ববঙ্গ হইতে আগত প্রাচীন ও আধুনিক বাসিন্দাদিগকে মিতেইগণ মইয়াং নামে অভিহিত করে। বর্ত্তমানে মইয়াং ও বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষায় প্রভেদ অতি সামান্য।

বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার সহিত প্রাচীন বাঙ্গালার সাদৃশ্য রহিয়াছে। নিম্নে কয়েকটী বিষ্ণুপ্রিয়া শব্দ ও বাক্য প্রদত্ত হইল।—

আমি—মি।	মহিষ—মইষ।
আমরা—আমি।	মেঘ—বড়ন।
আমাকে—মরে।	মুখ—থতা।
আমাদিগকে—আমাকে।	সূর্য্য—বেলিহান।

আমার—মর।
আমাদের—আমার।
তুমি—তি।
তোমরা—তুমি।
তোমাকে- তরে।
তোমাদিগকে—তোমারে।
সে—তা।
তাহারা—তারা।
তাহাকে- তারে।
তাহাদিগকে—তান্নুরে।
তাহার—তান্নুর।
হাত—আত্।
পা—ঠ্যাং।
নাক—নাক্গো।
কাণ—কাণ্হান্।
রূপা—রূপ।
পিতা- বাপক্।
মাতা--মালক্।
ভাই—রেয়ক্।
ভগ্নি—বনক্।
মানব—মানু।
পুরুষমানুষ—মুনিগো।
স্ত্রী—মিলক্গো।
সন্তান—জিবুৎ, পিতক্।
ছেলে—পুতক, মুনি, ছউগো।

চন্দ্র—জুন খান।
তারা—তেরা, তারা।
আকাশ—আতিঙ্গা।
নদী—গাটখান।
নৌকা—নৈংগো।
মশারি—মহরি।
পুস্তক--লেরিক।
পাহাড়—টেংরা।
পাখী—উচেক, পাখীয়া।
যাওয়া—যাগা।
বসা—বঃ।
আসা—আয়ে।
মারা—কিলানি।
দাড়ান—উবাই।
মরা—মইল।
দেওয়া—দে।
দৌড়ান—দাব্দে।
উপর—গজে।
নীচ—তলে।
নিকট—কাদাৎ।
দূর—দূরেৎ।
সাম্নে—মুঙ্গে।
পাছে—পিঠিৎ।
কেন—কিতার।
এবং—আরাক, আগোতে।

মেয়ে—জেলা ছৌউগো।
দাস—লাইক্ গো।
কৃষক—আলুয়া।
রাখাল—রাখাল।
ঈশ্বর—ঈশ্বর।
দেবতা—দৌগো।
আলেযা—পিৎকুরিগো।
ভূত—ভূতগো।
সূর্য্য—বেলি।
চন্দ্র—জোনাক।
আগুন—জি।
জল—পানি।
কুকুর—কুকুর, হুই।
বিড়াল—মেকুর, হৌদং।
মুখ—মথাহান্।
দাঁত—দাত।
চুল—চুল।
মাথা—মুড়গো।
জিভ্—জুহান।
পেট্—পেটগো।
পিঠ্—পিঠিহান্, গড়িগো।
লৌহ—লোয়া।
সোণা—হুনা।
কুক্কুট—মুরুক্, ইয়েল্।
হাঁস—আস্, ডান্থু।
কিন্তু—হাই।
যদি—এবাকা।
কিতাপারা।
হা—হাই।
না—না।
ভাল—হবা।
খারাপ—হবানৈ।
ঘোড়া—গড়া।
ঘোটকী—জেলাগড়া।
গোরু—গুরুগো।
শোও—ঘুমজা।
আইস—আয়।
দাঁড়াও—উবা।
দিব—দিতু।
লেখ—ইকর।
যাও—যাগা।
স্নানকর—হিনাগা।
মাথ—গস্।
মার—মার, কিলাও।
দেও—দে।
হয় নাই—না হৈছেঃ।
কে—কুঙ্গু।
চাউল—চৌল।
ধর—ধর।
অপেক্ষাকর—বাহা।

আগুন—জি।
মাথা—মুড়।
সন্তান—ছৌ।
পিপড়া—পেপুড়া।
হুকা—আরি গো।
চক্ষু—আখি।
সাপ্—হরপ্।
মুষিক—উদুর।
গাছ—সপা।
কথা—ঠার্।
ঠোঁট্—ঠট্।
নেও—নেগা।
পাঁনকর—পি।

সকল—হাব্বি।
টক্—চখা।
লবণ—লুন।
তামাক—হজক্।
মালা—কাঠি।
সুতা—লুরি।
বিক্রয়—বেচ।
কাপড়—ফুতি।
ছিলিম—উপাড়ি, নাংথাক্।
বেগুণ—বেইনং।
কিনা—ল।
লাল—রাঙ্গা।

আমি খাইয়া আসিতেছি—মি খেইয়া আহোরি।
তুমি খাইয়া আসিতেছে—তি খেয়া আহব্তা।
সে খাইয়া আসিতেছে—তা খেযা আহের।
এতটুকু পাইয়াছি—ইচু গো পাইলু।
কতগুলি মাছ ধরিয়াছ—মাছ কতিগো ধইলে।
কি কর—কিতা করবৃতা।
শীঘ্র আইস—হেক আয়।
কোথা যাও—কুরাংজারৃগাতা।
কি করিয়াছ—কিতা করিলে তা।
তাহার লেখা খারাপ—তার ইকরানি হবা নেই।
সমস্ত ইচ্ছা করি—হাব্বি হাদা পাউরি।
ইচ্ছা নাই—হাদা না পাউরি।

তাহার সঙ্গে কে ছিল—তাব লগে কুঙ্গ আছিল্।
সে কোথায় গিয়াছে—তা কুরাং গেছে গা।
আমাকে বলিও না—মবে না মাতি।
তুমি কোথায় যাও—তি কুরাং জাবগা।
বাজারে যাইতে ছিলাম—আটে যাওবি গাতা।
রাত্রি প্রভাত হইয়াছে—বাতি খান ফইল।
অধিক ঘুমাইওনা—মিযাম্ না গুম্জি।
আমি যাই—মি জাঙ্গা।
আমি যাইতেছি—মি জাউবি গা।
আমি যাইব—মি জেইতোগা।
তাহারা আসিতেছে—তান্ন আহিতারা।
এখানে বস—এখান্ তে বঃ।
এখানে বসুন—এখান্ তে বহেদিব।
আমি যাইতে ছিলাম—মি গিয়াছিলুগা।
সে আসিতেছে—তা আহেব।

— —○ —

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আসামে মগের আক্রমণ এবং অরাজকতা–

১৭৮০ খৃঃ আহমবাজ গৌবীনাথ সিংহের রাজত্বকালে লক্ষ্মীম্পুর নিবাসী মোরা * অথবা মোয়ামারী সম্প্রদায়

* ইহারা শঙ্কর দেবের শিষ্য। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে ইহাদের বিশ্বাস ছিল না।

উৎপীড়িত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের ফলে রাজা পরাভূত হইলেন। অতঃপর বঙ্গদেশ হইতে দলে দলে নামকাটা সিপাহী ও লুণ্ঠনপ্রিয় অসৎলোক বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় ১৭৯৩ খৃঃ রাজ্য মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই ব্রিটিশ সৈন্য ফিরিয়া যাওয়ায় রাজ্য মধ্যে পুনর্ব্বার অরাজকতার আবির্ভাব হইল। ১৮০৯ খৃঃ আহমরাজ চন্দ্রকান্ত, মন্ত্রী "বুড়া গোহাইর" সহিত বিরোধে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন। ব্রহ্মরাজ তাঁহাকে পুনঃ রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধব্যয় প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় অনতিবিলম্বেই ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইলেন এবং তৎস্থানে যোগেশ্বর সিংহ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ব্রহ্মসৈন্য প্রস্থান করিলে পর, মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক যোগেশ্বর সিংহ সিংহাসন চ্যুত হইলেন এবং পুরন্দর সিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ব্রহ্ম সৈন্য পুনঃ আগমন পূর্ব্বক ১৮২১ খৃঃ আসাম রাজ্য ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিল। চন্দ্রকান্ত এবং পুরন্দর সিংহ উভয়েই ব্রিটিশ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আসামরাজ্য অধিকারের বিফল চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎকালে আসামের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়াছিল যে সেই দুঃখ স্মৃতির কথা ভাবিতে ও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। প্রায় ৩০,০০০ আসামবাসী বন্দী হইয়া ব্রহ্মদেশে নীত হয়। সহস্র সহস্র ব্যক্তি অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। যুদ্ধ, অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে আসামরাজ্য দুর্দ্দশার শেষ সীমায় নিপতিত হইল। বহুলোক

আরণ্যফলমূলে প্রাণ রক্ষার বৃথা আশায় বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানগণ ব্রিটিশ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আশু বিপদ হইতে মুক্ত হইল। এই সময়ে নগাঁও এবং উত্তর কাছাড়ের পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া কয়েক সহস্র আসামবাসী কাছাড়ে "গড়ের ভিতর," তারাপুর, গুম্‌রা প্রভৃতি স্থানে আগমন পূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮২৬ খৃঃ ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে আসামরাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্গত হইলে ধীরে ধীরে রাজ্যে পুনঃ শান্তি সংস্থাপিত হইল।

কাছাড়ে মগের আক্রমণ

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে গম্ভীর সিংহ ও মর্জিৎ সিংহ এই দুই ভ্রাতার চক্রান্তে পরাভূত হইয়া কাছাড়রাজ গোবিন্দ নারায়ণ উত্তর কাছাড়ে পলায়ন করেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া তিনি ব্রহ্মরাজের নিকট আপন দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মরাজ নীরব ছিলেন। অবশেষে তিনি মণিপুরী ভ্রাতৃগণকে বিতাড়িত করিয়া গোবিন্দ নারায়ণকে কাছাড় সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১৮২৩ খৃঃ ব্রহ্মরাজের আসাম প্রদেশস্থ শাসনকর্ত্তা কাছাড়রাজ গোবিন্দ নারায়ণের সাহায্যার্থ জয়ন্তিয়া, উত্তর কাছাড় ও মণিপুরপথে তিন দল সৈন্য প্রেরণ করেন। ব্রহ্মসৈন্যের আশু আগমন বার্ত্তা শ্রবণে কাছাড়ের প্রজাবর্গ সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টে

পলায়ন করিল। শ্রীহট্টের সন্নিকটে প্রবল শত্রুর আগমনে গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মসৈন্যের প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই সময় রাজা গোবিন্দ নারায়ণ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারই সাহায্যার্থ যে ব্রহ্ম সৈন্যের আগমন তিনি একথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও ব্রহ্মসেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহসী না হইয়া, তিনি শ্রীহট্টে গমন পূর্ব্বক ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইলেন। ইতিপূর্ব্বে মণিপুরী ভ্রাতৃগণের সহিত গভর্ণমেণ্টের সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। সুতরাং গোবিন্দ নারায়ণের সহিত তাঁহাদের সন্ধির প্রস্তাব চলিতে লাগিল এবং সেই চেষ্টার ফলে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ গভর্ণমেণ্ট ও গোবিন্দ নারায়ণের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। নিম্নে সন্ধি পত্রের অনুবাদ ও নকল প্রদত্ত হইল।—

মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড়লাট বাহাদুরের পক্ষে এজেণ্ট ডেবিড্ স্কট এস্কোয়ার ও অপর পক্ষে কাছাড় বা হেড়ম্বের রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত সর্ত্তাধীনে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত সন্ধি পত্র।—

প্রথম সর্ত্ত—

রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ স্বয়ং এবং তাঁহার পরবর্ত্তীগণের পক্ষে মাননীয় কোম্পানীর আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন এবং তাঁহার কাছাড় অথবা হেড়ম্বরাজ্য তাঁহাদের তত্ত্বাধীনে রাখিতেছেন।

দ্বিতীয় সর্ত্ত—

রাজা কর্ত্তৃক রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসন পরিচালিত হইবে এবং তথায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এলাকা বর্ত্তিবে না। কিন্তু রাজা তাঁহার প্রজাবর্গের হিত কামনায় মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত বড়-লাট বাহাদুরের প্রদত্ত উপদেশ সর্ব্বক্ষণ পালন করিতে এবং রাজ্যশাসনে কোন অপব্যবহার দৃষ্ট হইলে তাহা সংশোধন করিতে বাধ্য রহিলেন।

তৃতীয় সর্ত্ত—

মাননীয় কোম্পানী বহিঃশত্রু হইতে কাছাড় রাজ্য রক্ষা করিতে ও অন্য রাজ্যের সহিত রাজার কোন মতভেদ উপস্থিত হইলে শালিসী করিতে স্বীকৃত হইলেন। রাজা উপরোক্ত শালিসী মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন এবং অপর রাজ্যের সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে পত্র ব্যবহার ও সংবাদ প্রেরণে বিরত থাকিতে স্বীকৃত হইলেন।

চতুর্থ সর্ত্ত—

উপরোক্ত সর্ত্তাধীনে অঙ্গীকৃত সাহায্য ও অন্যান্য অবস্থা বিবেচনায় রাজা বাঙ্গালা ১২৩২ সনের প্রথম হইতে মাননীয় কোম্পানী বাহাদুরকে বাৎসরিক দশ সহস্র টাকা কর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবং মাননীয় কোম্পানী অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কাছাড়ের দখলকার মণিপুরী রাজগণের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চম সর্ত্ত—

যদি রাজা উপরোক্ত ধারার সর্ত্ত প্রতিপালনে অপারগ হন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অঙ্গীকৃত কর আদায়ের নিমিত্ত মাননীয় কোম্পানী কাছাড় রাজ্যের উপযুক্ত অংশ দখল এবং চিরকালের জন্য তাঁহাদের এলাকাভুক্ত করিয়া নিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ সর্ত্ত—

রাজা স্থানীয় ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের একযোগে শ্রীহট্ট জিলায় পুলিশ, আফিং ও লবণ বিভাগের যে সমস্ত নিয়ম প্রচলিত আছে তত্তাবৎ রক্ষার জন্য আবশ্যকীয় উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য রহিলেন।

৬ই মার্চ্চ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, ২৪শে ফাল্গুন ১২৩০ বঙ্গাব্দে, বদরপুরে সম্পাদিত হইল।

রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের মোহর	ডি স্কট্। বড়লাট্ বাহাদুরের প্রতিনিধি।

Treaty concluded between David Scott, Esquire, Agent to the Governor General on the part of the Honourable East India Company and Raja Gobind Chunder Naryn, of Cachar or Herumba, —1825.

Article 1.

Raja Gobind Chunder, for himself and his successors, acknowledges allegiance to the Honourable Company, and places his territory of Kachar, or Herumba, under their protection.

Article 2.

The internal government of the Country shall be conducted by the Raja, and the jurisdiction of the British courts of justice shall not extend there ; but the Raja agrees to attend at all times to the advice offered for the wellfare of his subjects by the Governor General in Council, and agreeably thereto to rectify any abuses that may arise in the administration of affairs.

Article 3.

The Honourable Company engages to protect the territories of Cachar from external enemies, and arbitrate any differences that may arise between the Raja and other states.

The Raja agrees to abide by such arbitration and to hold no correspondence or communication with foreign powers except through the channel of the British Government

Article 4.

In consideration of the aid promised by the above article, and other circumstances, the Rajah agrees to pay to the Honourable Company, from the beginning of the year 1232 B. S. an annual tribute of ten thousand sicca rupees, and the Honourable Company engages to provide for the maintenance of the Munnipoorean chiefs lately occupying Cachar.

Article 5.

If the Rajah should fail in the performance of the above article, the Honourable Company will be at liberty, to occupy and attach, in perpetuity, to their other possessions a sufficient tract of the Cachar country to provide for the future realisation of the tribute.

Article 6.

The Rajah agrees, in concert with the British local Authorities, to adopt all measures that may be necessary for the maintenance, in the district of Sylhet, of the arrangements in force in the Police, Opium, and Salt dipartments. Executed at Budderpore, this 6th day of March 1824, corresponding with the 24th of Fagoon 1230 B. S.

Rajah Gobinda Chunder's Seal	Sd D. Scott. Agent to the Governor General.

(—No XLI

Vol II Treaties, Engagements and Sanads).

কাছাড়ে ব্রহ্ম যুদ্ধ—

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ প্রকাশ্যভাবে ব্রহ্মযুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বেই ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কাছাড়ে ব্রহ্ম সৈন্যের প্রতিরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গম্ভীর সিংহের ৫ শত সৈন্য ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ব্রিটীশ সৈন্যের সহিত কাছাড়ে গমন করে এবং তিনি এই অভিযানে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। উত্তর কাছাড় ও জয়ন্তিয়া

হইতে আগত ব্রহ্মসৈন্য ইংরেজ কর্তৃক পরাজিত হইয়া কিয়-দংশ নগাঁও অভিমুখে পলায়ন করে এবং অবশিষ্ট মণিপুর হইতে আগত সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া দুধপাতিল গ্রামে ছাউনী স্থাপন করে। নানা কারণে বৃটীশ সৈন্য দুধপাতিল অধিকারে অসমর্থ হইয়া শ্রীহট্টে প্রত্যাগমন করে।

এই অবসরে ব্রহ্ম সৈন্য কাছাড় অধিকার করিতে সমর্থ হইল। কাছাড়রাজ্য তৎকালে একপ্রকার জনপ্রাণীশূন্য আহার্য্য অভাবে ব্রহ্মসৈন্য বিষম বিপদে পতিত হইল। আহার্য্যাভাবের সহিত চারিদিকে লুটপাট ও অত্যাচার আরম্ভ হইল। অবশেষে দুধপাতিল গড়ে একদল সৈন্য রাখিয়া, অধিকাংশ ব্রহ্মসৈন্য মণিপুরে চলিয়া যায়।

অত্যল্প কাল মধ্যে খাদ্যাভাব ও রোগে ব্রহ্মসৈন্য একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে কর্নেল ইনিছ বৃটীশ সৈন্য সহ কাছাড়ে আগমন করায় দুধপাতিলের ব্রহ্মসৈন্য মণিপুরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। প্রস্থানকালে তাহারা ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল। বন্দীদিগের যুক্তকর লৌহশলাকায় বিদ্ধ করিয়া দীর্ঘ সূক্ষ্মবেত্রে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবং এইরূপে গঠিত এক একটী দলে ৫০।৬০ জন লোককে আবদ্ধ করিয়া ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত টানিয়া নেওয়া হইয়াছিল। পার্ব্বত্য পথে চলিতে অশক্ত স্ত্রীলোক, শিশু প্রভৃতির হস্তচ্ছেদন করিয়া তাহাদিগকে পথিমধ্যে পরিত্যাগ করা হয়। "বরমার জাগানের" দুঃখকাহিনী স্মরণ করিয়া আজিও কাছাড়বাসী বৃদ্ধগণ অশ্রু মোচন করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর পরে ব্রহ্ম

রাজ ইহাদিগকে নিরপরাধ জ্ঞানে মুক্তি প্রদান করেন। মুক্ত হইয়া ইহারা ব্রহ্মদেশে যে সকল পল্লী স্থাপন করে তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ব্রহ্মসৈন্য চলিয়া গেলে পর বিতাড়িত ও হৃতসর্ব্বস্ব প্রজাবৃন্দ নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়া আসিল। প্রায় অর্দ্ধ-সংখ্যক প্রজা পুনঃ গৃহে ফিরিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে জাতিচ্যুত হয়, কতক ব্রহ্মসৈন্য কর্ত্তৃক বন্দী হয়, কতক বনে জঙ্গলে প্রাণ হারায়, অবশিষ্ট, তাহাদের আশ্রয়স্থান শ্রীহট্টে রহিয়া যায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ধির সর্ত্তানুসারে গোবিন্দ নারায়ণ সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। গম্ভীর সিংহ বৃটিশ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মণিপুর উদ্ধার মানসে যাত্রা করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কাছাড় করদ-মিত্র রাজ্য।

খাসপুর পরিত্যাগ—

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় নির্ব্বাসিত গোবিন্দ নারায়ণ নিজ রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বদরপুরের প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে বরবক্রতীরে হরিটিকর নামক স্থানে

পাট (রাজ বাড়ী) স্থাপন করিলেন। এই সময় হইতে কাছাড়ী রাজধানী খাসপুর পরিত্যক্ত হইল। খাসপুরের কিয়দংশ শিবেরবন্দ ও খাসপুর চা বাগানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া চা ক্ষেত্রে পরিশোভিত হইয়াছে। কিন্তু অবশিষ্টাংশ এখনও ঘোর অরণ্যে আবৃত। পশ্চিমে মধুরা নদী এবং অপর তিন দিকে নাক্টী ছড়া প্রবাহিত হওয়ায় স্থানটী একরূপ সুরক্ষিত এবং উত্তর কাছাড় পর্ব্বতমালার পাদদেশে অবস্থান হেতু অপেক্ষাকৃত দুর্গম। শিলচর হইতে রাজপাটের পশ্চিম সীমা অতিক্রম করিয়া থালীগ্রাম পর্য্যন্ত প্রায ১২ মাইল পরিমিত লোকেলবোর্ড পথ। উধারবন্দ বাজার অতিক্রম করিলেই দুইটী বৃহৎ দীর্ঘিকা, কাছাড়ী রাজগণের কীর্ত্তিস্বরূপ, পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তন্মধ্যে একটী রাজা লক্ষ্মীচন্দ্রের মাতার নামে ও অপরটী তৎকালীন ধর্ম্মাধ্যক্ষের মাতার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। দীর্ঘিকাগুলি অতিক্রম করিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে শিবেরবন্দ চা বাগান। এই বাগানের উত্তর পূর্ব্ব সীমায় রাজা লক্ষ্মীচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র রাজার পাট। যুবরাজ লক্ষ্মীচন্দ্র এই পাট স্থাপন করেন।

প্রাচীন লোক পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে এই পাটে নিম্নোক্ত একটী প্রস্তর ফলক ছিল:—"গোবিন্দজী পদ পরস্ত হেড়ম্বাধীশ্বর হরিশ্চন্দ্র নারায়ণ নৃপ বাহাদুর চূড়ামণি বরেষু ১৪৩১ শকাব্দা মাগশীর্ষস্ত ষোড়শ দিবসে মন্দির পূর্ণেয়শ্চেতি"।

উপর্য্যুক্ত প্রস্তর ফলকের হরিশ্চন্দ্র, লক্ষ্মীচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র, বলিয়া অনুমিত হয়। "১৪৩১ শকাব্দায়" হরিশ্চন্দ্রের

মন্দির নির্ম্মাণ কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। "শঙ্ক আলা দীঘির" হরিশ্চন্দ্র ও এই হরিশ্চন্দ্র একই ব্যক্তি কিনা প্রমাণ সাপেক্ষ।

এই পাটে একটী দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দির দোলমঞ্চ নামে কথিত হয়। অরণ্যে আবৃত বলিয়া পাটের চারিদিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই পাটে অপর একটী প্রস্তর ফলক ছিল। নিম্নে উহার অনুলিপি প্রদত্ত হইল ঃ—

"শ্রীনন্দ নন্দনাজ্ঞয়া
নেত্রাঙ্ক রসচন্দ্র মিতে সা—
কে কার্ত্তিক স্থিতে ভাস্ক—
রে হৈড়ম্বাধিপতিঃ শ্রীশ্রীম—
দ্ধরিঃ চন্দ্র নারায়ণাঙ্গ
দয়িনী রূপস্যেত (?) দত্তাজ্ঞয়া
খাসপুর নাম নগরে ৺
৺ পাদ পঙ্কজ মকরন্দ
লোলুপমানা শ্রীল শ্রী—
মতি রাজমাতা লক্ষ্মী পু (?)
ত্রী দেবী পবিতেষ্টকাদিভিঃ
জলাশয় নির্ম্মিতং বিচিত্র ঞ্চ
কারাভি রামং" ॥

এই পাটের নিকট নাকৃটী ছড়ার পূর্ব্বতীরে একটী শিব মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরভিত্তি প্রস্থে ১৪ হাত এবং দৈর্ঘ্যে

১৬ হাত। মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ৯ হাত ও প্রস্থে ৬ হাত। বর্ত্তমানে মন্দিরটী ভগ্নদশায় পরিণত হইয়াছে। মন্দির মধ্যে উচ্চে ১ হস্ত পরিমিত একটী পাষাণ নির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত মনোহর শিব-লিঙ্গ স্থাপিত আছে।

২। কৃষ্ণচন্দ্র রাজার পাট—

এই পাট পূর্ব্বোক্ত পাটের উত্তর দিকে অবস্থিত। এখানে "বার-দুয়ারী"নামে একটী দোতালা দালান দেখিতে পাওয়া যায়। উহার সম্মুখ ভাগের দৈর্ঘ্য ৩৬ ফিট এবং পশ্চাৎ ভাগের দৈর্ঘ্য ২৪ ফিট এবং সম্মুখের বারান্দা ব্যতীত প্রস্ত ১৮ ফিট্। বারান্দার প্রস্থ ৯ ফিট্। নীচ তলার উচ্চতা ১২ ফিট্। নীচের তল ব্যতীত, উপর তলার উচ্চতা ১৩ ফিট্। উপর তলার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী বৃহৎ বট বৃক্ষ হওয়াতে দালানের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে।

আস্তরের উপর ৮ পদচিহ্ন, লতা, পদ্ম, প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে কিন্তু কোন জীব জন্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত নাই। অপর একটী দালানের দৈর্ঘ্য ২৪ ফিট ,প্রস্থ ১৫ ফিট, উচ্চতা ১৬½ ফিট এই দালানের বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই।

স্নান মন্দির—লোকেল বোর্ড রাস্তার পশ্চিম ধারে অবস্থিত। এই দালানের দৈর্ঘ্য ৯ ফিট, প্রস্থ ৯ ফিট, ভিত্তির উচ্চতা ৩ ফিট্, এবং দালানের ভিতরে ভিত্তির উপর হইতে উচ্চতা ১০½ ফিট্। দালানখানা পশ্চিম দিকে একটু হেলিয়া গিয়াছে, এতদ্ব্যতীত ইহার বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই।

গোবিন্দ নারায়ণের পাট—

এই পাটে তিনটী দালান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটীর দৈর্ঘ্য ১৮ ফিট্, প্রস্থ ১৩½ ফিট্ এবং উচ্চতা ১৬ ফিট্। দালানখানা প্রায় পূর্ব্বাবস্থায় সংরক্ষিত।

দ্বিতীয়টীর ছাদ নাই, যেন কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

তৃতীয়টীর মধ্যভাগ খোলা, অনুমিত হয় যেন এখানে একটী সিংহদ্বার ছিল।

গোবিন্দ নারায়ণের শাসন বিভাগ—

মহারাজ গোবিন্দ নারায়ণ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজ রাজ্য নিম্নোক্ত ৭টী বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—বিক্রমপুর, গড়েরভিতর, দুধপাতিল, জয়পুর, কালাইন, সোনাই এবং হইলাকান্দি। প্রতি বিভাগে এক একটী উজির রাজকার্য্য পরিচালনার্থ নিযুক্ত হইতেন।

উত্তর কাছাড়ে কপিলী, ধনশ্রী ও দয়াং উপত্যকায় ধর্ম্মপুর (১) ডব্‌কা, (২) অলঙ্কা, কাশমারি, (৩) আসালু বিভাগগুলি তুলারাম সেনাপতির রাজ্য গঠন করে। গোবিন্দ নারায়ণ উত্তর কাছাড়স্থ বিভাগগুলি অধিকার করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হন।

(১) যমুনা ও কপিলীর মধ্যবর্ত্তী স্থান।

(২) এখানে একটী কামাখ্যা মন্দির স্থাপিত ছিল। প্রতি বৎসর খাসপুর হইতে দেবীর পূজার জন্য পুরোহিত প্রেরিত হইতেন।

(৩) এখানে কাছাড়ী রাজ বাড়ীর ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

তুলারাম সেনাপতির সহিত যুদ্ধ—

অতঃপর ১৮২৮ খৃঃ তিনি পুনঃ উত্তর কাছাড় আক্রমণ করিলেন। রাজ্য উদ্ধারের এইশেষ চেষ্টা তুলারামের আত্মীয় গোবিন্দরাম কর্ত্তৃক ব্যর্থ হইল। এই যুদ্ধাবসানে গোবিন্দরাম তুলারামকে জয়ন্তিয়ায় বিতাড়িত করেন। কিন্তু তাহাকে দীর্ঘকাল নির্ব্বাসন ভোগ করিতে হইল না। তিনি ১৮২৯ খৃঃ মণিপুরীদিগের সাহায্যে নিজরাজ্য পুনঃ অধিকার করিলেন। এইরূপ ঘন ঘন সীমান্ত যুদ্ধের নিবৃত্তি কামনায মাননীয় ডেবিডস্কট্ বাহাদুর উত্তর কাছাড়ে তুলারামের প্রাধান্য স্বীকার করিতে গোবিন্দ নারায়ণকে বাধ্য করিলেন। এতদিনে তুলারাম নিষ্কণ্টক হইলেন। তাহার রাজ্য উত্তরে ভাটীবা গ্রাম, দক্ষিণে জালিঙ্গা, পূর্ব্বে সামসেই গ্রাম এবং পশ্চিমে কপিলী পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইল।*

রাজকার্য্য—

সামান্য অপরাধ রাজ মোক্তারগণই নিষ্পত্তি করিতেন। সামাজিক অপরাধগুলি ধর্ম্মাধ্যক্ষের উপদেশানুশারে দেশমুখ্যগণ নিষ্পত্তি করিতেন। গুরুতর অপরাধের বিচার রাজা পাত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বয়ং নিষ্পন্ন করিতেন। মন্ত্রণা মন্দিরে বিভিন্ন আকারের ১৬টি "খুটী" ছিল। রাজ-পাত্রেরা পাটিতে

---

* কাছাড় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অধিকৃত হইলে ২টী ব্রিটীশ প্রজা নিহত করার অপরাধে তাহার রাজ্যের সীমা সঙ্কীর্ণ করা হয় এবং তাহাকে মাসিক ৫০৲ টাকা পেনসন্ দেওয়া হয়।

বসিয়া খুটি ঠেস দিয়া বসিতেন। "ভিত্রাদলইগণ" সাধারণ পাত্রগণ অপেক্ষা বড় খুটি ঠেসদিয়া বসিতেন। রাজা সিংহাসনে বসিলেই রাজকার্য্য আরম্ভ হইত। ব্রাহ্মণেতর হিন্দুগণ হুজন নামে পরিচিত হইতেন। 'হুজন বামন' শব্দ দ্বয় এখনও এতদ্দেশে শুনিতে পাওয়া যায়। রাজা, কর্ম্মচারী ও অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিতে হইলে "হোই হুজ্‌লা" বলিয়া আহ্বান করিতেন। ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একমাত্র সমাজের নেতা বিক্রমপুরের বড়মজুমদার রাজসম্মান পাইতেন। মুসলমানগণ রাজ সম্মান লাভে বঞ্চিত হইয়া যবন নামে কথিত হইতেন।

রাজস্ব—

কাছাড়ী রাজত্বের প্রথমাবস্থায় রাজস্বের পরিমাণ যৎসামান্য ছিল। একটী পাঁঠা, একটী হাঁস, একজোড়া কুক্কুট এবং দুইটী করিয়া নারিকেল প্রত্যেক বন্দোবস্ত হইতে রাজস্ব স্বরূপ রাজ সরকারে প্রদান করা হইত। গোবিন্দ নারায়ণের সময়ে নগদ ও দ্রব্যজাতে আনুমানিক ২০,০০০৲ রাজস্ব সংগৃহীত হইত। প্রত্যেক রাজ এবং খেলের প্রধান ব্যক্তি (মোক্তার) রাজস্বের জন্য দায়ী হইতেন। কাছাড়ী জাতীয় "ছেউটীয়া পেয়াদা" মোক্তারের গৃহে উপস্থিত হইয়া ঢোল বাজাইলেই অল্পকাল মধ্যে প্রজাবৃন্দ সমবেত হইয়া রাজস্ব প্রদান করিত। রাজ মোক্তার খেল মোক্তারগণের নিকট হইতে উক্তরূপে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত করিতেন। তৎকালে

কাছাড়ে বন্দোবস্তী ভূমির পরিমাণ ৬,১১৫ হাল বা ২৯,৩৫২ একর ছিল। তন্মধ্যে ৪,২৮৯ হাল ২০,৬৬৩ একর পরিমিত ভূমি হইতে রাজস্ব আদায় হইত। অবশিষ্ট ১,৮২৬ হাল ভূমি বক্‌সা রূপে নিষ্কর পরিগণিত ছিল।

গোবিন্দ নারায়ণের রাসোৎসব লীলামৃত—

গীতার কৃষ্ণ চরিত্র বড়ই গভীর, সাধারণের নিতান্ত পক্ষে দুর্ব্বোধ। রাসলীলার বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের লীলা সরস, সাধারণের সহজ বোধ্য।

মণিপুরী প্রাধান্যের সহিত রাসলীলা * নৃত্যগীতি কাছাড়ে প্রতিপত্তি লাভ করে। অতঃপর গোবিন্দনারায়ণ প্রজাদিগের মনোরঞ্জনার্থ সংস্কৃত রাসপঞ্চাধ্যায় অবলম্বনে রাসগীতি রচনা করিয়া রাজ্য মধ্যে রাসলীলা নৃত্যগীতি প্রবর্ত্তিত করিলেন।

মাতৃভাষায় ইচ্ছামত মন গড়া কবিতা রচনা করা সহজ। এস্থলে গ্রন্থকারের মাতৃভাষা বাঙ্গালা নহে এবং কবিতা গুলির ভাব ও ভাষা অপরের। এরূপ অবস্থায় সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষা আয়ত্ত করিয়া গীত রচনা সহজ নহে। কবিতাগুলি গোবিন্দনারায়ণের পাণ্ডিত্য পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে রাসোৎসব লীলামৃত এখনও মুদ্রিত হয় নাই এবং সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি ইহার প্রতি এখনও পতিত হয় নাই।

---

* শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন, ব্রজগোপীগণের সহিত রহস্যালাপ, ক্রীড়া, তালবদ্ধ মণ্ডলাকার নৃত্য প্রভৃতিই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

মুদ্রণের বিহিত উপায় অবলম্বিত না হইলে গ্রন্থ খানা কালস্রোতে, অযত্নে, এতদ্দেশীয় অপরাপর বিলুপ্ত 'কলমী পুঁথির' পদানুসরণ করিবে সন্দেহ নাই। পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণার্থ নিম্নে এই গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল—

১। "শারদ চন্দ্রিকা হেরি গৌর দ্বিজরাজ।
সঙ্গে রঙ্গে বিহরয়ী ভকত সমাজ॥
পূরব পড়িয়া মনে বিকল অন্তরে।
খণে উঠে খণে পড়ে ধরণী উপরে॥
কোথা বৃন্দাবন, কোথা নিকুঞ্জ কুটীর।
কোথা ব্রজঙ্গনাগণ, প্রিয় রাধা মর॥
বৃন্দাবন রাসস্থলী স্মরিয়া কাতব।
বাক্য নাহি স্বরে প্রভু ভাবে জ্বর জ্বর॥
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্র লীলামৃত রসে।
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নৃপ কবে জানি ভাসে॥

২। অনঙ্গ বর্দ্ধন গীত, কৃষ্ণহৃত গোপী চিত
বিলোলিত কুণ্ডল শ্রবণে।
গোপীকা উদ্যম করি, চলে সব ব্রজনারী
যাতে আছে মদন মোহন॥
শারদ পার্ব্বন নিশি, স্নিগ্ধময় দশদিশি,
চলে গোপী বৃন্দাবন প্রতি।
সেই রসে বঞ্চিত, অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষিত,
শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নরপতি॥

৩। যতেক রমণী বাঁশী রব শুনি বাতুলিনী সম ভেল।
সুত পতি তহি ত্যাগিয়া সবহি ঝটিতি গমন কেল॥
নাসায়ে সিন্দুর পরিহরি কেউ হার পরি কটিদেশ।
বাজন নূপুর ভুজে পইরে আউলাইয়া চাচর কেশ॥
একই নয়ানে কাজলের রেখা কিঙ্কিনী গলায়ে দোলে।
দাস কিশোর কহয়ী নাগরী মদনানুরাগে ভোলে॥

৪। ভয়ঙ্কব তমসিনী, ঘোর জন্তু নিসেবিনী,
ইহ অনুচিত অবস্থান।
মধ্যক্ষীণা সুগোপিনী, নববন বিহারিনী,
ব্রজ প্রতি করহ প্রয়াণ॥

৫। আমরা ব্রজের নারী, রসরাজ আমরা ব্রজের নারী।
আনিয়া সদনে, ঐছে কহ কেনে, ফুকরী ঝুরিয়া মরি॥
বাঁশী আলাপনে. উদাস করিয়া, ঘরের বাহির কৈলে।
সতী পতিগণে, অতুল কলঙ্কে জগত মাঝারে থৈলে॥
আমরা অবলা, কুলবতী বালা, করিলে পাগলী প্রায়।
অবলা অকুলে, না ঠেলিও ছলে, রাখ তোমা রাঙ্গা পায়।
রসরাজ আমরা ব্রজের নারী॥

* * *

৬। আমরা গোপিনী বিরহে তাপিনী।
বিদায় দিওনা শ্যাম নিদয় হও না॥
ছাড়িয়া বন্ধুগণ লইলাম শরণ।
স্নেহ শূন্য বাক্য বলিও না॥”

ইত্যাদি।

গুলুমিয়ার মৃত্যু—

গোবিন্দ নারায়ণ রাজ্যে পুনঃ প্রতষ্ঠিত হইয়া একদিন গুলু-মিঞার প্রতি তাহার পূর্ব্ব আক্রোশের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য গুলুমিঞাকে তাঁহার নবাব উপাধি লাভের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। গুলুমিয়ার বিনীত উত্তরে তিনি বিফলমনোরথ হইলেন। অতঃপর একদিন গুলুমিঞাকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া রাজা রাণীর পাটে গমন করেন। কিন্তু রাজার বিলম্ব দেখিয়া গুলুমিঞা রাজপাটে চলিয়া আইসেন। এই আদেশ অমান্য করাতে রাজা গুলুমিঞার প্রতি বিরক্ত হইয়া পরদিন গুলুমিঞাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈবাহিকাকে বিবাহ করিয়াই কি এতদুর দুঃসাহসী হইয়াছ ?" গুলুমিঞা উক্ত অপবাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার স্ত্রীকে মাতৃতুল্য জানিয়া সময় সময় আত্মহারা হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার সামান্য অপরাধ ক্ষমার যোগ্য।" রাজা এইরূপ ব্যঙ্গোক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন; এবং দৈনিক ১ তোলা চাউলের অন্ন ও ১ তোলা জল তাঁহার আহার্য্যের জন্য নির্দ্ধারণ করিলেন।

ব্রহ্মযুদ্ধাবসানে গম্ভীর সিংহ মণিপুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি পূর্ব্বে গোবিন্দ নারায়ণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মসৈন্য কাছাড় আক্রমণ করিলে একদা গোবিন্দ নারায়ণ ও গম্ভীর সিংহ শ্রীহট্টে কোনও দরবারে আহূত হন। গোবিন্দ নারায়ণ দরবারে উপস্থিত হইয়া গম্ভীর সিংহকে তৎ-পূর্ব্বেই আসনোপবিষ্ট দেখিলেন এবং পূর্ব্ব ভৃত্যের সহিত

তুল্যাসনে উপবেশন করা তাহার পক্ষে শোভা পায়না বলিয়া দরবারে আসন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

তিনি ব্রহ্মযুদ্ধের পর মণিপুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। গুলুমিঞার কারাবরোধ, গম্ভীর সিংহের পূর্ব্বোক্ত ঘটনার প্রতিশোধ লইবার এক অপূর্ব্ব সুযোগ ঘটাইয়া দিল। কাছাড়ের বর্জ্জুরাম, ফেচাই মিঞা প্রভৃতি নেতৃবর্গের সহিত গোপনে পরামর্শ হইল। অতঃপর গম্ভীর সিংহ ২০ জন অশ্বারোহী সৈন্য সহ রমাসিংহ নামক জনৈক কর্ম্মচারীকে যে কোনও উপায়ে হউক গোবিন্দচন্দ্রের ছিন্ন মস্তক আনয়ন করিবার নিমিত্ত কাছাড়ে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে অভিমানী নবাব গুলুমিঞা একবারও ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন না। প্রহরীবর্গের সহায়তায় কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহার জনৈক ভৃত্য বাহির হইতে তাঁহার জন্য কারাগারে রুটি নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিন্তু রাজা সন্দিহান হইয়া প্রহরী পরিবর্ত্তন করায় ক্রমে গুলুমিঞার আহার্য্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং মণিপুরীদিগের আগমনের বহুপূর্ব্বেই তিনি অন্নাভাবে দিন দিন শীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

নবাবের বংশাবলী—

জুমাই খাঁ
|
করম মামুদ
|

করম মামুদ)
|
গুলুমিএগ
|
আব্দুল হুসন
|
আব্দুল রহমান
|
আব্দুল ওয়াহেব।

গোবিন্দনারায়ণের মৃত্যু:—

মণিপুরী সৈন্য লক্ষ্মীপুরে উপস্থিত হইতেই গোবিন্দনারায়ণ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। প্রতিরোধের কিছুমাত্র উদ্যোগ না করিয়া তিনি নৌকাযোগে ধন রত্ন ও রাণীদিগকে রাণীরপাট প্রেরণের চেষ্টায় ব্যস্ত হইলেন। রাত্রিতে পলায়ন করিবেন ভাবিয়া স্বয়ং হরিটিকরে অবস্থান করিলেন।

হতভাগ্য গোবিন্দনারায়ণের শমন নিকটবর্ত্তী হইল। তাই তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন না। মণিপুরীগণ ছদ্মবেশে দ্রুত পদবিক্ষেপে সন্ধ্যাকালে হরিটিকরে উপস্থিত হইল। প্রকাশ্য ভাবে রাজপুরী আক্রমণ করা সম্ভবপর নহে ভাবিয়া নিজেদের মধ্যে একজনের হস্তপদ বন্ধন করিয়া "চোর চোর" বলিয়া তাহাকে লইয়া রাজবাড়ীর দিকে বিচারার্থ প্রহার করিতে করিতে চলিল। ধৃতব্যক্তি চোর, এই কথা শুনিয়া প্রহরীরা বাধা দিল না। কেহ কেহ বলেন, বর্জ্জুরামের উপদেশে প্রহারীরা সন্দেহ করিয়াও নিবৃত্ত থাকে।

রাজা চোর দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, অমনি বর্শা হস্তে মণিপুরীগণ তাহাকে আক্রমণ করিল। তাঁহার ধাত্রী তাঁহাকে

রক্ষা করিবার চেষ্টা করে কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। গোবিন্দচন্দ্রের স্কন্ধদেশে বর্শা বিদ্ধ হইল। গোবিন্দচন্দ্রের কুষ্ঠীতে লিখিত ছিল যে অস্ত্রাঘাতে তাহার অপমৃত্যু হইবে। তজ্জন্য তিনি কখনও কোন যুদ্ধে স্বয়ং অগ্রসর হইতেন না এবং আমরণ কাপুরুষের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক কুষ্ঠীর কথা সত্যে পরিণত হইয়া গেল। ঘাতকগণ ক্ষিপ্রহস্তে গোবিন্দচন্দ্রের শিরশ্ছেদনান্তর তাঁহাব ছিন্ন মস্তক পুঁটুলী মধ্যে বাঁধিয়া ও রাজপুরীতে অগ্নি সংযোগ করিয়া মণিপুর উদ্দেশ্যে অশ্বপৃষ্টে পলায়ন করিল। অল্পকাল মধ্যে রাজপুরী ভস্মীভূত হইয়া গেল।* ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এই রূপে কাছাড়ী জাতীয় রাজগণের রাজত্বের অবসান হইল।

ইংরেজাধিকার—

অবিলম্বে গোবিন্দ নারায়ণের মৃত্যু সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। কাছাড়ের অরাজকতা দর্শনে সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট শ্রীহট্ট হইতে সৈন্য প্রেরণ করিয়া কাছাড় বিনা যুদ্ধে অধিকার করিয়াও তাহার শাসন সংরক্ষণের ভার নিজে না রাখিয়া তদ্দেশবাসী কোনও রাজবংশীয় উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর হাতে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

---

* নদীতীরে টীলা ভূমির উপরে রাজবাড়ী অবস্থিত ছিল। গৃহগুলি সমুদায় কাঁচা, দালান কোঠা ছিল না। মাটী খুঁড়িলে এখনও অঙ্গার, দগ্ধ তণ্ডুল প্রভৃতি পাওয়া যায়। অল্পকাল যাবৎ রাজবাড়ীর একাংশে একটী পাঠশালা ও মৌজাদার আফিস স্থাপিত হইয়াছে; অপরাংশে গোগ্রাস।

এই সময়ে বর্জ্জুরাম, তুলারাম প্রভৃতি অনেকেই নিজে রাজা হইবার আকাঙ্ক্ষায় পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু নিজ নিজ দাবী সপ্রমাণ করিতে অসমর্থ হইলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ঔরসে তিনটী সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন, যথা--(১) গোবিন্দরাম (২) দুর্গাচরণ (৩) কৃষ্ণচরণ। রাজত্ব লাভের নিমিত্ত তাঁহারাও প্রার্থী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা পাটরাণীর সন্তান ছিলেন না বলিয়া রাজ্যলাভে বঞ্চিত হন।

অতঃপর গভর্ণমেণ্ট ইন্দুপ্রভাকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু স্ত্রীলোকের সিংহাসনারোহণ কাছাড়ীদিগের রীতি বিরুদ্ধ বলিয়া একদিকে কাছাড়ীগণ, অপরদিকে বাঙ্গালী প্রজাবৃন্দ গোবিন্দ নারায়ণ হিন্দু হইয়াও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রী ইন্দুপ্রভাকে বিবাহ করায়, আপত্তি উত্থাপন করে।

অবশেষে গভর্ণমেণ্ট কাছাড়ের রাজবংশীয কোনও উপযুক্ত লোক না পাইযা শ্রীহট্টের সমৃদ্ধিশালী (Libsay Brothers) লাইব্‌ছে ভ্রাতৃদ্বয়কে বাৎসরিক ১০,০০০৲ টাকা কর প্রদান করিয়া কাছাড় জিলা ইজারা লইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু লাভজনক হইবে না ভাবিয়া তাঁহারা এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হন। সুতরাং ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কাছাড়ের শাসনভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

ইংরেজ সুশাসনে লুসাই, নাগা, কুকী প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিগণের আক্রমণ ও ভীষণ অত্যাচার হইতে কাছাড়-বাসিগণ উদ্ধার পাইল। বহু বৎসর অরাজকতা ও অশান্তির

পর প্রবল ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে চিরশান্তিতে বাস করার ইচ্ছা প্রজামণ্ডলীর মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে কাছাড়ের জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইযা কাছাড ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বড়লাট বাহাদুরের প্রতিনিধি ডেবিড স্কট্ সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

অবশেষে প্রজাগণের অনুরোধে তদ্দেশের শান্তি সংস্থাপনের মানসে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট তারিখে প্রকাশ্য ঘোষণা পত্রদ্বারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কাছাড় রাজ্যের শাসন সংরক্ষণের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি কাছাডের ইতিহাসে এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে।

যে কাছাড় একদিন দশ সহস্র টাকায় ইজারা নিলেও লাভজনক হইবে না বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, আজ ৭৮ বৎসব মধ্যে ইংরাজেব সুশাসনে সেই কাছাড় কিরূপ সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইয়াছে ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। আর যে কাছাড় সেই সময়ে জনহীন অরণ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল—আজ তাহা লোকে লোকাকীর্ণ ও ধনধান্য পরিশোভিত এবং শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত!

পরিশিষ্ট।

১। কাঁচা নাগা জাতি—

কাছাড়বাসী নাগাগণ কাঁচা নাগা নামে পরিচিত। উত্তর কাছাড়ে প্রায় ৮,০০০ আট হাজার নাগার বাস। কাছাড়ের সমতল ভাগেও অনেক নাগাপুঞ্জি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ভাষা নাগা পাহাড়ের আঙ্গমি, লোটা, রেংমা ও সেমা এবং শিবসাগর জিলার নাগাদিগের ভাষা হইতে একটু ভিন্ন। শারীরিক গঠনেও কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

নাগা শব্দ নগ্ন কিম্বা নাগ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ নগ্ন শব্দ হইতে নাগা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ নাগারা এক প্রকার উলঙ্গ অবস্থায়ই থাকে; কিন্তু ইহাদিগকে সর্পের পূজা করিতে দেখা যায় না।

সাধারণতঃ নাগাপুঞ্জিগুলি পর্ব্বত-শিখরে অবস্থিত। বোধ হয় স্বাস্থ্যপ্রদ ও সুরক্ষিত বলিয়াই এই প্রকার উচ্চ ভূমিতে বাসস্থান নির্ব্বাচিত হইয়া থাকিবে। নাগারা দোচালা গৃহে বাস করে, চাল দুখানি ভূমির ১ ফুট উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গৃহগুলি দুই খণ্ডে বিভক্ত। সম্মুখের খণ্ডে নিদ্রা ও আহারের কার্য্য সম্পাদন করে, পশ্চাতের খণ্ডে রন্ধন ও ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রামে এক একটী "ডেকাচাঙ্গ" দেখিতে পাওয়া যায়; তথায় অবিবাহিত পুরুষগণ ও সময় সময় অতিথিগণ রাত্রিকালে অবস্থান করে। কোন কোন পুঞ্জিতে "ডেকী চাঙ্গ"ও আছে। নাগাপুঞ্জিগুলি শূকর ও কুক্কুট কর্ত্তৃক অপরিচ্ছন্ন, অধিকন্তু গলিত মাংস ও হাড়ের দুর্গন্ধে আগন্তুকের অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

কাছাড়ী ও কুকী জাতি যৎসামান্য কারণে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু নাগাদিগকে সহজে আবাস ভূমি পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায় না। সুতরাং অনুমিত হয় যে ইহারা পূর্ব্বভারতের আদিম অধিবাসী। কাঁচা নাগা জাতি, আঙ্গমি দিগের ন্যায় বলিষ্ঠ না হইলেও কাছাড় জিলাবাসী অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি হইতে দৈহিক গঠনে উৎকৃষ্ট। শরীরের বর্ণ গৌর এবং উজ্জ্বল, ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণকায় লোক দৃষ্টিগোচর হয় না।

পুরুষের মধ্যে (গাত্রের খেশ ব্যতীত) বস্ত্রের ব্যবহার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবশ্যক মত একটুকরা কাপড় কটি দেশে ঝুলাইয়া রাখে। স্ত্রীলোকের' বুকের উপর হইতে হাঁটুদেশ পর্য্যন্ত গৃহনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে। শৈশবকালে কুকীদিগের ন্যায় কাণে বড় ছেদা করার পদ্ধতি রহিয়াছে। কাণের ছেদা বৃদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ হয় এই ধারণা তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল। ইহারা হস্তিদন্তের চাক, শূকরের দাঁত, পাখীর পালক ও পিত্তলের আংটী প্রভৃতি কর্ণাভরণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। কুমারীগণ ছোট চুল রাখে।

নাগাদিগের অখাদ্য জীব জগতে বিরল। বাঙ্গালীদিগের ন্যায় খাদ্যাখাদ্যে জাতিধ্বংশ হয় না বলিয়া ইহারা গৌরব বোধ করে। ইঁদুর,, ভেক, বিড়াল, কুকুর জীবিত, মৃত বা গলিত কিছুই ইহাদের ত্যাজ্য নহে। একান্ত গলিত হইলে মাংসখণ্ডগুলি চোঙ্গায় সংগৃহীত ও পশ্চাৎ ঈষৎ শুষ্ক করিয়া অগ্নিদগ্ধ করতঃ আহার করে। ইহাদের নিকট কুকুরের মাংস ছাগ মাংস হইতেও প্রিয়তর। ইহারা কুকুরকে "খিরণ" নামক চাউল ভক্ষণ করাইয়া মুখ বাঁধা অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ করতঃ মাংস ও উদরস্থ অন্ন আহার করিতে ভালবাসে। পার্ব্বত্য জাতিসমূহ হিন্দুসমাজে স্থান পাইবার আকাঙ্ক্ষায় কুকুট

ও বরাহ মাংস অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়া থাকে; কিন্তু নাগা জাতি আহার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বড় হইতে অভিলাষ করে না এবং আহার্য্য নির্ব্বাচনে একান্ত উদার হইলেও সামাজিক রীতিনীতি সংরক্ষণে ইহারা একান্ত যত্নশীল। ইহারা একান্ত পানাসক্ত; স্ত্রী পুরুষ সকলেই অলাবুপূর্ণ ভাতপচান মদ্যপান করে। ইহারা আফিং ব্যবহার করে না, বাঁশের হুকায় তামাক খাইযা থাকে।

কিছুকাল পূর্ব্বেও ইহারা চিনি, গুড়, লবণ, দিয়াশলাই, তৈল, ঘি এবং দুগ্ধ প্রভৃতির ব্যবহার করিতে জানিত না। বাঁশের ছাই ভিজান জল লবণের কার্য্য করিত। বাঁশ কিম্বা কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রয়োজন সাধন করিত। তৈলের পরিবর্ত্তে শূকরের চর্ব্বি ব্যবহৃত হইত।

ইহাদের মধ্যে স্নান করার প্রথা প্রচলিত নাই। সময় সময় বৃষ্টির জলে শরীর ধৌত করিয়া থাকে।

নাগাদিগের স্বভাব সৎ ও সরল হইলেও লুণ্ঠনপ্রিয়তা ও প্রতিহিংসা-বৃত্তিগুলি ইহাদিগের মধ্যে প্রবল। মিথ্যাকথা কাহাকে বলে আজ পর্য্যন্তও ইহাদের মধ্যে অনেকে জানে না। ইহারা সহজে ক্রোধের বশীভূত হয় না, কিন্তু কোনরূপে রাগান্বিত হইলে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়ে।

যুবক যুবতীর মনোমিলন হইলেই বিবাহ হয়। বর ও কন্যা পক্ষ সম্মিলিত হইলে কন্যার পণ প্রদান করা হয়। এই সময়ে সকলে সমবেত হইয়া প্রচুর পরিমাণ মদ্যপান করিয়া থাকে, ইহাতেই বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়। বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষের যথেচ্ছ মিলন দোষাবহ নহে, কিন্তু একবার বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইলে তাহাদের দাম্পত্য জীবন অতি পবিত্রভাবে অতিবাহিত হয়; পবিত্রতার ব্যতিক্রম হইলে মৃত্যু অথবা পুঞ্জি হইতে নির্ব্বাসনরূপ কঠোর শাস্তি

প্রদান করা হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠ শ্যালিকার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী এবং কনিষ্ঠ শ্যালিকাকে পরিণয় করিলে দোষের ভাগী হইতে হয় না। পরিণয়ের পর স্ত্রী-লোকেরা নৃত্যগীত এবং সর্ব্ববিধ চপলতা পরিত্যাগ করিয়া কঠোর গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কাষ্ঠ সংগ্রহ, বস্ত্রবয়ন, দূরস্থিত "ছড়া" হইতে জলপূর্ণ বাঁশের চোঙ্গাবোঝাই "থাবা" আনয়ন প্রভৃতি কার্য্যে স্ত্রীলোকগণ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকে।

ইহারা নৃত্য ও গীতে একান্ত অনুরক্ত। বল্লম, পাখীর পালক প্রভৃতি আভরণে ভূষিত হইয়া এবং প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করিয়া নৃত্যের জন্য প্রস্তুত হয়। তৎপর একজন বা কখন কখন দুইজনে বড় ঢোল বাজাইতে আরম্ভ করিলে সাত আট জনে মিলিয়া গান গাহিতে থাকে, এবং দুইটী করিয়া "ডেকী" (কুমারী) পরস্পর সম্মুখীন হইয়া নৃত্য করে। উহাদের মধ্যভাগে বল্লম হস্তে ডেকাগণও আনন্দের সহিত নৃত্যে যোগদান করিয়া থাকে।

প্রতিগ্রামে বংশানুক্রমিক মাঠাই বা দলপতি আছে। তাহারা গ্রাম্য বিবাদ নিষ্পত্তি করে এবং প্রতিগৃহ হইতে বাৎসরিক বৃত্তি স্বরূপ কিছু ধান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইহাদের পীড়া হইলে ঔষধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না। অভিজ্ঞ বৃদ্ধগণের মধ্য হইতে ওঝা নির্ব্বাচিত হয়। ওঝাগণ মন্ত্রবলে রোগের যন্ত্রণা ও অপদেবতার দৌরাত্ম্য হইতে গ্রামবাসীদিগকে মুক্ত করে।

বালক বা বৃদ্ধ কাহারও মস্তক সংগ্রহ করিতে পারিলেই নাগা যুবকেরা বীর বলিয়া পরিগণিত হইত। ব্রিটিশ শাসনে নাগাদিগের মধ্যে বীরের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

নাগারা এক প্রকার শ্মশানবাসী, কারণ ইহারা দরজার

সম্মুখেই মৃত দেহ প্রোথিত করে; মৃত্যুর পর দিনই ইহাদের শ্রাদ্ধ হয়। নাগাগণ শ্রাদ্ধোপলক্ষে দেবতার পূজা করিয়া শূকর বলিদান করে এবং শূকরের হৃদ্‌পিণ্ড মৃত ব্যক্তির সহিত পুঁতিয়া রাখে, অবশিষ্ট মাংস সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করে।

ইহাদের শপথ করিবার প্রথায় একটু বিশেষত্ব আছে। সামান্য বিরোধে দায়ে কামড় দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে। বিশেষ বিরোধের পর ভূমিতে একখানা কদলীপত্রে একটী ডিম্ব, ব্যাঘ্র-দন্ত, কিছু মাটি, কাল ও লাল সূত্র, দা, বল্লম এবং কাঁটা স্থাপন পূর্ব্বক কদলী-পত্রের উভয় পার্শ্বে বিরোধী পক্ষদ্বয় অবস্থান করে। অতঃপর উভয় পক্ষ পর্য্যায়ক্রমে স্থাপিত দ্রব্যগুলি একে একে স্পর্শ করতঃ নিষ্পত্তির সর্ত্তগুলি উচ্চারণ করিয়া নিম্নোক্ত ভাবে শপথ করে,—"যদি আমি চুক্তি ভঙ্গ করি তাহা হইলে যেন হস্ত পদ কর্ণ মস্তক ও শক্তিহীন এই ডিম্বের অবস্থায় পরিণত হই; যেন এই সূত্রের ন্যায় লাল রক্ত আমার শরীর হইতে প্রবাহিত হয়; সমস্ত দ্রব্য যেন দৃষ্টিশক্তিবিহীন হইয়া এই কাল সূত্রবৎ অন্ধকার দেখি; যেন এইরূপ দা এবং বল্লমে আহত হই এবং যেন এইরূপ কাঁটায় বিদ্ধ হই।" শপথের পর হাত, মুখ প্রভৃতি প্রক্ষালন করিয়া আহার এবং পরস্পর প্রতিযোগিতায় মদ্যপান করিয়া থাকে।

নাগাদিগের দেবতাগণ :—

রাগং—যে দেবতা হইতে অপর দেবদেবীর সৃষ্টি হইয়াছে।

শিবরাই—শিব।

ভূসৃলিউ—ভুবনের শিব।

মৌবিনি—কৃষকের দেবতা।

সভ্যু—গ্রাম্য দেবতা

গাজা—যুদ্ধের দেবতা।

নাগাগণ আপনাদিগকে শিবের সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদান করে।

২। কাছাড় রাজবংশের পরম গুরু, জিলা শ্রীহট্ট, পরগণা পঞ্চখণ্ড, মৌজে দিঘীরপার নিবাসী স্বর্গীয় গোপীনাথ শিরোমণি মহাশয়কে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ যে ভূমি দান করিয়াছিলেন নিম্নে উহার দান পত্রের কিয়দংশ প্রদত্ত হইল :—

"প্রত্যক্ষ শ্রীগোপীনাথঃ শব্দতশ্চার্থিতো দ্বিজঃ।
প্রত্যক্ষসাধকত্বংহি নাড়ীশোধনকর্ম্মভিঃ॥
শ্রীহট্টবাসী কুলীনো বাৎস্যগোত্রং নিধিপতেঃ।
ইষ্টং মুদাচ যং বিপ্রং মন্ত্রমাস্নতকন্দরঃ॥
ধর্ম্মাধ্যক্ষেন চেষ্টেন যত্র নম্রীকৃতং শিরঃ।
শিরোমণিভূষাতিস্তজ্ঞতা প্রাজ্ঞসম্মতা॥
দানার্হমীদৃশং পাত্রং শাস্ত্রোপাত্তং সমীক্ষ্যচ।
প্রদত্তা ভবতে ভূমিঃ শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মণে॥
শিরোমণীত্যুপাধ্যায় পঞ্চখণ্ডাধিবাসিনে॥
নিষ্করং ভুজতাং তাবৎ নিম্নে যাসীৎ সীমাকৃতা।
আসম্ভতেঃ স্বাতুস্তসা ভবন্নায়া নিগদিতা॥"

ইত্যাদি।

৫। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের একখানা দানপত্র—

শ্রীশ্রীহরিশরণং



জিলা শ্রীহট্ট পরগণা পঞ্চখণ্ড মৌজে নয়াগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রুদ্রকিশোর ভট্টাচার্য্যের প্রপিতামহ স্বর্গীয় আত্মারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ ভূমি দান করিয়াছিলেন দানপত্রের একখণ্ড নকল নিম্নে সন্নিবেশিত করা হইল :—

/৭ শ্রীমদ্গদাধরপ্রাণবিধুজয়র্জ্জ্যুতি তমাং শ্রীগুরুপদপঙ্কজ ধ্যানাদি-নিপুণোত্তম যশস্বীপাণ্ডুবংশযশস্কর শ্রীশ্রীযুক্তকৃষ্ণচন্দ্রনারায়ণ ভূপাধি-পস্যাজ্ঞয়া রাজ্ঞা পত্র মিদং দাতব্যং ॥

/৭ কালানির উজির ও রায্যর প্রতি—তুমার তথার লেভারপুতার পশ্চিমর জঙ্গলা ও বট জমিন শ্রীআত্মারাম ভট্টাচার্য্য আবাদ করিয়াছিলেন সেই জমি ২০ বিস হাল শ্রীআত্মারাম ভট্টাচার্য্যর নিমিত্ত ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিলাম ইহার চৌহদ্দ পূর্ব্বে ধুফাকুড়ি ও কুড়ির তাড়া ও পশ্ছিমে বরবক্র নদ ও উত্তরে নয়াভিটি দক্ষিণে রফার বাড়ির দক্ষিণের দর্গা এই চৌহদ্দা মাহাপিক নিঃস্বন্দেহে তান বংশোবল্যানুক্রমে ভোগ করিব। আমার স্বত্ব পরিত্যাগ তান স্বত্বাধিকার করি

দিলাম ১৷০ সদত্তং পরদত্তম্বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেৎ যদি ষষ্টিবর্ষসহস্রানি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥* ব্রহ্মত্রং প্রণয়াদ্ভুক্তং দহত্যা সপ্তমংকুলং বিক্রমেনতু যদ্ভুক্তং দশ পুর্ব্বান্ দশা পবান্। শাকেরাম নিশানাথ ধরা ধর ধরা মিতে। মাঘ বান নিশেশাংশে শিষ্টি পত্রং ভবত্যদঃ ॥০-।৵০ ॥০*॥৭॥*॥৭



৪। দেশমুখ্যের নিয়োগ পত্র—

বৈছমে শ্রীসোনারাম শর্ম্মা সাকিন পরগনা উধারবন্দ মোতালকে হৈড়াম্ব প্রতি বেদানন্দ আগে—তোমাকে তোমার সাবেক মৌরসী পরগনা উদারবন্দ বয় জীবে তপছিল মৌজা জাতের দেশমুক্ষ কর্ম্মে মকরর করা গেল।

---

* "বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভি যস্ত যস্ত যদা ভূমি তস্ত তস্ত তদা ফলং।

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেৎ বসুন্ধরাং। স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভি সহপচ্যতে॥ * * *

যাবৎ সমুদ্রা গিরয়শ্চ যাবজ্জীবৎ ক্ষিতৌ তাবদিয়ঞ্চ শশ্বৎ।"

স্বাটৈয়া তাম্র ফলক।)

তোমি সদরের সাশ্র মতে আমানত ও দেয়ানত সাবুদ রাখিয়া রাস্তী ও দোরস্তী মতে আপন এলাকায় বেবস্থা পত্রাদি কর্ম্মেতে মকরর থাকিবেক ইহাতে সাশ্র ও হুকুমের বহির্ভূতে কোন কর্ম্ম করহ এমত হুজুর জাহের হবে তবে হুজুর হইতে জেমত হুকুম জাহের হইবেক আমলে আনিবা। তারিখ জৈষ্ঠ সন ১২৩১ সালে বাঙ্গালা মোতাবকে ১৭৪৬ শকাব্দা—

জদি কেহ কোন কুকর্ম্ম করিযা হুজুরে জাহিব না করে তবে তোমি জাহের করিবা—

তপছিল মৌজজাত—

উধার বন্দ——১

বাস কান্দি——১

২

দেব কার্য্যে দেশমুক্ষের নম্মানিত

জবানি ঃ————

দফে জায় মোকদ্দমা——

*   *   *

অপালন গোবধ আদি———১

অজ্ঞাত সমশর্গ পশ্চাদজ্ঞাত——১

শ্রার্দ্ধ পুর্ন্ন বিবাহ ও চতুর্ত্তবিবাহ—

পতিত হওয়া———— ———১

পুত্রে মাতা, পিতা জেঠা খুড়া ও

ভ্রাতা শ্বশুর আদিকে মন্দ বাক্য বলিলে—১

বিরোদ্দকালে মিথ্যাবাদ বলিয়া

পশ্চাৎদেখা হেন হইলে—— ————১

ভোজনকালিন শুদ্র পরষ করিলে—১

ক্রোধেতে মোহেতে ভার্য্যাকে মাতা ভগ্নি বলিলে এবং স্ত্রিয়ে স্বামীকে পিতা ভ্রাতা বলিলে———১

হিন্দু হৈয়া বৃষকে দাম বলদ করিলে———————১

মহারোগীকে গ্রহণ করিয়া দাহ করিলে———————১

ক্রোধ কিংবা অজ্ঞাতে অন্ত্যজের জলপান করিলে———————১

শুভ্রাদি কপিলা বিক্রয় করিলে—১

পরে———————১

ইত্যাদি

৫.। প্রকাশ্য ঘোষণা পূর্ব্বক কাছাড় রাজ্য বিটীশ সাম্রাজ্য ভুক্ত করিবার পূর্ব্বে কাছাড়ী রীত্যনুসারে উপাধি দান সম্বন্ধে এঁকখানা আদেশ পত্রের নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রী শ্রীযুত ৺ মেস্তর তামেস ফিসোর সাহেবের আজ্ঞা—শ্রীপ্রমানন্দ ও শ্রীপুরণরাম ও শ্রীমধুরাম ও শ্রীসানন্দ রাম সাকিনান পরগণে উধারবন্দ মৌজে দুর্গানগর প্রতি মালুম করিবা—তোমরার সরলস্বরকি বিষয় পরগণা মজকুরের সমস্ত জমিদারারের অগ্রে ছিল তদানুসারে সনন্দ পাওনের উমেদে দরখাস্ত গোজরানে পরগণা মজকুরের বিলকুল জমিদারানে উজর দরখাস্ত দেওাতে জানা গেল যে পরগনা মজকুর একত্র থাকা কালিন তোমাদের মৌরশান নামে বিষয় মজকুরা নিযুক্ত ছিলেক পশ্চাৎ ৺ গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণ মহারাজার হুকুম বমজেব তিন মৌজা আলাহেদা হইয়া তিন জনা চৌধরী মকরর আছে অতএব তহবিজ মোয়ে তাহারদিগের অগ্রে তোমাদের নামে

বিষয় মজকুরা বাহাল করা না মোনছেফ হইয়া মৌজা মজকুরের চৌধরির পরে২ নম্বরে তোমরার নামে তালুক মকরর হওনের হুকুম হওাতে ১৯শে আসারের ছানি দরখাস্ত গোজারিশ করনে জাহের হই-লেক বিষয় বেতিরিকে নম্বর মকরর করা অবিহিত তৎপ্রযুক্ত সরকারে দস্তরাৎ আমলে আনা কবুল হওাতে ঐ বিষয় মজকুরার সলামি মবলগ ৬০৲ সাইট টাকা * নিধার্য্য ছিল শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভিত্রাদলই গরহর জবান বন্দি দ্বারায় ছাবিত হওনে ইস্তিকালির দস্তর মতে মবলগ মজকুর চৌথাই দাখিল করিলে সমস্তের আগ্রে সর নস্কর কি খেদমত পাইতে পারিবানা বিধায় বড় খেলমার মজুন্দারি বিষয় তোমাদের প্রতি ছরফরাজ করা ওয়াজিব বোধ হইয়া তোমরার আপন ২ মিরাস ও ষুনার খারু ও মলিদার ও রূপার বাটা ও অনস্তি ও খেস কমলি ও খালি নাগারা ও ঢুল ও টাসা ও চৌদল ও নিশান এ সব চলন সাজ সহকারে লওনক্রমে তোমাদের নামে বড় খেলমার মজুন্দারি মকরর করা গেল মৌজা মজকুরের চৌধুরির পরে সমস্ত জমিদারানের অগ্রে মজুন্দারের দস্তর মতে জুদা পান ছালামি পাইবা চলিবা ও চালাইবা এবং সন বসন সরে পরগনার দস্তর মতে ৮ সরকারের খাজানা আদায় পূর্ব্বক মিরাস মজকুরা বিষয় সহিত মৌজা মজকুরের চার হদ্দা মধ্যে পুত্র পুত্রাদিক্রমে ভুগ তছরূপ করিতে রহ রায্যে এই হুকুম আমলে আনিবেক, ইতি সন ১৭৫৩ সকাব্দা মোতাবকে সন ১২৩৮ বাংলা তারিখ ২৪ আসাঢ়

Sd T. Fisher
in charge of Cachar.

মকদ্দমা
শ্রীমদনরাম দেব
মহরের

---

* ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে বিভিন্ন উপাধির মূল্য—

চৌধুরী—১০০৲ মজুমদার—৭৫৲ লস্কর—৬০৲
বড় ভূইয়া—৫০৲ খাড়ার ভূইয়া—২৫৲

৬। মহারাজ গোবিন্দ নারায়ণের রাজত্বে কাছাড়ের বিভিন্ন রাজ্যে যে সকল প্রসিদ্ধ লোক বর্ত্তমান ছিলেন তন্মধ্যে কতিপয়ের নিবাস ও নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

নিবাস	নাম
মুসলমান পক্ষে	
কনকপুর ..	রজুমিঞা। সঙ্গাই মিঞা।
	দেওয়ান মিঞা। লেদু মিঞা।
অম্বিকাপুর	থুবাই মিঞা, ছুনাই মিঞা।
দুধপাতিল	নকি মিঞা।
রঙ্গপুর ...	গোলাম হুসন্।
সোনাপুর ..	দুলা মিঞা।
ঝঙ্গারবালী ...	আরি মামুদ।
মাঝিরগ্রাম	সন্দাই মিঞা।
সাতকরা কান্দি	সুনা মিঞা।
গোবিন্দপুর ...	টেনাই মিঞা। গুলাই মিঞা।
আলগাপুর	নুরাই মিঞা।
বারপুর ...	লাতু মিঞা।
বনরাজ ...	সঙ্গাই মিঞা।
রাসকান্দি ...	কালা মিঞা, গুণবাই মিঞা।

নিবাস	নাম
মুসলমান পক্ষে	
উধারবন্দ ...	লেদু মিঞা। গুলু মিঞা। করমোজ খাঁ।
জয়নগর ...	সঙ্গাই মিঞা। আরিমামুদ।
বড়যাত্রাপুর ...	মাতাব খাঁ। ধন্নু মিঞা। গনিমিঞা। আর্জু মিঞা।
হাইলাকান্দি ...	ফেচু মিঞা। ফেচাই মিঞা। ইত্যাদি।
হিন্দু পক্ষে	
যাত্রাপুর ...	রূপরাম ভিত্রি দলই। বর্জুরাম বর ভাণ্ডারী। রাজপণ্ডিত ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ বংশ।
ফুলবাড়ী ...	শম্ভুনাথ ভিত্রি দলই। কৃষ্ণরাম ভিত্রিদলই।
বিক্রমপুর ...	রত্নাকর বড় মজুমদার, জিতরাম দেশমুখ্য।
বড়খলা ...	ভবানীপ্রসাদ লস্কর। মাধবরাম দেশমুখ্য।
হাইলাকান্দি	জয়রাম চৌধুরী। ভাটের কোপার মজুমদার বংশ।
গণিরগ্রাম ...	মজুমদার বংশ।
উধারবন্দ ...	শিবরাম কাইত—রাজজ্যোতিষ। সোনারাম দেশমুখ্য।

ইত্যাদি।

গোবিন্দ নারায়ণের ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যয়ের তালিকা—

ইয়াদাস্তফর্দ্দ মাসুড়া খরচ রূপায়া সিক্কাবাবদে ৺ মহাবিষ্ণু ও মহালক্ষ্মী ও শরৎ কালীয় ৺ দুর্গা পূজা ও গয়রহ তেওয়ার হায় মঙ্গ মাহীত্র নারায়ণ বম জিবে, তপছিল সরকার শ্রীশ্রীযুক্ত হেড়ম্বাধীশ্বর গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণ মহারাজ নৃপ বাহাদুর। ইতি—

নাম মাস বকএদ তেওয়ার	তাইয়ণ খর্চ্চ টাকা সিক্কা
মাহে বৈশাখ—	
মহা বিষ্ণু ...	২১৲
মহাবলী পূজা ...	১৫০৲
লক্ষ্মিণী পূজা ...	১৭৫৲
অক্ষয়া তৃতীয়া ...	১৫৲
	৩৬১৲
মাহে আষাঢ়—	
চান্দি পূজা... ...	১০০৲
রথ যাত্রা ...	১৫০৲
হরিনারায়ণ বিষু ...	১০৲
শয়ণ একাদশী ...	৫৲
	২৬৫৲

নাম মাস বকএদ তেওয়ার	তাইয়ণ খর্চ্চ টাকা সিক্কা
মাহে শ্রাবণ—	
ঝুলন যাত্রা ...	৫০৲
শ্রাবণী ব্রত .	৫০৲
পাট বিশহরি পূজা	৩০০৲
	৪০০৲
মাহে ভাদ্র—	
জন্ম যাত্রা ...	১৫৲
মাইলাম পূজা	১৭৫৲
	১৯০৲

মাহে আশ্বিন—

দুর্গা পূজা—	৪২৫০৲
লক্ষ্মী পূজা—	২৫৲
জল বিষু—	১৫৲
	৪২৯০৲

মাহে কার্ত্তিক——

দীপান্বিতা—	৫০৲
উথ্যান—	১৫৲
মহা রাস—	২০০৲
	২৬৫৲

মাহে অগ্রহায়ণ—

নবান্ন—	২৫৲

মাহে মাঘ—

উত্তরায়ণ বিষু—	১০৲
রটন্তি পূজা—	৫০৲
শ্রী পঞ্চমী—	৫০৲
মকর পূজা—	১৭৫৲
শিব রাত্রি পূজা—	২০৲
	৩০৫৲

শ্রীশ্রী৺ কাচা কাস্তি ঠাং পূজা বমোজিকো নিরিখ ৮ মাস কাবাড় সোয়াই ঘাট— শালিয়ানা খরচ——১২০৲

শ্রাদ্ধাদি ও বার মাসের একাদশী খরচ——২৫০৲

শায়র মহাল হইতে খরচ বন্দান নিজ সরকারের কেন্তা খরিদ পং জয়নগর জমা ও জিরির খাজানা— —১৭৫।/৬॥

মাহে ফাল্গুন—

দৌড্যল যাত্রা— ২০০৲

২০০৲

মাহে চৈত্র—

বাসন্তি দুর্গা পূজা— ১৫০৲

চন্দন যাত্রা— ১৫৲

১৬৫৲

জমি সংযুক্ত বন্দান সেওয়াই সন বসন সরকার হইতে হুরাই সকলকে খরচ নগদ দেওয়া যায়——২৫০০৲

১০১১১।/৬॥

মইয়াং উপকথা।

মইয়াং মণিপুরিগণের ভাষা ও স্বাভাবিক বুদ্ধির কথা আলোচনা করিলে মনে হয়, ইহারা আর্য্য সংমিশ্রণে উৎপন্ন। নিম্নে উহাদের আর্য্যগণের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির নিদর্শন স্বরূপ একটী মইয়াং উপকথা প্রদত্ত হইল।

কোন সময়ে এক মহাজন (সওদাগর) ও একজন টেটন (ধূর্ত্ত) একটী সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথে বিপরীত দিক হইতে আসিয়া হঠাৎ এক স্থানে মিলিত হইল ; কিন্তু রাস্তা এরূপ সঙ্কীর্ণ যে তাহাতে একবারে একাধিক লোক যাতায়াত করিতে পারে না। পথিকেরা উভয়েই গর্ব্বিত যুবক। কে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইবে, এই ভাবনায় উভয়েই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মহাজন ভাবিল, আমি দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী, আমার যেমন ধন সম্পত্তি তেমনি সম্মান, প্রতিষ্ঠা, আমি একটী সামান্য লোকের জন্য এক পার্শ্বে সরিয়া যাইব কেন? টেটন ভাবিল, বুদ্ধির জন্য রাজদরবারে আমার কত প্রতিপত্তি, আমি কেন সরিয়া যাইব! টেটন, কিছুক্ষণ পরে, নির্ব্বোধ লোকের সহিত পথিমধ্যে কলহ করা বুদ্ধিমানের শোভা পায় না, এই ভাবিয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে এক পার্শ্বে একটুকু সরিয়া দাঁড়াইল। মহাজন একটুকু অগ্রসর হইয়া ভাবিল, লোকটা কি বেয়াদব! উপযুক্ত অভিবাদন না করিয়াই চলিয়া গেল। সুতরাং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওহে, আমি তোমার সম্মানের পাত্র, এ কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? অভিবাদন না করিয়াই চলিয়া যাইতেছ কেন?" টেটন বলিল, "ধন সম্পত্তি থাকিলে কি হইবে? তোমার মত বুদ্ধিহীনের ছায়া স্পর্শ করাও পাপ, তাই সরিয়া গিয়াছিলাম।" অনেক তর্কবিতর্কের পর নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের জন্য তাহারা

উভয়ে নিকটবর্ত্তী গ্রাম্য পঞ্চাইতগণের নিকট উপস্থিত হইল। পঞ্চাইতগণ যুক্তি করিয়া দেখিলেন, মহাজনকে শ্রেষ্ঠ বলিলে মামলা মোকদ্দমার সময় টেটন হইতে অনিষ্টের সম্ভাবনা। আর টেটনকে শ্রেষ্ঠ বলিলে অভাবের সময় টাকা কড়ি ধার পাওয়া কঠিন। অবশেষে তাঁহারা বলিলেন, "মহাশয়গণ! বিষয়টী বড়ই জটিল। আমরা সামান্য গ্রাম্য লোক, আমাদের বুদ্ধিও সামান্য। আপনারা রাজার নিকট বিচার প্রার্থনা করুন। তখন তাহারা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা দেখিলেন, বুদ্ধি এবং ধন সম্পত্তি ইহার কোনটীই উপেক্ষণীয় নহে। বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিলে, রাজ্যের সকল অর্থশালী ব্যক্তিই অসন্তুষ্ট হইবে; আর ধন সম্পত্তির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিলে, মন্ত্রী, অনুচরবর্গ, ও রাজ্যের সকল বুদ্ধিজীবীই আমার বিপক্ষতাচরণ করিবে। সুতরাং রাজা স্বয়ং এই বিচারে হস্তক্ষেপ না করিয়া মন্ত্রীর উপরেই বিচারের ভার অর্পণ করিলেন। মন্ত্রী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"নীলাচলের রাজকন্যা জন্মাবধি পুরুষের মুখ দর্শন করেন না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই রাজকন্যা বিবাহ করিয়া আনিতে পারিবে সেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে।"

টেটন বলিল—"আমি অগ্রে গেলে কৃতকার্য্য হইব, সন্দেহ নাই, কিন্তু পরে মহাজন সগর্ব্বে বলিবে—অগ্রে গেলে আমিও রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিতে পারিতাম, সুতরাং সে-ই অগ্রে যাউক।"

মহাজন নৌকা বোঝাই করিয়া ধনরাশি লইয়া যাত্রা করিল। কিন্তু ক্ষিপ্রতা বশতঃ নিদর্শন পত্র সঙ্গে লইবার কথা ভুলিয়া গেল। অতঃপর নীলাচলের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলে, প্রহরীগণ নিদর্শনপত্র ব্যতীত তাহাকে নৌকা ভিড়াইতে নিষেধ করিল। তখন মহাজন প্রহরীদিগকে আত্মপরিচয় দিয়া বলিল—"আমি তোমাদের রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে এ রাজ্যে আসিয়াছি। কৌশলে তাঁহাকে আনিয়া

দিতে পারিলে তোমাদিগকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিব। এক্ষণে সহস্র মুদ্রা দিতেছি, গ্রহণ কর।" তাহারা নানাছলে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহে চলিয়া গেল। এইরূপে নানা নিস্ফল চেষ্টায় ধনরাশি নিঃশেষ করতঃ মহাজন দেশে আসিয়া বলিল—"আমার দ্বারা একার্য্য হইল না, টেটন একবার চেষ্টা করিয়া আসুক।"

টেটন একখানা নিদর্শন পত্র ও যৎসামান্য অর্থ লইয়া নীলাচলে গমন করতঃ নানা কৌশলে রাজকন্যার মালিনীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রমে তাহার সঙ্গে একটুকু আত্মীয়তা জন্মিলে পর, একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিল—"মাতঃ। শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, যে রাজকন্যা জন্মাবধি পুরুষের মুখ দর্শন করেন না এবং যৌবনে স্বেচ্ছায় অবিবাহিতা রহিয়াছেন। এ রহস্য ভেদ করিতে না পারায় মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছে।" মালিনী বলিল—"বাপু, এবিষয় রাজকন্যার অতি গোপনীয়। কেহ এই বিষয় উল্লেখ করিলেই তিনি কাটিতে উদ্যতা হন। তাই জিজ্ঞাসা করিতে মনে বড় ভয় হয়।"

টেটন বলিল—"মাতঃ, কথা গুছাইয়া বলিতে জানিলে, ইহাতে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। আমি উপায় বলিয়া দিতেছি। উত্তম মাল্য রচনা করিয়া নিন্ এবং কথা প্রসঙ্গে বলুন—'মাগো। আমি বৃদ্ধা হইয়াছি, কখন যে মরি ঠিক নাই, মনে বড় কষ্ট যে তোমাকে এখনও সংসারী দেখিলাম না। কাটিতে হয় কাট কিন্তু তুমি যে ভীষণ পণ করিয়াছ তাহার কারণ না জানিয়া মরিলেও শান্তি পাইব না।"

পরদিন মালিনী উপদেশমত কার্য্য করিল। মালিনীর আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়া রাজকন্যা একটুকু বিচলিতা হইলেন।

রাজকন্যা বলিলেন—"মা! এ অতি গোপনীয় বিষয়। সাবধান! দেখিও যেন আর কেহ শুনিতে না পায়।" মালিনী বলিল—"মা! ভাবনা নাই, এবিষয় কখনও প্রকাশ পাইবে না।"

তখন রাজকন্যা বলিলেন; "দেখ মা! পূর্ব্ব জন্মে আমি হরিণী রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। একদা অনাবৃষ্টি ও রৌদ্রে আহার্য্য দুষ্প্রাপ্য হইল। তখন আমি আসন্নপ্রসবা। আহার অন্বেষণে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে কষ্ট অনুভব করিতাম। ভাগ্যক্রমে এক দিন পাহাড়ের ধারে একটী ঝরণার নিকটে অতি সুন্দর কচি ঘাস দেখিতে পাইলাম। সেই ঘাস দেখিয়া আমার স্বামী লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পাহাড়ে তখন আগুন জ্বলিতেছিল বলিয়া তাঁহাকে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তাঁহার আগ্রহে আমিও ঘাস খাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমে চারিদিকের জঙ্গলে আগুন দেখা গেল। পুনরায় স্বামীকে বলিলাম,—'দেখ আমি গর্ভবতী, চলিতে কষ্ট বোধ হইতেছে। অগ্নি আরও অধিক প্রবল হইলে তোমার ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া, অগ্নি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব না। আইস, সময় থাকিতে চলিয়া যাই।' আমার স্বামী উপহাস করিয়া বলিলেন,—"এই সামান্য আগুনে ভয় পাইতেছ! হরিণ-শিশুও এ আগুনে ভয় পায় না। চল আরও কিছু আহার করিয়া নেই।"

ক্রমে অগ্নিরাশি আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। পুরুষ নিজের প্রাণ নিয়াই ব্যস্ত। একবারও আমার কথা তাঁহার স্মরণ হইল না। তুচ্ছ প্রাণ নিয়া এক লম্ফে তিনি বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন। পলায়নের চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া অগ্নি মধ্যে ভীষণ যাতনা পাইয়া আমি প্রাণ হারাইলাম। মৃত্যুকালে প্রতিজ্ঞা করিলাম,—"পর জন্মে স্বার্থপর পুরুষের মুখ দর্শন করিব না।"

ক্রৈটন মালিনীর নিকট হইতে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া নিজদেশে গমন করিয়া মন্ত্রীর সাহায্যে নীলাচলের রাজার নিকট দিবার জন্য একখানা পত্র সংগ্রহ করিয়া পুনঃ তথায় যাত্রা করিল। পত্রে লেখা

ছিল যে "পত্রবাহক সম্ভ্রান্ত বংশীয়। তিনি শৈশব হইতে স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করেন না। সপ্তাহকাল নীলাচল দেখিতে তাঁহার বাসনা। এই সময়ে রাজ্যের স্ত্রীলোকদিগকে বাহির হইতে নিষেধ করিলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে।"

রাজার আদেশে, তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথম দিন ভ্রমণ করিলে পর, উক্ত রাজ্যের মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ। যুবা পুরুষ স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করেন না, এরূপ আশ্চর্য্য কথা কখনও শুনি নাই। বোধ হয় ইহার মধ্যে কোন রহস্য থাকিবে।" রাজারও কৌতূহল হইল এবং এই আশ্চর্য্য পণের কারণ জানিবার জন্য রাণী এবং রাজকন্যারও কৌতূহল জন্মিল। মণ্ডপের মধ্যে পর্দ্দার আড়ালে তাঁহারা রহিলেন। টেটনকে নিমন্ত্রণ করিয়া কথা প্রসঙ্গে তাঁহার পণের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইল।

শুনিয়াই টেটন ক্রোধে অধীর হইয়া অসি ধারণ করিল। কিন্তু অবিলম্বে যেন বহু কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিল,—"অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত এখনই কাটিয়া ফেলিতাম। কিন্তু আমি অদ্য আপনার অতিথি। বিষয়টি অতি গোপনীয় হইলেও আপনার নিকট বলিতেছি। কিন্তু দেখিবেন ইহা যেন কোনক্রমেই প্রকাশ না পায়।"

টেটন বলিতে লাগিল—"মহারাজ! পূর্ব্ব জন্মে আমি হরিণ ছিলাম। একদা পায়ে কণ্টক বিদ্ধ হওয়ায় চলিতে একপ্রকার অশক্ত হইয়া পড়ি। তখন একদিন স্ত্রীর সহিত ধীরে ধীরে বিচরণ করিতেছি, এমন সময় পর্ব্বতের ধারে কোনও এক স্থানে অতি সুন্দর কচি ঘাস দেখিতে পাইলাম। সে সময় চারিদিকে অগ্নি জ্বলিতেছিল, অগ্নি আমাদিগকে বেষ্টন করিতেছে দেখিয়া স্ত্রীকে বলিলাম—"আমার পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছে, আমি চলিতে একপ্রকার অশক্ত। অগ্নি প্রবল হইলে আমার পক্ষে অগ্নি অতিক্রম করা কঠিন হইবে।" কিন্তু মহা-

রাজ! স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই একটু পেটুক, অল্পাহারে কথনও তৃপ্ত হয় না।

"আমি স্ত্রীলোক হইয়া ভয় করি না, আর তুমি পুরুষ হইয়া ভয় কর?" স্ত্রীর এই ভর্ৎসনায় আমিও ঘাস থাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিতে দেখিতে অগ্নি চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তথন সে এক লাফে অগ্নি পার হইয়া গেল; কিন্তু আমি ভীষণ যন্ত্রণায় অগ্নি মধ্যে প্রাণ হারাইলাম। মৃত্যুকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, পরজন্মে আর স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিব না।"

রাজকন্যা এই সময়ে আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। মনের আবেগে বলিয়া উঠিলেন—"নির্লজ্জ! কেন আর মিথ্যা কথা বলিতেছ। তুচ্ছপ্রাণ নিয়া পলায়নের কথা কি এত শীঘ্রই ভুলিয়া-গিয়াছ! আমি তোমার জন্যই ত গর্ভাবস্থায় অগ্নিমধ্যে প্রাণ হারাই।" টেটন বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"কথনই না, তুমিই আমাকে অগ্নি মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তুচ্ছপ্রাণ নিয়া পলায়ন করিয়াছিলে।" এইভাবে পর্দার উভয় দিক হইতে বাক বিতণ্ডা চলিতে লাগিল।

তথন মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! ইহারা পূর্ব্ব জন্মে নিশ্চয়ই স্বামী স্ত্রী ছিল, এক্ষণে অবিলম্বে ইহাদের বিবাহ দিন।" এইরূপে টেটনের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইল। দেশে আসিয়া টেটন পরম সুখে বাস করিতে লাগিল। একদিন রাজা, মন্ত্রী ও টেটনকে রাস্তায় একসঙ্গে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া মহাজন প্রথমে রাজাকে, তৎপর মন্ত্রীকে এবং অবশেষে রাজার বন্ধু জ্ঞানে টেটনকেও অভিবাদন করিল।

অমনি মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন—"মহাজন! এতদিনে তোমার মামলার সম্পূর্ণ মীমাংসা হইল, তুমি নিজেই—ধন সম্পত্তি হইতে বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করিলে।"

সমাপ্ত।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রের বাঙ্গালা নকল—

আহদ নামাজে শ্রীশ্রীযুক্ত কোম্পানী ইংরেজ বাহাদুরের তরফ শ্রীশ্রীযুক্ত মেস্তর ডেবিড্ ইস্কট আজেণ্ট নবাব গবনর জনরেল বাহাদুর ও হিড়ম্ব অর্থাৎ কাছাড় রাজ্যাধিপ শ্রীশ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের সহিত নির্ধার্য্য হইয়া উভয়তঃ একরার হইল ইতি।

১। এক দফা, শ্রীশ্রীযুক্ত রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ শ্রীশ্রীযুক্ত কোম্পানী ইংরাজ বাহাদুরের তাবে আসিয়া আপন রাজ্য হিড়ম্ব দেশ ঐ সরকারের আশ্রয়েতে রাখিবেন ইতি—॥

২। দুই দফা, রাজ্যের বন্দবস্ত এবং হরিরেক বিষয় হুকুম মতে রাজার এক্তিয়ার শ্রীশ্রীযুক্ত কোম্পানী ইংরেজ বাহাদুরের সরকারের আদালত ঐ রাজ্যের প্রতি জারি হইবেক না কিন্তু রাজা সিকৃত হইয়া একরার করিলেন যে, প্রজাবর্গের যাহাতে স্বচ্ছন্দে ও সুখে থাকে, যে বিষয় শ্রীশ্রীযুক্ত নবাব গবরনর জনরেল বাহাদুরের পরামর্শ পূর্ব্বক কার্য্য করিতে থাকিবেন॥ অর্থাৎ প্রজা লোকের প্রতি কোন ভারি বিপদ উপস্থিত হইলে গবরনর জনরেল কৌন্সলের সৎপরামর্শ পূর্ব্বক রাজা তাহা তদারক করিবেন ইতি—॥

৩। তিন দফা, শ্রীশ্রীযুক্ত ইংরাজ বাহাদুরের সরকার হইতে একরার হইতেছে যে, রাজাকে অন্য মুলুকের শত্রু হস্ত হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন, আর যদি অন্য দেশের রাজা এ রাজার প্রতি অন্যায় আচরণ করে, তবে তাহা তদারক শ্রীশ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের সরকার হইতে হইয়া অন্য দেশের রাজার অন্যায় সাব্যস্ত হইলে তাহার বিহিত তদারক ও তজবিজ এ সরকার হইতে হইবেক। রাজা একরার করিতেছেন যে, ঐ তজবিজ তাহার মানিবেক; আর অন্য দেশের কোন রাজার ও যাহার সহিত

[illegible] কোম্পানী বাহাদুরের অজ্ঞাতসারে অন্য অদ্ভুত লিখিত পড়িত রাখিবেন না ইতি —॥

৪। চারি দফা; সরত সকলের নির্ধ্যাজিত এমদাদ ইত্যাদির [illegible] সন ১২৩২ সন বারশ বত্রিশ হইতে প্রতি সনে লালবন্দি ১০০০০, দশ হাজার টাকা সিক্কা শ্রীশ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের খাজানায় দাখিল করিবেন ॥ রাজা এমত একরার করিলেন, আর মণিপুরীর সরকার সকল যাহারা কয়েক বৎসর যাবত কাছাড় রাজ্য অধিকার করিয়াছিল ॥ তাহাদের প্রতিপালন শ্রীশ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুর সরকার হইতে হইবেক— ॥

৫। পাঁচ দফা, রাজা একরার করিতেছেন যে, উপরের লিখিত সরত অনুসারে যদ্যপি লালবন্দির টাকার রোক্ত আদায় না হয় তবে লালবন্দির টাকা আদায়ের জন্য জামিন রাজস্ব হইতে শ্রীশ্রীযুক্ত কোম্পানী ইংরাজ বাহাদুরের নিজে এলাকায় সামিল করিয়া লালবন্দির টাকা আদায় করিতে থাকিবেন। ইতি

৬। ছয় দফা, রাজা একরার করিতেছেন যে, সরকার ইংরাজ বাহাদুরের যে সকল কানন, আদালত, দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও [illegible] ও আকিম ও গএরহ বিষয় জারিয়াছে, যাহাতে ঐ কাননের [illegible] না আইসে, জেলা শ্রীহট্টের হাকিমের পরামর্শ পূর্ব্বক সতত [illegible] জয়ায়ক করিবেন ইতি।—

সন্ ১৮২৪ ইংরেজি ৬মার্চ্চ মোং ১২৩০ বাঙ্গালা ২৪ ফাল্গুন রোজ [illegible] মোকাম [illegible] — ॥

দশ রাজের ব্রাহ্মণবর্গের বিস্তৃতি ও বিদায়ের পরিমাণ।

[illegible]যুদ্ধের পূর্ব্বে কাছাড়ের সমতল ভাগ ১০টী পরগণায় বিভক্ত ছিল। প্রতি রাজে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও তাহাদের বিদায়ের পরিমাণ ও বিস্তৃতি নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে অবগত হওয়া যায়। জয়নগরের ভট্ট বংশোদ্ভব জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির মাতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষে এই তালিকা প্রস্তুত হয়। তালিকাখানা শ্রীযুক্ত রায় সাহেব প্রমদাকুমার বসু মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।

	সুরুজভরি ব্রাং	দাবর ব্রাং	কুং বামন	অগ্র শ্রাঃ ব্রাং	রাচর ব্রাং	গণক	গড়র ব্রাং	তিয়র ব্রাং	ধুপার ব্রাং	নমস্তুতর ব্রাং	পাটনী ব্রাং	বৈং	ফকীর
[illegible]	[illegible]	১৩ ২২৸			১৩-২০॥৵০		১৭-৯৬৶		৩-৩৲	২১ ১৫।৶	৭-৫।০		
[illegible]	[illegible]	১০ ১৭৸			৪০-৬৪॥	২৮-৪৬৲		৪-৪৲		১৮ ১৫৸	৭ ৫।০	২-॥৶	
[illegible]	[illegible]		[illegible]					১-১৲		৫ ৪৵০			
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]								৫-৫৲		৭ ৫।০	১-।৴	

	সুরন্তরি ব্রাং	দাষর ব্রাং	কুং বামন	অগ্র ব্রাং	রাঢ়র ব্রাং	গণক	গড়র ব্রাং	তিয়র ব্রাং	ধূপার ব্রাং	নমস্যুতর ব্রাং	পাটনী ব্রাং	বৈ	ফকীর
৬-প্রং জয়নগর			৮ ১২।৶০		১৫- ২ ৫॥/০						২ ১॥	৩৫- ১৸০	
৭-প্রং বড়ুখলা	১২ ৩৮।০									১১-৯।৶	৫-৫৸০		
৮-প্রং বরাকপার	১ ১৸০	১ ১৸০								১২-১০॥	১৭ ৪।/		২-৸০
৯-প্রং সুনাপুর										৬ ৫।০	২-.৸০		
চিরির পার		১-১\						১-১\					
আসামর													
১০-প্রং ওধারবন্দ										৩ ২।৶০			
	১৪১- ৪৩৬।০	২৫ ৪৩।০	১০- ১৫৸৶		৬৮- ১১০।/	২৮- ৪৬\	৩৮- ৯৬॥৶	৬-৬\	৮ ৮\	৮১- ৬৭॥৶০	৪৭- ৩৬৶	২০- ৭৸০	৩ ৸০
বিদেশী ব্রাং প্রং চাপঘাট	১৮-৯০\				১৮-২২॥								

কাছাড়ে নাথ বা যোগি জাতি।—
উপনিবেশ স্থাপন ও বিস্তৃতি।

কাছাড়ে নাথ জাতি বহু প্রাচীন নহে। রাজা হরিশচন্দ্র নারায়ণের পূর্ব্বে ইহারা এদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল কিনা তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাছাড়ের সমতল ভাগে বাঙ্গালীজাতি উপনিবেশ স্থাপন করার পর ইহারা বস্ত্র ব্যবসায়চ্ছলে শ্রীহট্ট ও তন্নিকটবর্ত্তী জেলা সমূহ হইতে কাছাড়ে আগমন করে।

রাজা হরিশচন্দ্রের সময় হইতে নাথগণ দলে দলে কাছাড়ে প্রবেশ করিতে থাকে। উক্ত রাজার সময় কালাইন, কাটীগড়া, নূরনগর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বসতি বিস্তৃতি হইয়াছিল। লক্ষ্মীচন্দ্রের সময়ে বিক্রমপুর, জয়নগর, তারাপুর, দুধপাতিল, শিলচর, বেরেঙ্গা, কনকপুর পর্য্যন্ত ইহারা অগ্রসর হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে হাইলাকান্দি প্রভৃতি স্থানে ইহাদের আবাস স্থাপিত হয়। কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে সৈদপুর, খাঙ্কুরপার, দক্ষিণ-কৃষ্ণপুর সোনাপুর পর্য্যন্ত ইহারা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কথিত আছে কাছাড়ের রাজা লক্ষ্মীচন্দ্র তীর্থভ্রমনান্তে গৃহপ্রত্যাগত হইবার সময় বিশিষ্ট কয়েক ঘর নাথ কাছাড়ে আনয়ন করিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন। কাছাড় ইংরেজ অধিকৃত হইলে পর কাছাড়ের দক্ষিণাংশে নাথ বা যোগি জাতি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১১০০০।

ধর্ম্ম।—ইহারা প্রথমে সকলেই শৈব ছিল। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইল ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বকালে ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর শৈব সন্ন্যাসী দৃষ্ট হইত, তন্মধ্যে শূন্যাখি অতিথির নাম উল্লেখযোগ্য।

আচার ব্যবহার।—

ইহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় জননে মরণে দশ দিন অশৌচ ধারণ করে, কিন্তু মৃত দেহ মুখাগ্নি দ্বারা সংস্কৃত করতঃ যোগাসনে বসাইয়া সমাধিস্থ করিয়া থাকে। ইহারা স্বশ্রেণীর পুরোহিত দ্বারা দেব দেবীর পূজা ও বিবাহাদি করাইয়া থাকে। শ্রাদ্ধা দিতে অন্নাপণ্ড প্রদানকরে। ইহারা আবাস গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে বড়ই যত্নবান। ইহাদের মধ্যে বাল্য ও বহুবিবাহ প্রচলিত নাই।

শ্রেণী বিভাগ ও উপনয়ন সংস্কার।

ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী শ্রেণী বর্ত্তমান। মোহন্ত শ্রেণী ও নাথ শ্রেণী। মোহন্ত শ্রেণী, নাথ শ্রেণীর পৌরহিত্য করেন। এই দুই শ্রেণী পরস্পর স্বতন্ত্র। প্রবাদ আছে স্বাধরাত্ত অবলম্বনের পূর্ব্বে নাথগণ গুণ কর্ম্মানুসারে মোহন্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইত। একপ প্রথা বর্ত্তমানে নাই। মোহন্ত শ্রেণী স্ব স্ব নামের সঙ্গে মোহন্ত অধিকারী গোস্বামী প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করেন এবং নাথদিগের সহিত ইহার সমাজগত কোন সংস্রব রাখেন না। প্রায় ৪০ বৎসর হইল, বঙ্গদেশে যোগিজাতি উপবীত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। তদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণে কাছাড়ে নাথদিগের মধ্যে উপবীত গ্রহণ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু উপবীত গ্রহণ করিলেও মোহন্ত শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য ও ইহার ম নিয থাকে।

ব্যবসায়।

বস্ত্রবয়ন কাছাড়ের নাথ জাতির আদি ব্যবসায় ছিল। তখন ইহাদের প্রস্তুত কাপড় অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল বলিয়া দেশীয় বাঙ্গালী অধিবাসী এবং রাজপরিবার আদরে ইহাদের প্রস্তুত কাপড় গ্রহণ করিতেন। রাজা ইহাদের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতেন ক্রমে পূর্ববঙ্গ হইতে কাপড়ের আমদানি বৃদ্ধি হইলে কাছাড়ে

নাথ জাতির বস্ত্রব্যবসায়ে লাভ রহিল না। উদরান্নের জন্য ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ বিষয়ে নাথসমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কাছাড়ে কৃষি বিস্তৃতির সঙ্কল্পিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া নাথজাতির প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "তোমরা কৃষি অবলম্বন করিয়া আমার রাজ্যে সুখে বাস কর।' তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্তাবিত কৃষি ব্যবসায় অবলম্বনে পশ্চাৎপদ হইলে পাছে নাথসমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়ায় এই ভয়ে তাহারা সকলেই লাঙ্গলে একগাছি লম্বা রজ্জু স্পর্শ করতঃ ভূমি কর্ষণে প্রবৃত্ত হয়। বর্ত্তমানে ইহাদের মধ্যে কৃষি ব্যবসায়ী লোকই অধিকতর। বস্ত্রবয়ন এই জাতির মধ্যে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। ভিন্নদেশে এই জাতীয় যে সকল লোক এক সময়ে কাছাড়ের নাথ জাতির সম অবস্থাপন্ন ছিল অথচ কৃষি অবলম্বন করে নাই তাহাদের চেয়ে কাছাড়বাসী কৃষিব্যবসায়ী নাথগণ অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে।

সমাজ গঠন ও শাসন।

ইহাদের সমাজগঠন বড়ই সুশৃঙ্খল। কাছাড়ের অন্যান্য বাঙ্গালী জাতির মধ্যেও এরূপ সমাজগঠন রহিয়াছে। প্রত্যেক গ্রামে এক বা ততোধিক খণ্ড সমাজ আছে। খণ্ড সমাজের নেতাকে মুরব্বী বলা হয়। এইরূপে কয়েকটী খণ্ড সমাজসহ একটি 'পাঁচ সমাজ' গঠিত হয়। দুই বা ততোধিক পাঁচ সমাজে একটি 'বার সমাজ' হয়। কাছাড়ের নাথবর্গ এরূপ তিনটী বারসমাজে বিভক্ত। কোন স্থানে কোন গোল বাধিলে বা কেহ কোন অপরাধ করিলে সেই স্থানের খণ্ড সমাজে প্রথম তাহার বিচার হয়। খণ্ড সমাজের বিচারের বিরুদ্ধে পাঁচ সমাজ বা বার সমাজে আপীল চলিতে পারে। অপরাধী দণ্ড

অস্বীকার করিলে এক ঘরে হইতে হয়। সাধারণ অপরাধের জন্য এক বাটা পান দণ্ডস্বরূপ গৃহীত হয়। গুরুতর অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও দেবপূজার বিধান আছে।

উলে প্রতিনিধি নিয়োগ।

ইহাদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে পর ইহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ১৬ জন লোক খুব সুন্দর একখানা বস্ত্র উপঢৌকন সহ রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া উলে (রাজ দরবারে) তাহাদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে রাজ আজ্ঞা প্রার্থনা করে। রাজা তাহাদের বস্ত্রখণ্ড প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে রাজ বাটায় পান সুপারি সহ এক কাহন কড়ি উপহার দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তদনুসারে এই সমাগত ১৬ জন লোক উলে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। ইহাদের মধ্যে ৬ জন সদর অঞ্চলের, ৬ জন তিলাইনের পশ্চিমের এবং ৪ জন হাইলাকান্দীর অধিবাসী ছিল। প্রতি বারসমাজ হইতে এক এক জন লোক লইয়া উপরোক্ত ব্যক্তিগণ সমগ্র নাথসমাজের প্রতিনিধিত্ব করিতেন।

পান ও পণ।

রাজা উপরের লিখিত প্রকারে বাটায় যে পান সুপারি দিয়াছিলেন তাহা ১৬ জন লোকে সমানাংশে ভাগ করিয়া নেয়। ইহা হইতে নাথসমাজে পান ও পণের সৃষ্টি হইয়াছে। অদ্যাপিও সমগ্র [illegible] উক্ত ১৬ জন লোকের বংশধরগণকে পান ও পণ দ্বারা [illegible] করিয়া থাকে। কোনও উৎসব ব্যাপার উপলক্ষে ইহাদিগকে [illegible] দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেই সমগ্র সমাজ নিমন্ত্রিত হয়। ইহারা নিম[illegible]হইলেই আপন আপন অধিকারস্থ জনগণসহ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে উৎসবে [illegible] থাকে। ব্যক্তিগত ভাবে নিমন্ত্রণের প্রথা ইহাদের মধ্যে নাই। [illegible]কটী বংশ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উক্ত

১৬ ঘরের সম্মতি অনুসারে পান ও পণ লাভ করিয়াছে। উক্ত ষোল ঘরের মধ্যে দুধপাতিলের মাঝার ভুঞা বংশ, তারাপুরের বড় ভুইয়া বংশ, শিলচরের ডেউংবা মণ্ডল বংশ এবং কনকপুরের ডেকালস্করের বংশ অদ্যাপি নাথ সমাজে শ্রেষ্ঠাসন পাইয়া আসিতেছেন।

উপাধি।

রাজা গোবিন্দচন্দ্র যখন চৌধুরী, মজুমদার ভূইয়া, লস্কর প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করেন, তখন নাথসমাজের ১৬ জন লোক এবং অপরাপর উপযুক্ত বংশের লোকদিগকেও উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্ম অভিযান।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম অভিযানের সময় কাছাড়ের নাথ জাতির অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব লোপ পাইয়াছে। ব্রহ্ম অভিযানে অনেক প্রাচীন পুথি, পাঁচালী, সনন্দ হারাইয়াছে, এবং যাহা হারাইয়াছে তাহা চিরকালের জন্য লোপ পাইয়াছে।

গ্রন্থে বর্ণিত কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা ও সংশোধন।

প্রথম অধ্যায়।

সংস্কৃত শ্লোকগুলি দক্ষিণ-শ্রীহট্টস্থ বিভিন্ন হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি হইতে সংগৃহীত। শ্লোকগুলি প্রামাণিক কিনা অনুসন্ধান যোগ্য।

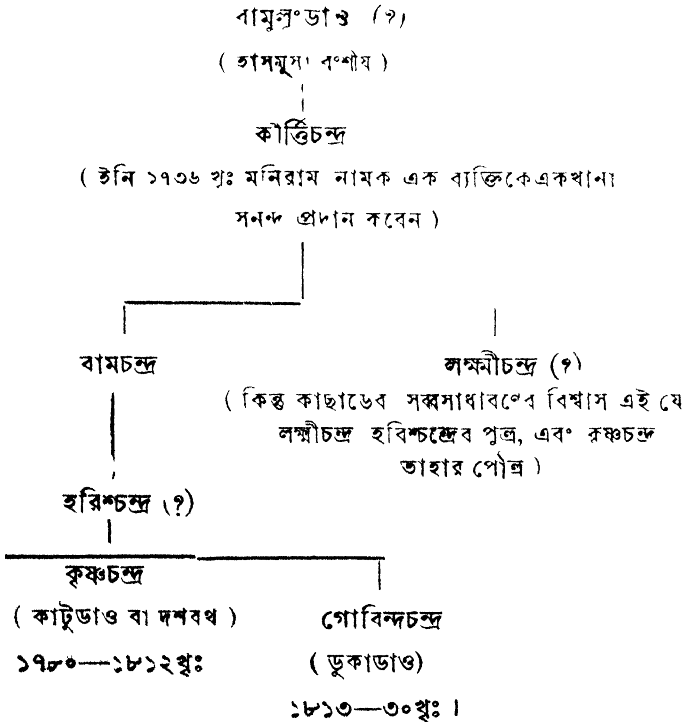
৯ পৃঃ—'জয়সিংহ (ওরফে সুলাই বর্ম্মন)—সোনাপুরের উজীর। ইঁহার দাতুষ্পুত্র মুক্তারাম হাইলাকান্দির উজীর ছিলেন। উক্ত উজীর-বংশীয় মণিচরণ, বিদ্যারাম, নরেন্দ্রকুমার প্রভৃতি এখনও বর্ত্তমান আছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

৩১পৃঃ—৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজধানী জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৪৯ ত্রিপুরাব্দ হইলে ৭০৯খৃঃ হয়। ১৪০৯ ত্রিপুরাব্দে দীর্ঘিকা খণিত

হওয়াও অসম্ভব। ১৪০৯ শকাব্দ ধরিলে ১৪৮৭খৃঃ দীর্ঘিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই দীর্ঘিকা কাছাড়ী রাজা হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র—লক্ষ্মীচন্দ্রের পিতা বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত কিন্তু ইন্দুপ্রভা রাণীর তর্পণের জায় হইতে এরূপ প্রমাণ পাইতেছি যে, লক্ষ্মীচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের খুল্লতাত ছিলেন। নিম্নে বংশাবলী প্রদত্ত হইল।



তৃতীয় অধ্যায়।

৪২পৃঃ—দেহান জাতীয় সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। কেহ কেহ কৌলিক ব্রাহ্মণ পরিত্যাগ করিয়াছে মাত্র।

চতুর্থ অধ্যায়।

৬২পৃঃ—'১২৫৮' ও '১৭০৮' স্থানে যথাক্রমে ১৭০৮ ও ১৭৫৮ হইবে। সুরদর্প ১৭০৮খৃঃ রাজ্যলাভ করেন। ১৭১৩খৃঃ তাঁহার রাজত্বে নারদীয় পুরাণ রচিত হয় এবং তাহার পরবর্ত্তী রাজা ধর্ম্মধ্বজের পর কীর্ত্তিচন্দ্র রাজত্ব করেন। ১৭১৬ খৃঃ সম্পাদিত তাহার একখানা সনন্দও পাইয়াছে। সুতরাং সুরদর্প ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন নাই। নিম্নে সুরদর্পের বংশাবলী প্রদত্ত হইল।

তাম্রধ্বজ (মৃত্যু ১৭০৮ খৃঃ)
(ইনি থাউসেনছা বংশীয় এরূপ জনশ্রুতিও
আছে। অপর মতে ইনি হাসমুসা বংশীয়)

১ম রাণী	২য় রাণী	৩য় রাণী
চন্দ্রপ্রভা	ওয়াইছাংডি	কমলাদেবী (?)

|
সুরদর্প (বাউলা রাজা।
তাঁহার রাজত্বে ১৬৫২ শকা-
ব্দায় নারদীয় পুরাণ অনুদিত হয়)
|
ধর্ম্মধ্বজ (নিঃসন্তান)

৭০পৃঃ—'মেরামতকরা'—ছালাম্‌ক, মার'-স্থঃ; গাছ'—বংফাং; 'মুখ'—খু, 'লেজ'—কেরমাই, 'দাঁত'—হাঠাই, 'জিহ্বা'—সালাই, 'ভ্রাতা'- বাড্যা, 'স্ত্রীলোক'—মাসাইংজু, 'চন্দ্র'—ডাইন্স, 'স্বামী'—বাসাই, 'খারাপ'—হামিয়া, 'গণ্ড'—খাউলাই, 'তাহার লেখা খারাপ'—বনিকের টাই হামিয়া। শৃগাল ডাকিতেছে—মসরং বুরুংডু।

পঞ্চম অধ্যায়।

দিমাপুরে আগমনের পূর্ব্বে জোরহাট জিলার অন্তর্গত রেংমা পাথার নামক স্থানে কাছাড়ীদিগের রাজধানী ছিল। এই স্থান বড় দিমাপুর নামে কথিত হয়। মণিপুর রোডস্থিত ডিমাপুর নগরী ১৫৩৬খৃঃ ধ্বংস হইলে মোককচঙ্গ মহকুমায় প্রাসাংডুমুডুঃ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়। তৎপরে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের অল্প পূর্ব্বে মাইবং এ রাজধানী স্থাপন।

৮৮পৃঃ— ৪৫। 'নির্ভয় নারায়ণ' থাউসেনছা বংশীয় এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ হাচেংসা বংশীয় এরূপও অবগত হওয়া যায়।

৮৯ পৃঃ — ৮৫। 'বীরদর্প' — ইনি প্রাসাঃ ডুমডু নামক স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন এরূপ জনশ্রুতি রহিয়াছে। সুতরাং জনশ্রুতি অনুসারে তিনি ৮৭। মেঘবল বা মেঘনারায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা।

৯১পৃঃ—সন্ধিকারী—হরিশ্চন্দ্রের উপাধি বিশেষ। ১৭২১খৃঃ তিনি একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন এরূপ প্রকাশ। কিন্তু তিনি ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দের বহু পরে রাজত্ব করেন। লাংঠাছা ও ফলংছা বংশদ্বয়ের রাজত্ব করা সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

১০৮পৃঃ—রাজবংশীয়দিগের পদবী ও বিচার

পদবী	অর্থ	যাঁহারা পদবী লাভ করেন তন্মধ্যে কয়েকটী।
হর্ণামতি	প্রধান শাসনকর্ত্তা	আনন্দ রাম, লক্ষীরাম
জয়পুরদ্বিতা	সহকারী "	কাশীচন্দ্র

কৃষ্ণচন্দ্রের অভয় পত্র—

নিম্নে প্রদত্ত অভয় পত্রদ্বারা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭১৩ শকাব্দার ভাদ্রমাসের ১৯ তারিখ সোমবার কয়েকটি নাথ ও মুসলমান প্রজাকে একটী জঙ্গলা জমি আবাদ করিবার ও তথায় লোক বসতি করাইবার আদেশ প্রদান করেন।

৺ শ্রীরণচণ্ডীকার্য্যে—

৺শ্রীশ্রীযুক্ত রণচণ্ডী দেবী নিজ ভাণ্ডার।

৺শ্রীশ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ নৃপ চূড়ামণি

৺রভগবন্তর আজ্ঞা পত্রস্য—

৺অভয় চতুর-শিমা পত্র হালাকান্দির উজির ও বার্য্যের প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চ তুমার ৬থাতে আগলাপুরের পূর্ব্বে জঙ্গলা সাবাজপুর নগরেতে ৺রং ভাণ্ডারেতে শ্রীথুবাই মিযা মহু ও শ্রীমুনুমিযা ও শ্রীখলিল মাং লস্কর ও শ্রীনেকমাং ও শ্রীজফরখা বড়ভুং ও শ্রীরিখাতখা ও শ্রীমাথাই বড়ভুং ও শ্রীপিয়ার ও শ্রীআমির বড়ভুং ও শ্রীজুমানিয়া ও শ্রীবলাই বড়ভুং ও শ্রীফজাই মাং ও শ্রীদিদার মাং মাঝারভুং শ্রীবনু ও শ্রীমঙ্গল মাঝাভুংকেঁ বসিতে দিলাম! এই জঙ্গলার চতুরশিমা পূর্ব্বে ওমুক নদী পশ্চিমে আগলাপুরের জব্দর আইল উত্তরে শিবর খাল দক্ষিণে বাঙ্গালী নদী খালএর মধ্যে বসিতে দিলাম। সোণা, রূপা, এবন্দ, খনি বণি নিতি মাফিক দিলাম আর কাটা মারা তুলা পাবা গং বক্সি-লাম ঠাং ৺ভাণ্ডার জমা গণিবা আবাদ হইলে দিবা অবশ্য অবশ্য ইতি।

রূপেন্দু মনীন্দু শাকে মিথুন রুদ্রাক্ষ ভুক্তে রবৌ এতেচ লিখ্যতে—ইন্দু ব'সরে—ইতি।

তুলারাম সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের একখানা আদেশ পত্রের নকল—

শ্রীশ্রীদুর্গা

স্বস্তি অবিরত বিতরণ জনিত যশোরাশি বিরাজিত—

শ্রীল শ্রীরাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ মহদাব চবিত্রেষুঃ বিজ্ঞাপনঞ্চা নিবেদন। আপনকারর এলাকাতে শ্রীতুলারাম বম্মন সহিত আপনাব হামেশা কাজিয়া থাকাতে তাহা নিবাবণ অর্থে আমাব অনুমতী ছত্রে তুলারাম মজখুব যে পাহাড পুঞ্জি লোক হামবাও করিয়া রহিয়াছে ঐ জাযগাতে আপনার লোক চডাও না কবিলে কাজিযা হইতে পারিবেক না। সে বিষয় আপনার ১৫ শ্রাবনেব পত্র সহকাবে একরাব হজুরে দাখিল কবিযাছেন॥ তাহা মোলাহেজা পূর্ব্বক বম্মন মজখুব পত্রে লিখা গেল যে করাবের লিখিত চৌহদ্দি নেওযায আপনকারব অন্য কোন জাযগাতে দপ্ত আন্দাজ ও কোন বিষয় দৌবাত্যা-চরণ করিবেক না, ও আপনকাকে লিখা যায় যদি মন্দ আচবণ করে তাহা আমার জিম্মা ও সরকারেব লোক দ্বাবা তাহাকে পুঞ্জি হইতে উঠাইয়া দেওযা যাবেক এবং আপনিও ঐ স্থান চডাও করিবেন না, যদি কবেন তাহাতে কোন ব্যতিক্রম উপস্থিত হয তাহাব দোবক সরকার হইতে যাবেক না, আব আপনার নিকট সাবেক বদস্তর গারদ রাখনের বাঞ্ছা রাখেন বিষযে এক হাওলদাব ও এক না এক আব ১৬ শোলজন সিপাই থানাত রাখা গেল কিন্তু যদি আপনি রাইয়ত লোকের বেজায বদিযত কবিবেন তবে গারদের সিপাই উঠাইয়া নেওয়া যাবেক কিমধিক মিতি—

২৯ জুলাই মোঃ সন ১২৩৬ সাল তাবিখ ১৫ শ্রাবন।

সানাবড়ি—সৈন্যগণের শিক্ষাদাতা—	তুলা রাম স্মণক দর্প
বাস্কাউ—রাজস্বসচীব—	হারিধন
সেমৃডি কুনাং—সামাজিক বিচাব কর্ত্তা—	জিমিয়ু
ফেরগা কুনাং—কোষাধ্যক্ষ—	কৃষ্ণচরণ ধনীরাম যদুবাম

জাতিগত এবং বংশগত সামাজিক বিচার সেমৃফংদিগের বার্ষিক অধিবেশনে নিষ্পন্ন হইত। এই সময়ে ৪০ সেমৃফং হইতে ৪০টী লোক সেমৃডিকুনাং কর্ত্তৃক আহুত হইতেন। কোনও সেমফং লোপ হইলে বা অনুপস্থিত থাকিলে অন্য কোনও সেমফং হইতে অভাব পূরণ করা হইত। ব্যক্তিগত বিচার রাজা স্বয়ং কিম্বা সেমৃডিকুনাং নিষ্পন্ন করিতেন।

অষ্টমঅধ্যায়।

১১৫পৃঃ—'পুত্রের'—লক্ষ্মীশচন্দ্রের; 'শিশুপৌত্র'—শিশুপুত্র।

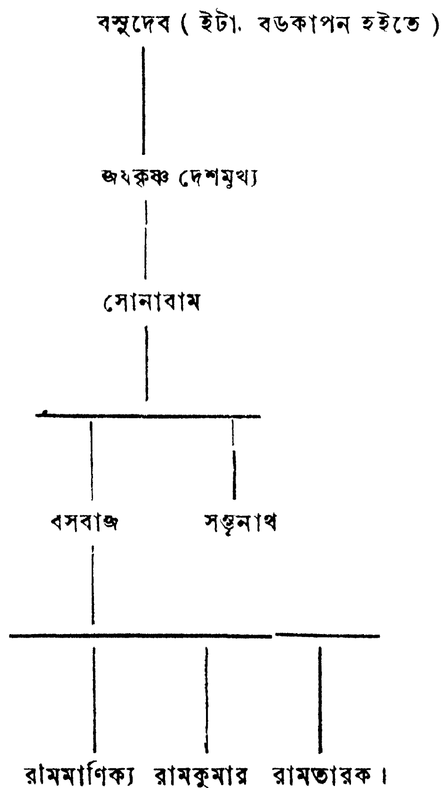
১১৬পৃঃ—'হরিচন্দ্রের রাণী'—হরিশ্চন্দ্রের মাতা লক্ষ্মীপ্রভা দেবী।

১১৭পৃঃ—'গোলকচন্দ্র'—চন্দ্ররেখা ও রত্নপ্রভার ভ্রাতা।

১২৩ পৃঃ—

সোনাপুর মৌজা স্থাপন সম্বন্ধে অপর একটী মত ও অবগত হওয়া যায়। রাজা রামচন্দ্রের রাজত্বকালে ঠবাং রাম উজিরের পুত্র হুনারাম নাজিরের নামানুসারে সোনাপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে! উক্ত হুনারামের একপুত্র হরিরাম বড়কাইত (লিখক) ও অপর পুত্র সিদ্ধারাম বেজিকাইত (কবিরাজ) রূপে পরিচিত ছিলেন। ইহাদের বংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। বলেশ্বর ও বর্ণধন বর্ম্মণ প্রভৃতি এই হুনারামের বংশধর বলিয়া পরিচিত।

১১৪পৃঃ—'উধারবন্দের ব্রাহ্মণগণ'—নিম্নে উধারবন্দের শ্রীযুক্ত বসরাজ শর্ম্মার বংশাবলী প্রদত্ত হইল।—



রামমাণিক্য রামকুমার রামতারক।

১২৮ পৃঃ—

তুলারামের পত্নী রাণী ধনবতীর কন্যাগণের বংশাবলী হইতে কন্যাগণ কি ভাবে আপন আপন পরিচয় প্রদান করে তাহার আভাষ পাওয়া যাইবে—

ধনবতী
|
উত্তরা (লরী)
|
ইন্দুরেখা — অতিকা — উর্শ্মিলা — জলেশ্বরী

ইন্দুরেখা → সুরধনী, সুধী, নানাইডি
অতিকা → শৈলিন্দ্রি
জলেশ্বরী → নন্দিনী, কেবাডি
সুরধনী → চন্দনা, অঞ্জনা
নানাইডি → ধনবতী
কেবাডি → বসন্ত, বসুমতি
চন্দনা → কৌশল্যা
অঞ্জনা → অন্নদা, নীরদা, জ্ঞানদা

নবম অধ্যায়।

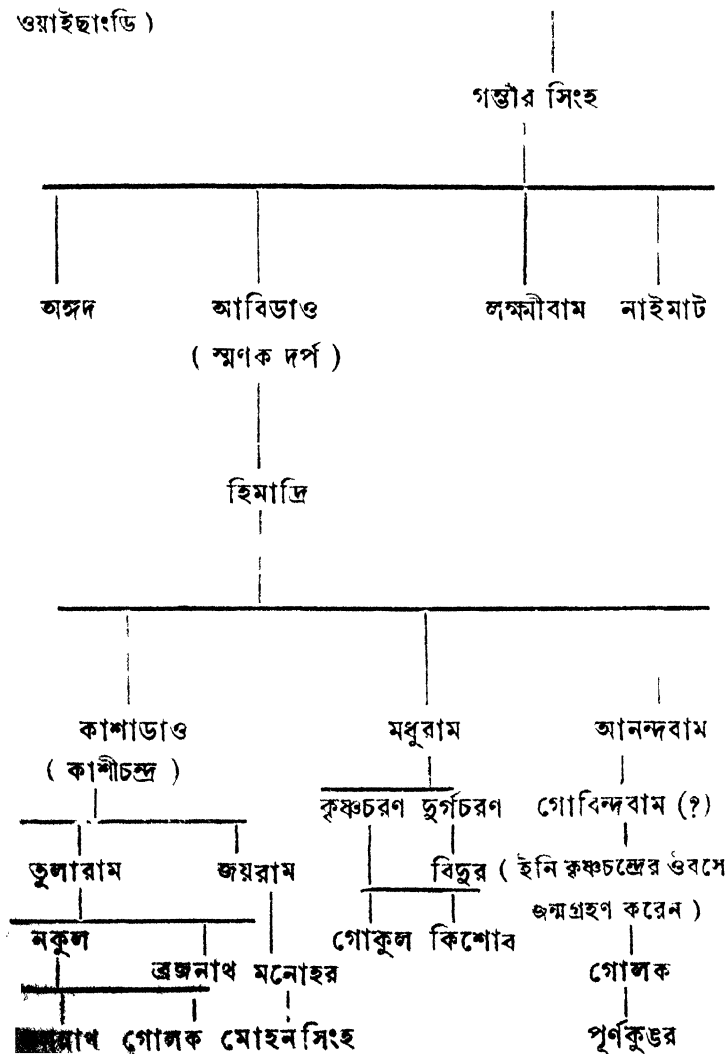
১২৯পৃঃ—ফংলাও ডাওগা, লাংঠা ডাওগা এবং ছিঙ্গইয়ুং—রাজদূত বংশ। খুমপ্রাই এবং মাইবাং—লিথক।

১৩০পৃঃ—ডিব্রাগেডে—উজীর বংশ।

১৩৩পৃঃ—এরূপও অবগত হওয়া যায় যে, এই জনশ্রুতি হাচেংসা বংশকে অবনত করিবার উদ্দেশ্য প্রচলিত হইয়াছিল।

কাশীচন্দ্রের (অপর নাম কাশাভাও) -ইনি তুলারাম সেনাপতির পিতা। এরূপ অবগত হওয়া যায় যে, তিনি তাম্রধ্বজের বংশে জন্ম

গ্রহণ করেন। নিম্নে বংশাবলী প্রদত্ত হইল—তাম্রধ্বজ (২য় রাণা ওয়াইছাংডি)



দশম অধ্যায়।

১৪৫পৃঃ—মিথুন রুদ্রাক্ষভুক্তে রবৌ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

১৬৬পৃঃ—'গম্ভীর সিংহ'—অপরমতে ইনি জয়সিংহের পুত্র।

১৭৪পৃঃ—ধরণী সংহিতার শ্লোকগুলি কাছাড়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদিগের নিকট প্রাপ্ত; প্রমাণিক কিনা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।

১৭৯ পৃঃ—মিতেই জাতি মণিপুরের রাজ বংশীয়। ইহারা দেখিতে উজ্জ্বল ও গৌরবর্ণ। বিষ্ণুপ্রিয়াদিগের মধ্যে বহু কৃষ্ণকায় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন কাছাড় হইতে বহু নিম্ন শ্রেণীর লোক মণিপুরে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রিয়াদিগের দল পুষ্টি করিয়াছে কিন্তু এই উক্তি পাঠকগণের বিচার সাপেক্ষ।

১৯১পৃঃ—'হরিশ্চন্দ্রের মাতা' লক্ষ্মীপ্রভা দেবীর নামে একটী দীর্ঘিকা উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। অনেকে দীর্ঘিকা স্থানে ভ্রমবশতঃ মন্দির এইরূপ পাঠ করিয়াছেন।

২০৫পৃঃ—"অভ্যুদয়িনা রাষ্ট্রে তদন্তগত খাসপুর"—বড়খলা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত লোচনমণি নাথ এইরূপ পাঠ করিয়াছেন।

২০৭পৃঃ—দুর্গাচরণ ও কৃষ্ণচরণকে মধুরামের এবং গোবিন্দরামকে আনন্দরামের পুত্র বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন। তাম্রধ্বজের বংশাবলী দেখুন।

সূচীপত্র

